তারাশঙ্কর তর্করত্ন সঙ্কলিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

RASSELAS

A FREE TRANSLATION

BY

TARA SHANKAR TARKARATNA

FOURTH EDITION

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

১৯২৫।

বিজ্ঞাপন।

ইঙ্গরেজী ভাষায় জনসন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রাসেলাস গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। জনসন, সপ্তাহে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। যিনি এত অল্প সময়ে এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, ঈদৃশ অসাধারণক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত জানিতে অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে; এজন্য অতিসংক্ষেপে তাঁহার জীবনচরিত সঙ্কলিত হইয়া এই পুস্তকের প্রথমে সন্নিবেশিত হইল। এক্ষণে এই পুস্তক লোকসমাজে পরিগৃহীত হইলে আমার সমুদায় শ্রম সার্থক হয়।

শ্রীতারাশঙ্কর শর্ম্মা।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।

২৫এ ভাদ্র। সংবৎ ১৯১৪।

জনসনের জীবনচরিত

১৭০৯ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর ষ্টাফোর্ড সায়ারের অন্তর্গত লিচ্‌ফিল্ড গ্রামে জনসন জন্ম গ্রহণ করেন। জনসনের পিতা পুস্তকবিক্রেতার ব্যবসা করিতেন। প্রথম অবস্থায় কিছু সঙ্গতিও করিয়াছিলেন, কিন্তু পার্চমেন্টের ব্যবসায়ে এক বারে নির্দ্ধন হইয়া যান। যাহা হউক, বুদ্ধি বিদ্যার জন্য সকলে তাঁহার সম্মান ও সমাদর করিত। জনসনের মাতাও বুদ্ধিমতী ছিলেন। জনসন, বাল্যাবধি শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ রোগে আক্রান্ত হন। শারীরিক রোগে তাঁহার একটী চক্ষু এক বারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তাঁহার পিতার স্বাভাবিক যে উদ্বেগ ও চিন্তারোগ ছিল, তাহারও তিনি উত্তরাধিকারী হন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তিনি পাঠদ্দশায় বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদিগের ন্যায় শ্রমসাধ্য ক্রীড়া কৌতুকে প্রবৃত্ত হইতে পারেতেন না। ওলিবরনাম্নী এক বিধবার নিকট তাঁহার প্রথম শিক্ষা হয়। লিচ্‌ফিল্ডে ঐ বিধবার এক বিদ্যালয় ছিল। তিনি সর্ব্বদা কহিতেন "জনসনের মত বুদ্ধিমান্ ছাত্র বিদ্যালয়ে কখন আইসে নাই।"

জনসন, প্রথমে হাকিন্সের নিকট, তদনন্তর হণ্টরের নিকট, লাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। হণ্টর, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়াই সকল ছাত্রকে প্রহার করিতেন। জনসন যাবজ্জীবন ঐরূপ প্রহারের প্রশংসা করিয়াছিলেন ও কহিতেন "শিক্ষক মহাশয় আমাকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন, প্রহার না করিলে বোধ হয় আমি কিছুই করিতাম না, আমার বিদ্যা ব্যুৎপত্তিও কিছুই হইত না।" পনর বৎসর বয়ঃক্রমকালে জনসন, ওয়ার্সেষ্টর্সায়ারের অন্তর্গত ষ্টাযুরব্রিজের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যান। এই সময়ে অবকাশমতে কখন কখন কবিতা রচনা করিতেন। উনিশ বৎসর বয়সে অক্সফোর্ডের প্রেম্বোক্কালেজে প্রবিষ্ট হন। ঐ কালেজের শিক্ষক জর্ডন, তাদৃশ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন না। জনসন তাঁহার উপদেশ ও অধ্যাপনায় তাদৃশ মনোনিবেশ করিতেন না। একদা জনসনের অনাগমনজন্য বিরক্ত হইয়া, তাঁহার দুই পেন্স দণ্ড করাতে, তিনি কহিয়াছিলেন "মহাশয়! যে উপদেশ এক পেনিরও উপযুক্ত নয়, তাহা শুনিতে আসি নাই বলিয়া আমার দুই পেন্স দণ্ড করিলেন?" জনসন ঐ শিক্ষকের বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাঁহার অনুরোধে পোপের মেসায়া কাব্য লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। পোপ ঐ অনুবাদ দেখিয়া কহিয়াছিলেন "ইহার পর, কোন্ গ্রন্থ মূল ও

কোন্ গ্রন্থ অনুবাদ, এই লইয়া লোকদিগের পরস্পর মহা বিবাদ উপস্থিত হইবেক।”

জনসন, এক্ষণে এমন দুরবস্থায় পতিত হইলেন যে, কালেজ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা না হইতেই এবং কালেজ হইতে প্রশংসাসূচক কোন্ উপাধি না পাইতেই, তাঁহাকে কালেজ পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৭২৯ খ্রীঃঅব্দের ১২ই ডিসেম্বর কালেজ ছাড়িয়া লিচফিল্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। কালেজ ছাড়িয়া আসিলেও প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত কালেজের পুস্তকে তাঁহার নাম থাকে। তাঁহার যে স্বাভাবিক রোগ ছিল, ১৭৩০ খ্রীঃ অব্দে তাহার বৃদ্ধি হয়। তিনি লাটিন ভাষায় আপনার তৎকালীন দুরবস্থা ও যাতনা বর্ণন করিয়া ডাক্তর গিন্‌ফিনের হস্তে সমর্পণ করেন। ঐ বর্ণনা এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, গিন্‌ফিন তাহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হন।

লিচফিল্ডে প্রত্যাগমনের দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর জনসন, নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া অগত্যা লিচেষ্টর্সায়ারের এক বিদ্যালয়ে এক সামান্য শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ঐ পদ কোন রূপেই তাঁহার উপযুক্ত ছিল না। কিছু দিনের মধ্যেই সাতিশয় বিরক্ত হইয়া ঐ পদ পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুবাদ ও রচনা লিখিয়া যাহা কিছু লাভ হইত, তদ্দ্বারা যথাকথঞ্চিৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম-

কালে পোর্টরনাম্নী এক বিধবা কামিনীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হন এবং ১৭৩৬ খ্রীঃ অব্দের ৯ই জুলাই তাঁহার পানিগ্রহণ করেন। ঐ কামিনীর প্রশংসাযোগ্য তাদৃশ রূপ গুণ বা অধিক ধনসম্পত্তি ছিল না, তথাপি তিনি জনসনের নয়ন ও মন হরণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ জনসন তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। জনসন যৎকালে উঁহাকে বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বয়স্ জনসনের বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। জনসন এই সময়ে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, কিন্তু তিনটীর অতিরিক্ত ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ে আইসে নাই। ঐ তিনটী ছাত্রের মধ্যে একটীর নাম গারিক। ঐ বিদ্যালয় দেড় বৎসরের অধিক কাল থাকে নাই।

তদনন্তর জনসন লণ্ডন নগরে গিয়া আপন ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মানস করেন এবং ১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে গারিককে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হন। তিনি তথায় সময়ে সময়ে যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তীর্ণ হয় এবং তিনি লোকসমাজে মহাপণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত ও সমাদৃত হয়েন। তিনি যত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহার মধ্যে রাম্লর, ইঙ্গরেজী অভিধান, রাসেলাস ও কবিগণের জীবনচরিত, এই কয়েক খানই প্রধান।

১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে জনসনের রাম্লর গ্রন্থ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়, সপ্তাহে দুই দিন প্রচারিত হইত।

১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ উহা সমাপ্ত হয়। যে দিন রাম্বলর সমাপ্ত হয়, তাহার তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা মানবলীলা সংবরণ করেন। জনসন ভার্য্যাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

জনসনের সুপ্রসিদ্ধ অভিধান ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। এই অভিধান মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবা-মাত্র লোকে উহা অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল। উহা দ্বারাই তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইল। ঐ অভিধান মুদ্রিত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জনসন অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে M A. উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের প্রথমে মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত এবং মাতার যে কিছু ঋণ ছিল, তাহার পরিশোধের জন্য, জনসন রাসেলাস গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে যুক্তিগর্ভ বিচার ও নীতিগর্ভ অনেক উপদেশ আছে। প্রত্যহ সায়ংকালে লিখিতে বসিতেন, যত খানি লেখা হইত, মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত যন্ত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ এক সপ্তাহের সায়ং-কালীন পরিশ্রমে রাসেলাস সমাপ্ত হয়। লিখিয়া আর দেখিবার ও শুদ্ধ করিবার অবকাশ হয় নাই, তথাপি ইহা কি চমৎকার গ্রন্থ হইয়াছে। ইহার সমুদায় সন্দর্ভই এরূপ উৎকৃষ্ট যে, জনসনের চরিতাখ্যায়ক বসো-য়েল কহিয়াছেন "রাসেলাসের কোন্ ভাগ উদ্ধৃত করিবা

কোন্ ভাগের অবমাননা করিব তাহা আমি স্থির করিতে পারিলাম না, এজন্য পাঠকবর্গের নিকট রাসেলাসের পরিচয় দিবার নিমিত্ত তাহার কোন ভাগই উদ্ধৃত করা হইল না।" জনসন, যদি রাসেলাস ব্যতিরিক্ত আর কোন গ্রন্থ না লিখিতেন তাহা হইলেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় ও কীর্ত্তি চিরজীবিনী হইয়া থাকিত সন্দেহ নাই। তিনি যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন তন্মধ্যে জীবনচরিত ও রাসেলাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জনসন, দীর্ঘ কথা ও দুর্ব্বোধ বাগাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু রাসেলাসে সেরূপ কথার প্রয়োগ ও সেরূপ বাগাড়ম্বর অধিক করেন নাই। ফলতঃ রাসেলাস, জনসনপ্রণীত আর আর গ্রন্থ অপেক্ষা সরল ও সুশ্রাব্য। যাহা হউক, সপ্তাহের পরিশ্রমে এরূপ ভাবশুদ্ধ, নীতিগর্ভ, হিতোপদেশপূর্ণ, উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রস্তুত করা, অল্প ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। ইয়ুরোপে যত ভাষা প্রচলিত আছে, প্রায় সমুদায় ভাষাতেই রাসেলাসের অনুবাদ হইয়াছে। জনসনের অন্তঃকরণ যে সর্ব্বদা উদ্বেগ ও চিন্তারোগে আক্রান্ত ছিল, রাসেলাসের অনেক স্থলেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে বৎসর রাসেলাস প্রচারিত হয়, সেই বৎসরে ডবলিনের ত্রিনীতিকালেজ হইতে প্রশংসা পত্র ও D. C. L. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে বার্ষিক তিন শত পৌণ্ড পেন্সন পান। তদবধি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের তাদৃশ কষ্ট ছিল না। ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের অধীশ্বরের

সহিত সাক্ষাৎ হয়. রাজা, তাঁহার যথেষ্ট সম্মান এবং তাঁহার প্রণীত সমুদায় গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে জনসন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ জীবনচরিত মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। তদনন্তর তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠিল। শীঘ্রই জানিতে পারা গেল যে, তাঁহার অন্তিম কাল নিকটবর্ত্তী। জনসন মৃত্যুর অতিশয় ভয় করিতেন। তাঁহার যেরূপ পরিণত চিত্ত, তাহাতে ইহাই সম্ভাবনা করা যাইতে পারে যে, তিনি সাহস ও সহিষ্ণুতা সহকারে চরম দশায় জীবনের আশা পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু তাঁহার ৭৫ বৎসর বয়স, তখনও বাঁচিবার ইচ্ছা অতিশয় বলবতী। মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে তাঁহার সাহস ও সহিষ্ণুতা এক বারে বিলীন হইয়া গেল, তখন নিতান্ত অধীর হইলেন। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চিকিৎসককে জিজ্ঞাসিলেন "কেমন, কি রূপ বুঝিতেছেন ?" চিকিৎসক উত্তর করিলেন "কোন অলৌকিক ঘটনা ব্যতিরেকে আপনি এই রোগ হইতে এ যাত্রায় উদ্ধার পাইতে পারেন না।" তখন কহিলেন "তবে আর ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা নাই, এক্ষণে চিত্তকে জগদীশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত করা উচিত।" ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই ডিসেম্বর জনসন কলেবর পরিত্যাগ করেন। মহা সমারোহ পূর্ব্বক ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টর আবিতে তাঁহার কলেবর ভূগর্ভে নিহিত হয়। তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত

হয়, ঐ প্রতিমূর্ত্তি সেণ্ট পাল ক্যাথীড্রালে স্থাপিত আছে।

জনসন অতি সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক ছিলেন। উত্তম বক্তৃতা করিতে পারিতেন। বক্তৃতা ও বাদানুবাদের সময় কখন কখন আত্মশ্লাঘা ও অহঙ্কার প্রকাশ করাতে লোকে বিরক্ত হইত। জনসন, সুকবি ছিলেন না যথার্থ বটে, কিন্তু উত্তম গদ্য লিখিতে পারিতেন। আশ্চর্য্য এই, জনসন প্রগাঢ়ধীশক্তিসম্পন্ন ও মহাপণ্ডিত হইয়াও অলৌকিক ও অপ্রাকৃতিক ব্যাপারেও বিশ্বাস করিতেন।

রাসেলাস।

আবিসিনিয়া দেশের রাজকুমার রাসেলাসের উপাখ্যান।

গিরিগর্ভ।

আফ্রিকা খণ্ডে আবিসিনিয়া দেশ আছে। নীলনদ ঐ দেশ মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ঐ দেশে এক মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ ছিলেন। সম্রাটের অনেক পুত্র কন্যা, তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্রের নাম বাসেলাস।

সে দেশে এইরূপ প্রথা ছিল, যত দিন রাজকুমার ও রাজকুমারীরা সিংহাসনের অধিকারী হইতে না পারিতেন তাবৎ তাঁহাদিগকে নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিতে হইত। এইরূপ প্রথা থাকাতে, রাসেলাসকে আপন ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের সহিত, আমহারা রাজ্যে পর্ব্বতবেষ্টিত প্রশস্ত এক গিরিগর্ভে বাস করিতে হইয়াছিল। ঐ গিরিগর্ভে প্রবেশ করিবার একমাত্র পথ, প্রস্তরের মধ্য দিয়া ঐ পথ প্রস্তুত হয়। যে স্থানে

গিরিগর্ভের সহিত ঐ পথ মিলিত হয়, তথায় লৌহ কপাটে আবদ্ধ প্রকাণ্ড দ্বার ছিল।

পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ হইতে জল পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নদী প্রবাহিত হয়। সেই সকল নদী একত্র হইয়া গিরিগর্ভের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড এক হ্রদ হয়। তথায় নানাপ্রকার মৎস্য ছিল ও নানাবিধ জলচর পক্ষী জলে সাঁতার দিয়া ক্রীড়া কৌতুক করিত। পর্ব্বতের উত্তর দিকে ভগ্ন প্রস্তর ছিল, হ্রদের জল যখন ছাপিয়া উঠিত সেই ভগ্ন প্রস্তরের মধ্য দিয়া বহির্গত হইত।

গিরিগর্ভ অতি মনোহর। উহার চতুর্দ্দিক্ নানাবিধ তরুমণ্ডলীতে আচ্ছন্ন এবং গিরিনদীর তীর বিকসিত কুসুমে সর্ব্বদা আলোকময়। মন্দ মন্দ গন্ধবহ নানাবিধ গন্ধলতা কম্পিত করিয়া চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিস্তার করিত এবং প্রতিমাসে বৃক্ষের ফল পরিণত হইয়া ভূতলে পতিত হইত। বন্য ও পোষিত পশু মাঠের চতুর্দ্দিকে চরিয়া বেড়াইত, হিংস্র জন্তু তথায় আসিতে পারিত না। কোন দিকে গো মেষাদির পাল চরিতেছে, কোন দিকে হরিণ ও হরিণীগণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে, কোন স্থলে ছাগশাবক প্রস্তরের উপর লম্ফ ঝম্প দিয়া বেড়াইতেছে, কোন স্থানে গম্ভীরস্বভাব হস্তী তরুতলের ছায়ায় শয়ন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেছে, কোথাও বা চঞ্চল কপিকুল এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরের শাখায় লম্ফ দিয়া পড়িতেছে, দেখিতে পাওয়া যাইত। পৃথিবীর

সমুদায় আশ্চর্য্য বস্তু তথায় সংগৃহীত হইয়াছিল, জগতের সমুদায় সুখ স্বচ্ছন্দ তথায় আসিয়া একত্রিত হইয়াছিল, সংসারের সমুদায় দুঃখ সন্তাপ তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

গিরিগর্ভ অতিশয় প্রশস্ত, তথাকার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা; তথায় নানাবিধ শস্য জন্মিত, তত্রস্থ লোক-দিগের আবশ্যক সামগ্রীর অপ্রতুল হইত না এবং সম্রাট্ আসিয়া সমুদায় সুখ সামগ্রীও প্রদান করিয়া যাইতেন। সম্রাট্ বৎসরে এক বার রাজকুমারদিগকে দেখিতে আসিতেন ও গিরিগর্ভে অষ্টাহ বাস করিতেন। ঐ সময়ে গিরিগর্ভের দ্বার মুক্ত থাকিত ও নৃত্য, গীত, মহোৎসব, আরম্ভ হইত। পরম সুখে কালক্ষেপ হয় এবং সেই নির্জ্জন স্থান সুখের ও আমোদের স্থান হয়, এই নিমিত্ত গিরিগর্ভবাসী রাজকুমারেরা, যিনি যাহা চাহিতেন সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতেন। নর্ত্তক, বাদক, গায়ক ও অন্যান্য শিল্পকর সুখময় গিরিগর্ভে চির কাল বাস করিবার আশয়ে সেই সময়ে আসিয়া রাজকুমারদিগের নিকট আপন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিত। যাহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নৈপুণ্য গিরিগর্ভবাসী লোকদিগের আমোদ-জনক ও কৌতুকাবহ হইবেক বলিয়া বোধ হইত এবং রাজকুমারেরা যাহাদিগকে মনোনীত করিতেন, তাহারা তথায় থাকিতে পাইত। যাহারা গিরিগর্ভে নূতন আসিত, তাহারা চির কাল বাস করিবার

আকাঙ্ক্ষা করিত এবং এক বার তথায় গিয়া বদ্ধ হইলে আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা ছিল না সুতরাং অধিক কাল তথায় বাস কবায় যে কিরূপ সুখ দুঃখ তাহা অন্যে জানিতে পারিত না। জানিতে পারিত না বলিযাই প্রতিবৎসর নূতন নূতন লোক আসিয়া নূতন নূতন আমোদ বৃদ্ধি করিত।

গিরিগর্ভের অন্তর্গত এক উন্নত ভূভাগের উপর প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদের অনেক প্রকোষ্ঠ, যিনি যেরূপ সম্ভ্রান্ত তাঁহার বাসের নিমিত্ত সেইরূপ প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হইযাছিল। প্রাসাদ একপ বৃহৎ ও বিস্তৃত যে, বহুকালাবধি যাহারা রাজসংসারে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিল তদ্ভিন্ন আর কেহ সম্পূর্ণ রূপে সমুদায় গোপন স্থান জানিত না। উহার নির্ম্মাণচাতুরী দেখিলে বোধ হয় যেন, স্বয়ং সন্দেহ আসিয়া কি রূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবেক উপদেশ দিয়াছিলেন। এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইবার প্রকাশ্য পথ ছিল, গুপ্ত পথও ছিল, এক প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে যাইবার পথ, উপর দিয়াও ছিল, নিম্ন দিয়াও ছিল, কিন্তু উভয় পথই নিভৃত। অনেক স্তম্ভের অভ্যন্তরে গহ্বর ছিল, কিন্তু বাহির হইতে দেখিলে গহ্বর আছে বলিয়া বোধ হইত না। সম্রাটেরা উহাতে সঞ্চিত ধন নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রস্তর দিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিতেন, যখন প্রয়োজন হইত প্রস্তর খুলিয়া ধন লইতেন, আবার বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ঐ ধনের আয় ব্যয়

নিরূপণের পুস্তক এক উন্নত মন্দিরে লুকায়িত থাকিত, সম্রাট্ ও তাঁহার অব্যবহিত উত্তরাধিকারী ব্যতীত আর কেহ জানিত না।

সুখময় গিরিগর্ভে রাসেলাসের অসন্তোষ।

সম্রাটের পুত্রকন্যাগণ পরম সুখে কালযাপন করিবার নিমিত্তই এই প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। মনে নব নব প্রীতি জন্মিয়া দিতে পারে এরূপ লোক সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে থাকিত, সমুদায় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে পারে এরূপ সামগ্রীও প্রাসাদে অনেক ছিল। রাজকুমারেরা দিনের বেলায় সুগন্ধময় উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, রাত্রিকালে নিঃশঙ্ক চিত্তে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন। এই অবস্থায় তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্ত থাকিবেন বলিয়া বিজ্ঞ শিক্ষকেরা গিরিগর্ভকে সুখের ধাম বলিয়া বর্ণনা করিতেন, জনসমাজে অবস্থিতি করা দুঃখভোগ করা মাত্র বলিয়া উপদেশ দিতেন, গিরিগর্ভের বহিঃপ্রদেশকে ক্লেশময়, দুরবস্থাময় ও যাতনাময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন ও কহিতেন তথায় লোকদিগের পরস্পর দ্বেষ, হিংসা ও অনৈক্য বশতঃ ভয়ানক উপদ্রব ও অত্যাচার ঘটে এবং মানবগণ স্বজাতির শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে। গায়কেরা গিরিগর্ভকে

আমোদময় বলিয়া গান রচনা করিত ও প্রতিদিন রাজকুমারদিগকে সেই সকল গান শুনাইত।

গায়ক ও শিক্ষকদিগের কৌশল প্রায় সফল হইয়াছিল। রাজকুমারেরা প্রায় কেহ আবাসসীমা অতিক্রম করিতে চাহেন নাই। জগদীশ্বর মনুষ্যের সুখ ও সন্তোষের নিমিত্ত যত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে সকল সৌকর্য্যসাধন সামগ্রী শিল্পবিদ্যা দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে, সমুদায় গিরিগর্ভে পাওয়া যায় এইরূপ বিশ্বাস থাকাতে, তাঁহারা পরম সুখে কালযাপন করিতেন। যাহারা গিরিগর্ভে বাস করিতে পায় নাই তাহাদিগকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও দুঃখের দাস বলিয়া অনুতাপ করিতেন।

তাঁহারা প্রভাতে উঠিতেন, আমোদ প্রমোদ করিতেন, রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইতেন। রাসেলাস ব্যতিরিক্ত আর সকলেই এই অবস্থায় সুখী ও সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন। এবং আমোদ আহ্লাদে কাল ক্ষেপ করিতেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাসেলাসের মনে অসন্তোষের উদয় হইল। যেখানে আমোদ প্রমোদ হইত. যেখানে পাঁচজন আসিয়া একত্র বসিত, তিনি আর তথায় যাইতে ভাল বাসিতেন না। তিনি নির্জ্জনে বসিতেন, নির্জ্জনে বেড়াইতেন, মনে মনে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার চিন্তা করিতেন। চিন্তায় এরূপ মনোনিবেশ করিতেন যে, ভোজনের সময় নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রী সম্মুখে থাকিত তিনি খাইতে বিস্মৃত হইতেন।

কখন*কখন তানলয়বিশুদ্ধ সুস্বর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অমনি উঠিতেন ও নির্জ্জন প্রদেশে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্ত দেখিয়া সঙ্গিগণ তাঁহাকে নান-প্রকার বুঝাইত এবং পুনর্ব্বার আমোদ প্রমোদে তাঁহার প্রীতি জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইত, কিন্তু তিনি তাহাদিগের প্রবোধবাক্য ও সাদর সম্ভাষণ অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিদিন নদীতীরে উপস্থিত হইতেন, তরুতলের ছায়ায় বসিয়া, কখন বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পক্ষিগণের মধুর কলরব শুনিতেন, কখন বা জলে মৎস্য সকল সাঁতার দিয়া ক্রীড়া কৌতুক করিত দেখিতেন, কখন বা হঠাৎ মাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, চতুর্দ্দিকে পশু সকল চরিতেছে, কোন কোন পশু শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কেহ বা ঘাস খাইতেছে, কেহ বা দৌড়িতেছে, নিমেষশূন্য লোচনে অবলোকন করিতেন।

রাসেলাসের এইরূপ ভাবের পরিবর্ত্ত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলে কারণ সন্ধান করিতে সমুৎসুক হইল। একদা তিনি নির্জ্জনে ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক জন বিজ্ঞ শিক্ষক গোপনে গমন করিলেন। রাসেলাস পূর্ব্বে ঐ শিক্ষকের কথা বার্ত্তা শুনিতে ভাল বাসিতেন ও শুনিয়া আহ্লাদিত হইতেন। তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন রাসেলাস জানিতে পারিলেন না। রাসেলাস কিঞ্চিৎ দূর গিয়া, *পাহাড়ের উপর ছাগগণ চরিতেছে নিমেষশূন্য লোচনে অনেক ক্ষণ অবলোকন করিয়া, আপন অবস্থার সহিত

তাহাদিগের অবস্থার তুলনা করিয়া, কহিলেন “ মনুষ্য ও পশু জাতির কেন এত ইতর বিশেষ হইল ? আমার শরীররক্ষার্থে যাহা যাহা আবশ্যক, যে সকল পশু আমার চতুর্দ্দিকে চরিয়া বেড়াইতেছে ইহাদিগের প্রাণ-ধারণের নিমিত্তও তাহাই প্রয়োজনীয়। ইহারা ক্ষুধার সময় ঘাস খায়, পিপাসা হইলে জল পান করে। ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি হইলে সন্তুষ্ট হয় ও নিদ্রা যায়। নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে আবার উঠে, ক্ষুধা লাগিলে আবার খায়, ক্ষুধানিবৃত্তি হইলে পুনর্ব্বার বিশ্রাম করে। ইহাদিগের ন্যায় আমারও ক্ষুৎপিপাসা হয়, আমিও আহার করি, জলপান করি, কিন্তু ক্ষুৎপিপাসাশান্তি হইলে আমার মনে সন্তোষের উদয় হয় না। আমি বিশ্রামসুখ লাভ করিতে পারি না। ইহাদিগের মত আমারও আবশ্যক সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, কিন্তু পাইলে ইহাদিগের মত সন্তুষ্ট বা পরিতৃপ্ত হই না। যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা না লাগে সে পর্য্যন্ত ইহাবা বিশ্রাম করে কিন্তু আমাব সে সময় অন্ধকারময় ও ক্লেশময় বোধ হয়। শীঘ্র শীঘ্র ক্ষুধা লাগিলে আহারের দিকে মনঃসংযোগ হইবে বলিয়া আমি মুহুর্মুহুঃ ক্ষুধা প্রার্থনা করি। পক্ষিগণ চঞ্চুপুট দ্বারা ফল, মূল, শস্য প্রভৃতি আহার সামগ্রী আহরণ করিয়া ভক্ষণ করে, ক্ষুধানিবৃত্তি হইলে বনের অভ্যন্তরে উঠিয়া যায়, তথায় তরুশাখায় উপবিষ্ট হইয়া জন্মিয়া অবধি যে একপ্রকার কলরব শিখিযাছে তাহাই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া সুখে কালযাপন করে।

আমি শত শত বীণাবাদক ও বেণুবাদক আনিতে পারি, শত শত গায়ক সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু কল্য যে গান ও স্বর শুনিয়াছি তাহা আর আজি শুনিতে ভাল লাগে না, আবার পর দিনে উহা শুনিতে ক্লেশকর বোধ হয়। এখানে কৌতুকনিবারণের সমুদায় সামগ্রী আছে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার সকল উপায় আছে, তথাপি আমি পরিতৃপ্ত বা সন্তুষ্ট হই না। বোধ হয়, মানবজাতির অনুদ্ভাবিত কোন ইন্দ্রিয় থাকিবেক সেই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার সামগ্রী এখানে নাই, অথবা ইন্দ্রিয়-সুখব্যতিরিক্ত এমত কোন সুখ থাকিবেক সেই সুখ সম্ভোগ করিতে না পারিলে মনুষ্য প্রকৃত সুখী হইতে পারেন না।"

অনন্তর রাসেলাস ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন গগনমণ্ডলে চন্দ্রোদয় হইতেছে, তখন প্রাসাদের দিকে চলিলেন। মাঠের মধ্য দিয়া যাইবার সময় চতুর্দ্দিকে পশুদিগকে দেখিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন "পশু-জাতি! তোমরাই যথার্থ সুখী। আমি দুঃখভারে আক্রান্ত হইয়া তোমাদিগের নিকট দিয়া যাইতেছি, আমাকে দেখিয়া তোমাদের ঈর্ষ্যা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; আমিও তোমাদিগের সুখে ঈর্ষ্যা করি না, কারণ তোমাদের সুখ ও মানবজাতির সুখ বিভিন্নপ্রকার। আমার এরূপ কত দুঃখ সন্তাপ উপস্থিত হয় যাহা তোমাদিগের কখনই ভোগ করিতে হয় না। যে ক্লেশ আমাকে সহ্য করিতে হইতেছে না, তাহা হইতেও আমি

ভয় পাইতেছি, যে বিপদ ঘটে নাই তাহারও আশঙ্কা করিয়া কাতর হইতেছি, যে অমঙ্গল উপস্থিত হয় নাই তাহাও স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকি। কখন্ অমঙ্গল হইবে, কখন্ সঙ্কট ঘটিবে, এই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। তোমাদিগের এরূপ ক্লেশ কিছুই নাই। জগদীশ্বর জন্তু বিশেষকে যেরূপ বিশেষ বিশেষ সুখ ভোগ করিতে দিয়াছেন, সেইরূপ বিশেষ বিশেষ দুঃখ প্রদান করিয়া সকল জন্তুর সুখ দুঃখের সাম্য করিয়া দিয়াছেন, সন্দেহ নাই।" রাজকুমার যাইতে যাইতে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হওয়াতে এবং সদ্বক্তার মত উত্তমরূপ সাজাইয়া সেই সকল ভাব আপনা হইতে ব্যক্ত করিতে পারাতে, তাঁহার দুঃখের অনেক হ্রাস হইল। সে দিন সন্ধ্যাকালে আহ্লাদিত মনে সকলের সঙ্গে একত্র বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আহ্লাদিত দেখিয়া সকলে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

যাহার কিছুই অভাব নাই তাহার অসুখ।

রাজকুমারের মানসিক রোগের হেতু জানিতে পারিয়া উপদেশ দ্বারা তাহার প্রতীকার করিবার আশয়ে, সেই প্রাচীন শিক্ষক, পর দিন রাসেলাসের নিকটে গেলেন এবং বিনীত ভাবে কথোপকথনের অব-

সর চাহিলেন। রাসেলাস অনেক কালাবধি জানিতেন ঐ শিক্ষকের বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, নূতন কিছু উপদেশ দিতে অথবা শিখাইতে পারেন, তাঁহার আর একপ সংস্থান নাই, সুতরাং অবসরদানে অনিচ্ছুক হইয়া মনে মনে কহিলেন কেন এ আমাকে বিরক্ত করে? নূতন ও অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া যে সকল কথা ভাল লাগিয়াছিল, আবার ভুলিয়া গেলে ভাল লাগিতে পারে, তাহা কি আমাকে ভুলিতে দিবে না? এই ভাবিয়া তথা হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন ও বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতিদিন যেরূপ চিন্তা করিতেন, সেইরূপ চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। চিন্তা গাঢ় রূপে মনোমধ্যে নিবিষ্ট না হইতেই, সহসা পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন সেই শিক্ষক দণ্ডায়-মান, তখন অত্যন্ত বিরক্ত ও অধীর হইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাবিলেন যাহাকে পূর্ব্বে বিলক্ষণ সম্মান ও সমাদর করিয়াছি এবং এখনও ভাল বাসিয়া থাকি তাহাকে অপমানিত করা উচিত নয়। অনন্তর বৃদ্ধকে নিকটে আহ্বান করিলেন ও উভয়েই নদীর তীরে উপবিষ্ট হইলেন।

বৃদ্ধ এইরূপ আহ্বানে উৎসাহিত হইয়া রাজকুমারের মনোগত ভাবের পরিবর্ত্তের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন ও জিজ্ঞাসিলেন "কুমার। তুমি কি নিমিত্ত প্রাসাদের সুখসম্ভোগ ও আমোদ প্রমোদ পরি-

ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা নির্জ্জনে অবস্থিতি কর ও লোকের সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া সর্ব্বদা মৌনভাবে থাক?"

রাসেলাস কহিলেন "আমি আমোদ পরিত্যাগ করি, কারণ আমোদে আর আমোদ পাই না। আমি সর্ব্বদা দুঃখিত থাকি এবং আত্মদুঃখে অন্যের সুখশশধর মলিন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া নির্জ্জনে যাই ও একাকী অবস্থিতি করি।" বৃদ্ধ কহিলেন "রাজকুমার! সুখের প্রাসাদে দুঃখের কথা তুমিই এই প্রথম উল্লেখ করিলে। তুমি যে দুঃখের কথা কহিতেছ তাহা অমূলক। আবিসিনিয়ার সম্রাট্ যত সুখসামগ্রী প্রদান করিতে পারেন সমুদায় এখানে আছে। এখানে পরিশ্রম ও দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিতে হয় না অথচ তাহার ফল পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া দেখ, এখানে কিছুরই অভাব নাই, যাহা চাহ সমুদায় আছে। যদি প্রার্থনীয় বস্তুই না থাকিল তবে কিসের দুঃখ?"

রাজকুমার কহিলেন "প্রার্থনীয় বস্তু কিছু দেখিতে পাই না অথবা কি বস্তু প্রার্থনা করি তাহা জানি না বলিয়াই দুঃখিত আছি। যদি জানিতে পারি যে, এই বস্তু প্রার্থনীয়, তাহা হইলে, উহা পাইবার ইচ্ছা হয়, পাইবার ইচ্ছা হইলে যত্ন করি। তখন আর দিনমণি আস্তে আস্তে অস্তাচলে গমন করিতেছেন বোধ হয় না এবং প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর, কি করিব বলিয়া ভাবিতে হয় না। যখন আমি দেখি মেষশাবক ও ছাগশাবকগণ একটা আর একটার অনুবর্ত্তী হইতেছে, তখন

মনে হয়, আমিও কোন বিষয়ের অনুসরণ করিলে সুখী হইব। কিন্তু সেইরূপ করিয়া দেখি তাহাতেও সুখ নাই। সকল দিনই সমান ও সমুদায় মুহূর্ত্তই একপ্রকার বোধ হয়। বিশেষ এই, পূর্ব্ব দিন ও পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত অপেক্ষা পর দিন ও পর মুহূর্ত্ত অধিক ক্লেশকর ও দুঃসহ হইয়া উঠে। বাল্যকালে দিন সকল শীঘ্র শীঘ্র যাইত, সমুদায় বস্তুই নবীন ও অচিরজাত বোধ হইত, প্রতিমুহূর্ত্তেই নূতন নূতন বস্তু দেখিয়া আহ্লাদিত হইতাম। আপনি ত এক জন বহুদর্শী বটেন, কি করিলে শীঘ্র শীঘ্র দিন যাইবে বলিয়া দেন। আমি অনেক সামগ্রী ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে অভিলাষের নূতন সামগ্রী কিছু নির্দ্দেশ করুন।"

বৃদ্ধ, নূতনরকম দুঃখের কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কি উত্তর দিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তথাপি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন "কুমার! যদি তুমি পৃথিবীর দুঃখ ও দুর্দ্দশা দেখিতে, তাহা হইলে আপনার বর্ত্তমান সুখ স্বচ্ছন্দকে দুর্লভ ও বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে সন্দেহ নাই।" রাজকুমার কহিলেন, "হঁা এক্ষণে অভিলাষের নূতন সামগ্রী পাইলাম, পৃথিবীর দুঃখ ও দুরবস্থা দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহা দেখিলে বোধ হয় সুখী হইব। কারণ, অন্যের দুঃখের সহিত তুলনা করিয়া না দেখিলে আপনার সুখ বুঝিতে পারা যায় না।"

রাজকুমারের ক্রমাগত চিন্তা ও বিষাদ।

এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছিল এমন সময়ে আহারের সময়বিজ্ঞাপক বাদ্যধ্বনি হইল ও কথোপকথন শেষ হইল। ন্যায়ানুগত উপদেশ দ্বারা যে পথ হইতে রাজকুমারকে নিবৃত্ত করিবার মানস করিয়াছিলেন সেই পথই প্রদর্শিত হইল দেখিয়া, বৃদ্ধ সাতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়া প্রস্থান করিলেন। রাজকুমার পৃথিবীর কথা শুনিয়া কতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে কত ভাবের উদয় হইতে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতে হইবে ও বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইবেক, এক্ষণে অধিক বয়স হয় নাই অনেক কর্ম্ম করিতে পারিব বলিয়া আহ্লাদিত হইলেন।

এইরূপ আশার শিখা তাঁহার মনোমধ্যে প্রথম প্রবেশ করিয়া তাঁহার গণ্ডস্থলের স্বাভাবিক রাগ বর্দ্ধিত করিল এবং তাঁহার দুই চক্ষু দিব্য উজ্জ্বল আলোক বহির্গত হইতে লাগিল। কিছু করিতে হইবে বলিয়া মনে মনে ইচ্ছা জন্মিল, কিন্তু কি করিতে হইবে, কি উপায়েই বা সম্পন্ন করিবেন, তাহার ফলই বা কি হইবেক, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। তদবধি একাকী অথবা চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন না। সুখের গুপ্ত ভাণ্ডার পাইয়াছি গোপনে ভোগ করিব বিবেচনা করিয়া, আমোদ প্রমোদে আপ-

মাকে সর্ব্বদা আসক্ত ও অনুরক্ত দেখাইতেন এবং যে অবস্থায় আপনি বিরক্ত হইয়াছিলেন সেই অবস্থায় অন্যকে সুখী রাখিবার চেষ্টা করিতেন। আমোদ প্রমোদের যত বৃদ্ধি হউক না কেন, তদ্দ্বারা সমুদায় সময় কখন অতিবাহিত হয় না। দিন যামিনী মধ্যে এমন অনেক সময় পাওয়া যায়, যে সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিলে কেহ সন্দেহ করে না, নির্ভয়ে চিন্তা করিতেও পারা যায়। রাসেলাস সমুৎসুক চিত্তে সমাজে গতাগতি করিতেন, তথা হইতে বহির্গত হইয়া আহ্লাদিত মনে নির্জ্জনে গমন করিতেন এবং চিন্তার যে নূতন সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহারই অনুধ্যান করিতেন। এই রূপে তাঁহার দুঃখের ভার অনেক কমিয়া গেল।

যে পৃথিবী তিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন দেখেন নাই মনে মনে তাহার কল্পনা করাই তাঁহার প্রধান আমোদ হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে আপনার নানা অবস্থা কল্পনা করিতেন, আপনাকে নানা সঙ্কটে নিক্ষিপ্ত করিতেন ও অশেষবিধ দুঃসাহসিক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। মনে মনে দীন হীনের দুঃখ দূর করিতেন, কখন প্রতারণা ও অত্যাচার নিবারণ করিতেন, কখন বা পৃথিবীস্থ লোকদিগকে সুখ স্বচ্ছন্দ বিতরণ করিতেন। এই রূপে বিংশতি মাস অতীত হইল। মনে মনে মনোরথকল্পনায় এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলেন যে, নির্জ্জনে আছি বলিয়া

তাঁহার আর বোধ হইত না। তিনি ভাবিতেন আমি পৃথিবীতে গিয়াছি ও জনসমাজে বাস করিতেছি। এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পৃথিবীতে যাইবার ও পৃথিবীস্থ লোকের সহিত মিলিবার কোন উপায় চেষ্টা করেন নাই।

একদা নদীতীরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার মনে উদয় হইল যেন, পিতৃমাতৃহীন এক স্ত্রীলোক আসিয়া কহিল, আমার প্রাণবল্লভ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পলায়িতেছে। রাসেলাস অমনি উঠিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন। ধরিতে না পারিয়া মনে মনে কহিলেন দোষীরা ভয়প্রযুক্ত শীঘ্র দৌড়িয়া যায়, সহসা ধরিতে পারা যায় না। যাহা হউক, যত ক্ষণ ধরিতে না পারিব তত ক্ষণ ছাড়িব না, এই বলিয়া ক্রমাগত দৌড়িতে লাগিলেন। পরিশেষে সম্মুখে পর্ব্বত দেখিয়া গতিরোধ হইল। তখন সমুদায় মিথ্যা বলিয়া বোধ হইল এবং মিথ্যা মনোরথকল্পিত আবেগ নিবারণ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিষণ্ণ বদনে কহিলেন "এই পর্ব্বতই আমার সমুদায় সুখসম্ভোগ ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দৃঢ়তর প্রতিবন্ধক হইয়াছে। কত দিন হইল আমি পর্ব্বতের বহির্ভাগে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি উহা সম্পন্ন করিবার কোন চেষ্টা পাই নাই।" মনে এইরূপ উদয় হওয়াতে তথায় উপবিষ্ট হইয়া মনে মনে কহিলেন, "প্রায়

দুই বৎসর হইল আমি এই কারা অতিক্রম করিবার মানস করিয়াছি কিন্তু আজি পর্য্যন্ত সেই মানস সফল করিবার কোন চেষ্টা করিলাম না। যে সময় মিথ্যা অতিবাহিত হইল ইহাতে কত কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারিত, কিন্তু আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। কেবল অলীক চিন্তায় মিথ্যা কাল ক্ষেপ করিলাম। মনুষ্যের জীবনকালের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, আমি যত সময় মিথ্যা অতিবাহিত করিয়াছি তাহা উহার চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। যথার্থরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাল্যকাল জীবনকালের মধ্যে পরিগণিত নয়, যেহেতু তখন বুদ্ধিশক্তি ও চিন্তাশক্তি জন্মে না। বার্দ্ধক্যও জীবনকালের মধ্যে ধর্ত্তব্য নয়। জন্মিয়া অনেক কাল পরে আমরা চিন্তাশক্তি প্রাপ্ত হই এবং শীঘ্রই আবার আমাদিগকে কাজের বাহির হইতে হয়। বাল্য ও বার্দ্ধক্য বাদ দিয়া যথার্থ রূপে গণনা করিলে মনুষ্যের জীবনকাল চল্লিশ বৎসরের অধিক নয়। আমি কেবল অলীক চিন্তা দ্বারা তাহারই চব্বিশ ভাগের এক ভাগ হারাইয়াছি। যাহা হারাইয়াছি তাহাই নিশ্চয় পাইযাছিলাম, আবার আমি যে কুড়িমাস বাঁচিব তাহা কে বলিতে পারে।" রাসেলাস এই বলিয়া অতিশয় অনুতাপ করিতে লাগিলেন। অনুতাপের যন্ত্রণা তাঁহাকে ইহার পূর্ব্বে আর সহ্য করিতে হয় নাই, এই প্রথম আরম্ভ হইল।

মনে মনে আত্মদোষের উনস্তাব করিয়া অতিশয়

পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেন না। নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া মনে মনে কহিলেন, " পূর্ব্ব পুরুষের অনভিজ্ঞতা এবং দেশের কুনিয়ম ও কুপ্রথার জন্য অনেক বয়স্ মিথ্যা অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ হইলে বিরক্তি ও দুঃখ উপস্থিত হয়। কিন্তু যে অবধি আমার মনে নূতন কল্পনা উদিত হইয়াছে, যে অবধি আমি যথার্থ সুখের সন্ধান পাইয়াছি, তাহার পর কেবল আমারই দোষে ও আমারই মূর্খতায় এত কাল মিথ্যা অতিবাহিত হইল। যাহা হারাইলাম আর পাইব না। এক জন অলস দর্শকের মত কুড়ি মাস ক্রমাগত সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন নিরীক্ষণ করিলাম। এত দিনে পক্ষিশাবক উড়িতে শিখিয়াছে, মাতৃসন্নিধান পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বনে বনে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেছে। ছাগশাবক স্তন্য ত্যাগ করিয়াছে, পাহাড়ের উপর উঠিতে শিখিয়াছে ও ইচ্ছামত আহার বিহার করিতেছে। আমিই কেবল অনাশ্রয় ও অজ্ঞান অবস্থায় আছি। আমার কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই। চন্দ্র উদিত ও অস্তগত হইয়া জীবন যাইতেছে বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন, নদী ক্রমাগত প্রবাহিত হইয়া আলস্যের তিরস্কার করিয়াছেন, তথাপি আমার চৈতন্যোদয় হয় নাই। আমি এক বারে চৈতন্যশূন্য ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলাম। কুড়ি মাস গত হইয়াছে তাহা আর কে ফিরিয়া আনিতে পারে?"

ঈদৃশ দুঃখাবহ চিন্তা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া

থাকিল। বৃথা চিন্তায় আব কাল ক্ষেপ করিব না এই চিন্তা করিতে করিতে চারিমাস গত হইল। একটী মৃত্তিকার পাত্র ভগ্ন হওয়াতে, এক জন স্ত্রীলোককে, যাহা ফিরিয়া পাওয়া যাইবেক না তাহার জন্য অনুতাপ করা বৃথা, এই কথা কহিতে শুনিয়া, তাঁহার মনে চৈতন্যোদয় হইল। তখন আপনাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন এবং এই সামান্য উপদেশ আপনি উদ্ভাবিত করিতে ও বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। এত কাল মিথ্যা অনুতাপ করিলাম বলিয়া আবার অনেক ক্ষণ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তদবধি গিরিগর্ভ হইতে পলাইবার চেষ্টায় থাকিলেন।

রাসেলাস এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, যাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে মনে স্থির করা সহজ, তাঁহা কাজে নিষ্পন্ন করা অতিশয় কঠিন কর্ম্ম। চতুর্দ্দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন গিরিগর্ভের সকল দিকেই দৃঢতর আবরণ, যে আবরণ কখন কেহ অতিক্রম বা ভগ্ন করিতে পারে নাই। এবং এরূপ দ্বারে অবরুদ্ধ যে, এক বার তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে আর ফিরিয়া যাওয়া যায় না। রাসেলাস পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর মত নিতান্ত অধীর ও ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। পর্ব্বতের উপর বনে আচ্ছাদিত, যদি কোন গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায় এই আশয়ে, প্রতিদিন পর্ব্বতে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু উহার শিখর দেশ এরূপ উন্নত যে, তথায় আরোহণ করা নিতান্ত অসাধ্য। লৌহের দ্বার

খুলিয়া পলায়ন করাও অতিশয় কঠিন কর্ম্ম। উহা কেবল অত্যন্ত ভারী বলিয়া খুলা যায় না এমন নহে, কিন্তু শত শত দ্বারপাল সাবধান ও সতর্ক হইয়া সর্ব্বদা উহার রক্ষণাবেক্ষণ করে, সুতরাং কি রূপে ঐ স্থান দিয়া পলায়ন সম্ভব হইতে পারে? হ্রদের জল যে স্থান দিয়া বহির্গত হয় তথায় গিয়া সূর্য্যের আলোকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কতকগুলি ভগ্ন প্রস্তর আছে তাহার মধ্য দিয়া জল নির্গত হইতে পারে, কিন্তু আর কোন বস্তু যাইতে পারে না। সুতরাং পলায়ন বিষয়ে নিরুৎসাহ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মনোমধ্যে আশা জাগ্রতী থাকিলে সন্তোষেরও সম্ভাবনা থাকে ইহা জানিতে পারিয়া এক বারে হতাশ হইলেন না।

এইরূপ বৃথা অনুসন্ধানে দশ মাস অতীত হইল। রাসেলাস অপেক্ষাকৃত সুখস্বচ্ছন্দে এই কয়েক মাস অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে নবীন আশা অবলম্বন করিয়া গাত্রোত্থান করিতেন, দিনের বেলায় পরিশ্রম ও মনোযোগ পূর্ব্বক আশা সফল করিবার চেষ্টায় থাকিতেন, সায়ংকালে চেষ্টা করিতেছি বলিয়া আহ্লাদিত হইতেন, পরিশ্রম জন্য ক্লান্তির পর রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতেন। দিনের বেলায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন ও পশুদিগের নানাবিধ কৌশল ও বৃক্ষলতাদির নানাপ্রকার গুণ উদ্ভাবন করিতেন। তখন তাঁহার বোধ হইল যে, গিরিগর্ভ নানা আশ্চর্য্য বস্তুতে পরিপূর্ণ এবং যদিও এখান হইতে পলাইতে না পারি, অন্ততঃ এই

সকল* আশ্চর্য্য বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান করিলে সুখী ও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব। পলায়নের চেষ্টা বিফল হই-তেছে বটে কিন্তু অনুসন্ধানের নানা সামগ্রী প্রাপ্ত হই-তেছি ভাবিয়া আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। প্রথম মনোরথও এক বারে পরিত্যাগ করিলেন না। পৃথি-বীতে যাইব, তত্রস্থ লোকদিগের সমুদায় বিষয় অবগত হইব, ইহাও মনে মনে মনোরথ করিতে লাগিলেন। পলায়নের পথ অন্বেষণ করায় ক্ষান্ত থাকিলেন বটে কিন্তু সুযোগ পাইলেই প্রস্থান করিব ইহা মনে মনে জাগরূক রহিল।

উড়িবার কৌশল।

গিরিগর্ভবাসী লোকদিগের সুখ ও সৌকর্য্য সাধনের নিমিত্ত যত শিল্পকর তথায় আসিযাছিল, তাহার মধ্যে এক জন নানাবিধ যন্ত্র ও নানাপ্রকার কল প্রস্তুত করিতে পারিত। সে এরূপ এক কল প্রস্তুত করিযাছিল যে, সেই কলে জল উঠিযা এক উন্নত স্তম্ভের উপরিভাগে পতিত হইত, সেই স্তম্ভের সহিত প্রাসাদের সমুদায় প্রকোষ্ঠের সংযোগ ছিল, সুতরাং জল তথা হইতে প্রাসাদের সমুদায় প্রকোষ্ঠে যাইত। ঐ ব্যক্তি উদ্যা-নের মধ্যে এমন এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে, তাহার চতুর্দ্দিকে জলযন্ত্র দ্বারা জল বিকীর্ণ হওয়াতে তত্রস্থ

সমীরণ সর্ব্বদা শীতল থাকিত। উদ্যানের যে গৃহে কামিনীগণ বাস করিতেন তথায় এরূপ এক ব্যজন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল যে, নদীর জলপ্রবাহের গতি দ্বারা ঐ ব্যজন আপনিই সঞ্চালিত হইত, কাহাকেও টানিতে হইত না। সে এরূপ অনেক বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র বায়ুর আঘাতে আপনিই বাজিত, কোনটা বা জল প্রবাহের গতি দ্বারা সুশ্রাব্য শব্দ করিত।

রাসেলাস যাহা কিছু নূতন দেখিতেন, মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি কখন কখন এই শিল্পকরের নিকটে আসিতেন ও মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহার শিল্পকর্ম্ম দেখিতেন। একদা তথায় আসিয়া দেখিলেন শিল্পকর, সম ভূভাগে পাইল্ ভরে চলিতে পারে, এমন এক শকট নির্ম্মাণ করিতেছে। রাসেলাস দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ও বহু সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ শকট শীঘ্র প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিলেন। শিল্পকর রাজকুমারের এইরূপ আদরে উৎসাহিত হইয়া সমধিক সম্মান লাভের আশয়ে কহিল, "মহাশয়! আপনি ত এক সামান্য শিল্পকৌশল দেখিলেন, শিল্পবিদ্যাপ্রভাবে কত অভাবনীয় অচিন্তনীয় কার্য্যও সম্পন্ন হইতে পারে। বহুকালাবধি আমার এই এক সিদ্ধান্ত আছে যে, মানবগণ জাহাজ ও শকটে আরোহণ না করিয়া কেবল পক্ষের সাহায্যে গতাগতি করিতে

পারেন। অনভিজ্ঞ অলসেরাই ভূমির উপর দিয়া যাতায়াত করে, জ্ঞানবানেরা নভোমণ্ডল দিয়াও পথ করিয়া লইতে পারেন।”

শিল্পকরের কথা শুনিয়া রাজকুমারের পর্ব্বত অতিক্রম করিবার ইচ্ছা জন্মিল। শিল্পকর যে সকল যন্ত্র রচনা করিয়াছিল, রাসেলাস তাহা দেখিয়া মনে করিলেন যে তাহার ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য বস্তু নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আশা অবলম্বন করিয়া হতাশ ও নিরাশ্বাস হইলে অধিক অনুতাপ হইবেক বলিয়া আশা অবলম্বন করিবার অগ্রে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিল্পকরকে জিজ্ঞাসিলেন, “তুমি যথার্থ করিয়া বল যাহা এখনই কহিলে তাহা সম্পন্ন করিতে পার, কি সেইরূপ করিতে তোমার ইচ্ছা আছে। বুঝি তোমার ইচ্ছাই ক্ষমতা অপেক্ষা বলবতী হইয়া থাকিবেক। সকল জন্তুরই পৃথক্ পৃথক্ পথ নির্দ্ধারিত আছে। পক্ষিগণ নভোমণ্ডলে উড়িয়া বেড়ায়, মনুষ্য ও পশুগণ ভূমির উপর গতাগতি করিয়া থাকে।”

“হাঁ, এইরূপ মৎস্য সকলও জলে ভাসে, কিন্তু পশুপক্ষিগণও তথায় সাঁতার দেয় এবং মনুষ্যেরাও সন্তরণ শিখিয়া তথায় ভাসিয়া যাইতে পারে। যাহারা সাঁতার দিতে পারে তাহারা উড়িয়া যাইতেও পারে। সন্তরণ ও উড্ডয়ন প্রায় একরূপ। জল, বায়ু অপেক্ষা গুরু, তাহার উপর ভর দিয়া ভাসিয়া যাওয়াকে সন্তরণ

কহে এবং জল অপেক্ষা লঘু বায়ুর উপর ভর দিয়া চলিয়া যাওয়াকে উড্ডয়ন বলে। শরীরের ভরে বায়ু অপসারিত না হইতে হইতে দ্রুত বেগে চলিয়া যাইতে পারিলেই উড়িতে পারা যায়। ” শিল্পকরের এই কথা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন “ সাঁতার দেওয়া অতিশয় শ্রমসাধ্য, সাঁতার দিবার সময় বলবান্ ব্যক্তিরও অঙ্গ সকল ক্লান্ত ও অবশ হইয়া যায়। আমার আশঙ্কা হইতেছে তুমি যেরূপ উড়িবার কথা কহিলে, বুঝি উহা সন্তরণ অপেক্ষাও ক্লেশসাধ্য ও ভয়ানক হইবেক। সাঁতার দিয়া যত দূর যাওয়া যায়, উড়িয়া যদি তাহা অপেক্ষা অধিক দূর যাইতে পারা না যায়, তাহা হইলে পক্ষ দ্বারাই বা কি কাজ হইবেক। ”

শিল্পকর কহিল, “ ভূতল হইতে যখন প্রথম আকাশমার্গে উঠা যাইবেক তখন অধিক পরিশ্রম লাগিবেক সন্দেহ নাই। কুক্কুট প্রভৃতি পোষিত পক্ষিগণ, পক্ষ বিস্তার করিয়া যখন ভূতল হইতে প্রথম উঠে তখন তাহাদিগকে অধিক আয়াস পাইতে হয়, কিন্তু উপরে উঠিলে পৃথিবীর আকর্ষণ অধিক থাকে না, সুতরাং শরীরের ভার লাঘব হয় এবং ক্রমে ক্রমে এরূপ স্থানে উড়িয়া যাওয়া যায় যে, তথা হইতে আর পড়িবার আশঙ্কা থাকে না। যখন অধিক দূরে উঠা যায় তখন আর অধিক আয়াস পাইতে হয় না, কেবল সহজে সম্মুখে বেগ দিলেই অনায়াসে যাওয়া যায়। বিবেচনা করিয়া দেখুন, যখন কোন দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ

পণ্ডিত পক্ষযুক্ত হইয়া নভোমণ্ডল আশ্রয় করিবেন এবং উপর হইতে দেখিবেন, নিম্নে পৃথিবী যথানিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে, কখন সুমেরু, কখন বা কুমেরু, কখন সাগর, কখন বা নগর, কখন পর্ব্বত, কখন বা অরণ্য, তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে; তখন তাঁহার অন্তঃকরণে কি অসীম আনন্দোদয় হইবেক। তখন তিনি বাণিজ্যের বিপণি ও সংগ্রামভূমি সম ভাবে দেখিবেন এবং অসভ্য পর্ব্বতীয় লোকের বাসস্থান ও সমৃদ্ধিশালী সন্ধিসুখসম্পন্ন রাজ্য এক ভাবে অবলোকন করিবেন, মনে কিছুমাত্র ভয় জন্মিবেক না। তখন আমরা সহজেই নীলনদের উৎপত্তির স্থান নিরূপণ করিতে পারিব এবং পৃথিবীর এক দিক্ হইতে অপর দিকের অনুসন্ধান লইতে সমর্থ হইব।"

"হাঁ, যাহা তুমি কহিলে তাহা অভিলষণীয় বটে কিন্তু আমার বোধ হয়, যেখানে উঠিলে পতনের ভয় থাকিবেক না তথায় নিশ্বাসরোধ হইয়া মারা যাইবার সম্ভাবনা। আমি শুনিয়াছি, উচ্চ পর্ব্বতের উপর উঠিলে নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু তথা হইতে পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। যেখানে নিশ্বাস ফেলিতে পাওয়া যায়, তথা হইতে পতনেরও ভয় থাকে।" রাজকুমারের এই কথা শুনিয়া শিল্পকর কহিল, "অগ্রেই সমুদায় আপত্তির উত্তর করিতে হইলে আর কোন কর্ম্মেরই উদ্যোগ করা হয় না। আপনি যদি আমার সঙ্কল্পিত বিষয়ে আনুকূল্য করিতে

স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমিই প্রথম পক্ষ অবলম্বন করিয়া নভোমণ্ডলে উঠিব; যত আপদ্ বিপদ্ হয় আমারই ঘটিবেক। উড্ডীন বিহগাবলীর পক্ষের আকার ও গঠন দেখিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি যে, মনুষ্যের পক্ষ প্রস্তুত করিতে হইলে বাদুড়ের পাখার মত করা উচিত, প্রয়োজন হইলে উহা বিস্তারিত করা যায়, আবার সহজে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতেও পারা যায়। আমি কল্য অবধি ঐরূপ কাষ্ঠের পক্ষ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিব এবং বোধ হয় এক বৎসরের মধ্যেই মনুষ্যের আবাসভূমি অতিক্রম করিয়া আকাশমণ্ডলে উঠিব। কিন্তু একটি নিয়ম করিতে হইবেক, আমাদের ভিন্ন আর কাহারও নিমিত্ত পক্ষ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিবেন না, অগ্রে অঙ্গীকার করুন, তাহা হইলে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই।

রাসেলাস কহিলেন "এতাদৃশ লাভ ও উপকার হইতে কেন অন্যকে বঞ্চিত করিবে? জগতের হিতের নিমিত্ত সমুদায় লোকেরই সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা উচিত। মানবগণ জন্মিয়া অবধি স্বজাতির নিকট ঋণী থাকেন এবং যথাসাধ্য উপকার ও হিতানুষ্ঠান করিলে তখন সেই ঋণ হইতে পরিত্রাণ পান। যে যাহা জানিতে বা উদ্ভাবন করিতে পারে, তাহা লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত প্রয়োগ করাই উচিত।"

"যদি সকল মনুষ্য সুশীল ও ধার্ম্মিক হইত, তাহা হইলে আমি আহ্লাদিত চিত্তে সকলকেই উড়িবার

কৌশল শিখাইতাম। যখন অসচ্চরিত্র লোকেরা গগন-মণ্ডল হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ আরম্ভ করিবে, তখন পৃথিবীর সুখ স্বচ্ছন্দ কোথায় থাকিবেক। তখন প্রাচীর, পরিখা, দুর্গ, অরণ্য, পর্ব্বত, সাগর, কিছুতেই কিছু রক্ষা হইবেক না। তখন উত্তর দিকের অসভ্য লোকেরাও গগনমার্গ দিয়া আসিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের রাজধানীতে অবতীর্ণ হইবে, লুঠ করিবে ও নানা বিশৃঙ্খলতা ঘটাইবে। তখন রাজকুমারদিগের বাসস্থান সুখময় এই গিরিগর্ভও নিরাপদে থাকিবে না।”
শিল্পকর এই কথা কহিলে রাজকুমার তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের বিষয় গোপনে রাখিতে স্বীকার করিলেন। শিল্পকর সঙ্কল্পিত বিষয় সম্পাদন করিলেও করিতে পারেন মনোমধ্যে এইরূপ আশার উদয় হওয়াতে, রাসেলাস মধ্যে মধ্যে শিল্পকারের নিকটে যাইতেন, কত দূর হইল সর্ব্বদা অনুসন্ধান লইতেন এবং কিরূপ করিলে উত্তম হইবেক তাহারও উপদেশ দিতেন। পক্ষীদিগ-কেও অতিক্রম করিয়া উঠিব বলিয়া শিল্পকরের মনে দিন দিন বিশ্বাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল, রাজকুমারের মনেও ঐ রোগ সংক্রামিত হইল।

এক বৎসরের মধ্যে পক্ষ প্রস্তুত হইল। এক দিন প্রাতঃকালে উড়িবার মানসে শিল্পকর, পক্ষ লইয়া গিরিগর্ভস্থিত হ্রদের নিকটবর্ত্তী এক উন্নত ভূভাগের উপর উঠিল। প্রথমতঃ পক্ষ দিয়া বাতাস একত্র করিল, পরে লম্ফ দিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, যেমন উঠিল

অমনি হ্রদে পতিত হইল। যে পক্ষ গগনে কিছুই সাহায্য করিতে পারিল না, জলে পতিত হইলে তাহাতে অনেক সাহায্য হইল। রাজকুমার শিল্পকরকে ধরিয়া তীরে উঠাইলেন; দেখিলেন, সে ভয়ে ও লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়াছে।

এক পণ্ডিতের সহিত রাজকুমারের সাক্ষাৎ।

সঙ্কল্পিত বিষয় নিষ্ফল হইল বলিয়া রাজকুমার নিতান্ত দুঃখিত হইলেন না। তিনি অন্য সুযোগ না দেখিয়াই এই অকিঞ্চিৎকর উপায়ে মনোরথসম্পাদনের আশা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন না। আপন মনোরথও পরিত্যাগ করিলেন না, কেবল সুযোগের অনুসন্ধানে রহিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মানসিক সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার প্রত্যাশার হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। মনে অসন্তোষের উদয় না হয় এজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহার সমুদায় চিন্তা পুনর্ব্বার দুঃখে পরিণত হইল; এমন সময়ে আবার বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়া, বনে বনে ভ্রমণ ও নির্জ্জনে গতায়াতের পথ বন্ধ করিল।

ক্রমাগত বৃষ্টি হইতে লাগিল। এরূপ ভয়ানক বর্ষা ইহার পূর্ব্বে আর কখন দেখা যায় নাই। চতুর্দ্দিকে মেঘ,

দশ দিক্ অন্ধকার। পর্ব্বত হইতে জলের স্রোত আসিয়া সমুদায় মাঠ ভাসাইয়া দিল। যে ছিদ্র দিয়া জল বহির্গত হইত, উহা অতিশয় অপ্রশস্ত, সুতরাং হ্রদের জল ছাপিয়া উঠিয়া তীরভূমি আপ্লাবিত করিল। চতুর্দ্দিক্ জলময় হইয়া উঠিল। যে দিকে নেত্রপাত করা যায় জল বই আর কিছুই দেখা যায় না। যে উন্নত ভূভাগের উপর প্রাসাদ ছিল, জলের মধ্যে কেবল সেই ভূভাগ ও অন্যান্য দুই এক উচ্চ স্থান দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সমুদায় নিম্ন ভূমি জলে এরূপ পরিপূর্ণ হইল যে, গো মেষাদির পাল আর মাঠে দেখিতে পাওয়া যায় না; অন্যান্য পশুদিগকেও আর চরিতে দেখা যায় না। তাহারা পর্ব্বতের উপরি প্রদেশে প্রস্থান করিল।

বর্ষাকাল রাজকুমারদিগকে প্রাসাদে রুদ্ধ করিল। তাঁহারা আর কোথাও যাইতে পারেন না কেবল প্রাসাদে বসিয়া নানাবিধ আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। ইমলাকনামক এক জন কবি গিরিগর্ভে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, তিনি এই সময়ে রাজকুমারদিগকে এক সুশ্রাব্য কাব্য শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। ঐ কাব্যে মানবদিগের নানা অবস্থা বর্ণিত ছিল। রাসেলাস ঐ কাব্য শ্রবণ করিতে অতিশয় সমুৎসুক হইলেন। এরূপ সমুৎসুক হইলেন যে, কবিকে আপন প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার সেই কাব্য শ্রবণ করিলেন। কবির সহিত রাসেলাসের আলাপ পরিচয় হইল ও ক্রমে ক্রমে সৌহার্দ্দ জন্মিল।

তাঁহার সহিত আলাপ, পরিচয় ও সৌহার্দ্দ হওয়াতে রাসেলাস আপনাকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলেন। ভাবিলেন, সৌভাগ্যক্রমে এমন এক জন পণ্ডিতের সহিত আলাপ হইল যিনি পৃথিবীর সমুদায় বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন ও লোকের সমুদায় অবস্থা অবগত হইয়াছেন। তিনি ইমলাককে এমন শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন যাহা মনুষ্যমাত্রেই অবগত আছে, বাল্যকালাবধি কারারুদ্ধ থাকাতে তিনিই কেবল জানিতে পারেন নাই। রাজকুমারের সামান্য বিষয়ে এরূপ অনভিজ্ঞতা দেখিয়া ইমলাক দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সমুদায় বিষয় জানিতে কৌতুকাক্রান্ত দেখিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তদবধি দিন দিন নূতন নূতন বিষয়ের শিক্ষা দিয়া রাজকুমারকে আহ্লাদিতচিত্ত করিতে লাগিলেন। রাজকুমার তাহাতে এইরূপ আসক্ত ও অনুরক্ত হইলেন যে, জগদীশ্বর মনুষ্যকে কেন নিদ্রাবশীভূত করিয়াছেন বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইলে নূতন আমোদ অনুভব করিতে ও নূতন নূতন বিষয় শিখিতে পারিব বলিয়া ব্যগ্র হইয়া প্রতিদিন প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদা উভয়ে বসিয়া আছেন এমন সময়ে রাজকুমার ইমলাককে স্বকীয় জীবনচরিত বর্ণনা করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং তিনি কি আশয়ে গিরিগর্ভে আসিয়া বদ্ধ হইয়াছেন তাহাও জানিতে উৎসুক হইলেন। ইমলাক

আপন উপাখ্যান বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন এমন সময়ে রাজকুমার, গান বাদ্য শুনিতে আহূত হইলেন, সুতরাং তৎকালে উহা বন্ধ থাকিল।

ইমলাকের জীবনচরিত।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে দিবসের শেষভাগ ও রাত্রিকাল অতি রমণীয়। সেই সময়ই আমোদ প্রমোদের সময়। সুতরাং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান বাদ্য হইল। তদনন্তর রাজকুমার ও রাজকুমারীরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন রাসেলাস ইমলাককে ডাকাইলেন এবং আত্মজীবনবৃত্ত বর্ণনা করিতে আদেশ দিলেন।

ইমলাক কহিলেন "মহাশয়! আমার জীবনবৃত্ত দীর্ঘ নয়। যিনি জ্ঞানোপার্জ্জনে একান্ত অনুরক্ত ও বিদ্যানুশীলনে নিরত নিযুক্ত থাকেন, নিরুদ্বেগে ও নিরুপদ্রবে তাঁহার সময় যায়; তাহার মধ্যে নানা ঘটনা উপস্থিত হয় না। সমাজে বক্তৃতা করা, নির্জ্জনে চিন্তা করা, পাঠের অনুশীলন করা, কৌতুকাক্রান্ত হওয়া ও অন্যের কৌতুক ভঞ্জন করা, বিদ্যার্থীর কর্ম্ম। তিনি বিনা আড়ম্বরে ও নির্ভয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করেন, তাঁহার মত বিদ্যাব্যবসায়ী ভিন্ন আর কেহ তাঁহার গণনা বা সমাদর করে না।"

"নীল নদের অনতিদূরে গোষিয়ামা রাজ্যে আমি

জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমার পিতা এক জন ধনবান্ বণিক্ ছিলেন। আফ্রিকার অভ্যন্তর প্রদেশে ও লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী বন্দরে বাণিজ্যব্যবসায় করিতেন। তিনি সুশীল, মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আশয় অতি ক্ষুদ্র। কিসে ধনবান্ হইব সর্ব্বদা এই চেষ্টায় থাকিতেন এবং পাছে ঐ রাজ্যের গবর্ণর অপহরণ করিয়া লন এই ভয়ে আত্ম-ধন গোপন করিয়া রাখিতেন।"

রাজকুমার কহিলেন, "কি! আমার পিতার রাজ্যে এক জনের ধন অপরে অপহরণ করিয়া লয়। তবে ত তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অত্যন্ত অমনোযোগী। তিনি কি জানেন না যে, স্বয়ং অন্যায় কর্ম্ম করিলে, অথবা অন্যে অন্যায় কর্ম্ম করিয়া শাস্তি না পাইলে, উভয়েতেই রাজারা দোষভাগী হন। যদি আমি সম্রাট্ হইতাম তাহা হইলে সামান্য এক প্রজার প্রতি অত্যাচার করিয়াও কেহ দণ্ড এড়াইতে পারিত না। এক জন নিরপরাধী বণিক্ স্বোপার্জ্জিত ধন সুখে ভোগ করিতে পারেন না শুনিয়া, আমার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত ও সর্ব্ব শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। তুমি এখনই সেই গবর্ণরের নাম নির্দ্দেশ কর, আমি তাহার দোষের বিষয় সম্রাটের নিকট এখনই প্রকাশ করিয়া দি।"

ইম্লাক কহিলেন "মহাশয়! আপনি যুবা, যৌবন-সুলভ অধৈর্য্য ও ঔৎসুক্য আপনার মনে উদ্দীপিত

হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এমন সময় উপস্থিত হইবেক, যে সময়ে এইরূপ দোষে আপনার পিতাকে দূষিত করিতে সম্মত হইবেন না এবং গবর্ণরের দোষের কথা শুনিয়াও এত অধীর হইবেন না। আবিসিনিয়ার অন্তর্গত সমুদায় রাজ্যে অত্যাচার অধিক নাই, অত্যাচার করিয়াও প্রায় কেহ দণ্ড এড়াইতে পারে না। কিন্তু এরূপ কোন রাজ্যে শাসনপ্রণালী অদ্যাপি উদ্ভাবিত হয় নাই, যদ্দ্বারা সমুদায় অত্যাচার ও অসদ্ব্যবহার এক বারে নিবারিত হইতে পারে। রাজা স্বচক্ষে সমুদায় দেখিতে পারেন না, স্বয়ং সমুদায় কর্ম্ম করিতেও সমর্থ হন না। তাঁহাকে অন্যের উপর নির্ভর ও অন্যের হস্তে প্রভুত্ব প্রদান করিতে হয়। মনুষ্যের হস্তে প্রভুত্ব সমর্পিত হইলেই কখন কখন অন্যায় ও অত্যাচারও ঘটিয়া থাকে। প্রধানপদারূঢ় ব্যক্তি সতর্ক ও সাবধান হইলে অনেক সৎকর্ম্ম সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু অনেক সৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও রহিয়া যায়। লোকেরা যত দুষ্কর্ম্ম করে সমুদায় তিনি জানিতে পারেন না, যাহাও বা জানিতে পারেন, সে সমুদায়েরও সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে সমর্থ হন না।" রাজকুমার কহিলেন, "তোমার কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, তোমার সহিত বিবাদ প্রবৃত্ত হই নাই, তোমার কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ভাল, বলিয়া যাও।"

ইমলাক কহিলেন, "আমি যাহাতে বাণিজ্যব্যব-

সায়ে বিলক্ষণ পারদর্শী হইতে পারি এইরূপ শিক্ষা ব্যতিরিক্ত পিতার আর কোন শিক্ষা দিবার বাসনা ছিল না। আমার সুন্দর স্মৃতিশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বৃত্তি দেখিয়া পিতা আহ্লাদিত চিত্তে এই বলিয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন যে, এই বালক আবি-সিনিয়ার মধ্যে এক জন প্রধান ধনবান হইবেক।"

রাজকুমার বলিলেন, "তোমার পিতার এত ধনসম্পত্তি ছিল যে, তাহা তিনি প্রকাশ করিতেও পারিতেন না, ভোগ করিতেও সমর্থ হইতেন না। তবে কেন আবার ধনবৃদ্ধির বাসনা করিয়াছিলেন? তুমি যাহা বলিতেছ তাহার সত্যতা বিষয়ে আমার সন্দেহ করিবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে, পরস্পরবিরুদ্ধ উভয় বিষয়ই কখন সত্য হয় না।"

"পরস্পরবিরুদ্ধ উভয়ই সত্য হয় না যথার্থ বটে, কিন্তু ইহা সেরূপ নয়। বোধ হয়, পিতা মনে করিতেন, এমন সময় উপস্থিত হইবেক, যে সময়ে অপহরণের ভয় থাকিবেক না এবং নিরুদ্বেগে স্বোপার্জ্জিত ধন ভোগ করিতে পারিব। হয়, এই জন্যই হউক, নতুবা মনকে বিষয়বিশেষে ব্যাপৃত রাখিবার নিমিত্তই হউক, তিনি ধনবৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেন। যাঁহার আবশ্যক সামগ্রীর অপ্রতুল নাই তাঁহাকেও মনোরথের পরতন্ত্র হইয়া চলিতে হয়।" ইমলাকের এই কথা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন, "হাঁ, ইহা আমি কতক কতক বুঝিতে পারি।

যাহা হউক তোমার কথার ব্যাঘাত করিলাম বলিয়া আমার অনুতাপ হইতেছে।”

ইমলাক কহিলেন “ পিতা এই অভিপ্রায়ে আমাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যখন আমি বিদ্যানুশীলনে ও জ্ঞানোপার্জ্জনে কত সুখ জানিতে পারিলাম, নব নব বিষয় অবগত হইয়া অপূর্ব্ব সন্তোষ পান করিতে লাগিলাম, তখন ধনে বিতৃষ্ণা জন্মিল এবং পিতার মনোরথ বিফল করিতে ইচ্ছা হইল। তাঁহার ক্ষুদ্রাশয়ভাব নিমিত্ত দুঃখ হইতে লাগিল। কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বে আমাকে বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত ও ভ্রমণের ক্লেশে নিক্ষিপ্ত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। আমি তত দিন নানা শিক্ষকের নিকট স্বদেশ প্রচলিত বিদ্যার সমুদায় শাখা শিখিতে লাগিলাম। প্রতিমুহূর্ত্তেই নূতন নূতন বিষয় শিখিয়া মনে নব নব প্রীতি জন্মিত এবং ক্রমাগত সুখ সন্তোষে কাল ক্ষেপ করিতাম। প্রথমে শিক্ষকদিগকে আশ্চর্য্য বস্তু ও অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী সম্মান ও সমাদর করিতাম, কিন্তু যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই সম্মানের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। পাঠারম্ভকালে যাঁহাকে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইত, পাঠ সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য অপেক্ষা সমধিক বিজ্ঞ বা উৎকৃষ্ট বোধ হইত না।”

“পরিশেষে পিতা আমাকে বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন এবং এক গুপ্ত ধনাগার

খুলিয়া দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা গণিয়া দিলেন ও কহিলেন, এই মূল ধন লইয়া তুমি বাণিজ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। আমি ইহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও অল্প সুবর্ণ লইয়া প্রথম বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। দেখ, পরিশ্রম ও পরিমিত ব্যয় দ্বারা কত ধন উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছি। যাহা তোমাকে দিলাম তোমার আপনার হইল। এক্ষণে বৃদ্ধি করিতেও পার, বিনষ্ট করিতেও পার। যদি ইচ্ছানুসারে অথবা অনবধানদোষে ইহা বিনষ্ট করিয়া ফেল তাহা হইলে আমার মরণ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে আর এক কপর্দ্দকও পাইবে না। যদি চারি বৎসরের মধ্যে ইহা দ্বিগুণ করিতে পার, তাহা হইলে পুত্রত্বনিবন্ধন তোমার আর অধীনতা থাকিবে না। তখন বাণিজ্য-ব্যবসায়ে আমার অংশীদার হইবে এবং পরস্পর মিত্র ভাবে কালযাপন করিব। যে ব্যক্তি আমার ন্যায় ধনবৃদ্ধির কৌশল জানে, তাহাকে আমি আমার সমান লোক বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি।”

“অনন্তর আমি টাকা লুকাইয়া লইলাম এবং উষ্ট্রপৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া দিয়া লোহিত সাগরের তীরে বাণিজ্য করিতে চলিলাম। যখন অকূল সাগর নেত্রপথে পতিত হইল, কারাবদ্ধ ব্যক্তি পলাইতে পারিলে তাহার মনে যেরূপ আনন্দোদয় হয়, আমার অন্তঃকরণেও সেইরূপ আহ্লাদ জন্মিল। আমার মনে

অনিবার্য্য কৌতুক প্রবল হইয়া উঠিল এবং এই অবকাশে বিদেশের আচার ব্যবহার জানিতে ও নানাদেশপ্রচলিত নানা বিদ্যা শিখিতে ঐৎসুক্য জন্মিল।"

"মনে করিলাম, পিতা আমাকে মূল ধন বৃদ্ধি করিবার অঙ্গীকার করান নাই। যদি আমি অঙ্গীকার করিয়া প্রতিপালন না করিতাম তাহা হইলে দোষভাগী হইতাম সন্দেহ নাই। তিনি আমাকে কেবল ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন, তবে এক্ষণে আমার যাহা ইচ্ছা করিতে পারি, এই মনে করিয়া, আত্ম অভিলাষ সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলাম এবং বোধনদের জল পান করিয়া কৌতুকতৃষ্ণা নিবারণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিল।"

"আমি স্বতন্ত্র হইয়া বাণিজ্য কার্য্য করিব, পিতার সহিত কোন সংস্রব থাকিবে না, লোকে ইহা জানিতে পারিয়াছিল, সুতরাং জাহাজের অধ্যক্ষের সহিত আপনিই বন্দোবস্ত করা ও আপন ইচ্ছানুসারে দেশ দেশান্তরে যাওয়া, আমার পক্ষে সহজ কর্ম্ম হইল। যে দেশে যাইব তাহাই আমার পক্ষে নূতন, তথায় নূতন নূতন বস্তু দেখিবার ও নূতন নূতন বিষয় জানিতে পারিবার সম্ভাবনা. এই নিমিত্ত নির্দ্ধারিত দেশবিশেষে গমন করিবার ইচ্ছা হইল না। এক খান জাহাজ সৌরাষ্ট্রদেশে যাইতেছিল, তাহাতেই আরোহণ করিলাম এবং আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পত্র লিখিয়া পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলাম।"

"যখন অকূল সাগরে প্রবেশিলাম, ভূমি দর্শনপথ অতিক্রম করিল, যে দিকে নেত্রপাত করি, জল বই আর কিছুই দেখিতে পাই না, কূল কিনারা কিছুই নাই, তখন মনে একদা আহ্লাদ, ভয় ও বিস্ময়ের আভির্ভাব হইল এবং জলের বিস্তারের সহিত অন্তঃকরণও বিস্তৃত হইল। তখন মনে করিলাম যে, ক্রমাগত চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিব, কখন বিরক্তি বা অসন্তোষ জন্মিবে না। কিন্তু কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই বিলক্ষণ বিরক্তি জন্মিয়া উঠিল। নিরন্তর এক বস্তু দেখিতে আর ভাল লাগিল না। তখন উপর হইতে নামিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। সমুদায় আশা ভরসা, বুঝি, এইরূপ বিরক্তি ও নিরাশায় পর্য্যবসিত হয় ভাবিয়া, মনে দুঃখ ও পরিতাপ উপস্থিত হইল। তখন মনে প্রবোধ দিয়া কহিলাম যে, সমুদ্র ও ভূমির অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। যখন বাতাস বহে জলে তরঙ্গ উঠে, যখন বাতাস না থাকে জল স্থির হইয়া থাকে, সমুদ্রে এই দুই বই আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভূমির উপর নানাবিধ পর্ব্বত, বন ও নগর আছে এবং উহা মনুষ্য জাতির আবাসস্থান। মনুষ্যজাতির আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সুতরাং যদিও আমি জড় পদার্থে নানা রকম দেখিতে না পাই, সচেতন জীব জন্তুতে নানা রকম দেখিতে পাইব সন্দেহ নাই। এইরূপ সান্ত্বনাবাক্যে অন্তঃকরণকে বুঝাইলাম এবং জাহাজ চলিবার সময়, কখন নাবিকদিগের কৌশল শিখিতে লাগিলাম, কখন

বা মনে মনে আপনাকে নানা অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করিয়া সেই সেই অবস্থার কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে লাগিলাম। ইহাতে কথঞ্চিৎ কালযাপন হইতে লাগিল।"

"জাহাজে বাস করিয়া সাতিশয় ক্লান্ত হইতেছিলাম এমন সময়ে জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে সৌরাষ্ট্রে পঁহুছিল। জাহাজ হইতে নামিলাম, টাকা লুকাইয়া লইলাম এবং আপাততঃ লোকদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত কিছু কিছু দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া, কতকগুলি পান্থের সহিত মিলিত হইলাম। সঙ্গিগণ আমাকে ধনবান বলিয়া বিবেচনা করিল এবং আমি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের নিকট সমুদায় জানিতেছিলাম ও মধ্যে মধ্যে বস্তুবিশেষের প্রশংসা করিতেছিলাম এই নিমিত্ত, আমাকে অনভিজ্ঞ নূতন লোক বলিয়া স্থির করিল। নূতন লোক দেখিলেই তাহারা প্রতারণা করিবার চেষ্টা পায়, নূতন লোকেরাও আবার তাহাদিগের নিকট চাতুরী শিখিয়া সুযোগ পাইলেই অন্যকে প্রতারণাজালে নিক্ষিপ্ত করে। তাহাদিগের উপদেশানুসারে তথাকার কর্ম্মকারকেরা কলে কৌশলে আমার ধন অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল। মিথ্যা ছলনায় আমার অপব্যয় হইতে লাগিল দেখিয়াও তাহাদিগের মনে কিছুমাত্র দয়া বা দুঃখ জন্মিল না। আমাকে প্রতারণা করায় তাহাদিগের কিছুমাত্র লাভ হইল না, তথাপি তাহারা আমাকে অনভিজ্ঞ এবং আপনাদিগকে বিজ্ঞ ও বহুদর্শী বিবেচনা করিয়া মহা আহ্লাদিত হইতে লাগিল।"

রাজকুমার কহিলেন, "স্থির হও, আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে। মনুষ্যজাতি কি এত অপকৃষ্ট যে, আপনার লাভ ব্যতিরেকেও অন্যের অনিষ্ট চেষ্টা পায়? অন্য অপেক্ষা আমি অধিক বিজ্ঞ এইরূপ ভাবিয়া লোকে আহ্লাদিত হয় তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু তেমন স্থলে অনভিজ্ঞ বলিয়া তোমার দোষ দেওয়া যায় না ও তাহাতে নির্ব্বুদ্ধিতাও প্রকাশ পায় না। সেরূপ অবস্থায় সেরূপ অনভিজ্ঞতা ঘটিয়াই থাকে। সুতরাং তাহাদিগের আহ্লাদিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। তোমা অপেক্ষা তাহাদের যে অধিক বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা ছিল তদ্দ্বারা তোমাকে প্রতারণা না করিয়া সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিলেও ত দিতে পারিত।"

ইমলাক কহিলেন "অহঙ্কারের স্বভাব অতি নিকৃষ্ট, ইনি অতি হীন লাভেই সন্তুষ্ট হন। ঈর্ষ্যাও অতিকুটিল-গতি, ইনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না, কেবল পরের মন্দ দেখিলেই আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকেন। আমা অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের মনে অহঙ্কার জন্মিয়াছিল, সুতরাং আমার অনিষ্ট করিয়া সন্তুষ্ট হইতে লাগিল এবং আমাকে আপনাদিগের অপেক্ষা অধিক ধনবান্ দেখিয়া দুঃখিত ও ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিল, সুতরাং আমার বিপ-ক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল।" ইমলাকের এই কথা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন, "হাঁ, বলিয়া যাও, তুমি

যাহা বলিতেছ তাহার সত্যতাবিষয়ে আমি সন্দেহ করিতেছি না। কিন্তু ইহা মনে করিও যে, তুমি ভ্রান্ত হইয়াও তাহাদিগের দোষ দিতে পার।”

ইমলাক কহিলেন, “আমি সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজধানী আগ্রায় উপস্থিত হইলাম; যে স্থানে মোগল সম্রাট্ সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ তথাকার ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলাম এবং কিছু দিনের মধ্যেই তদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের কথা বুঝিতে ও তাঁহাদিগের সহিত সহজে কথা বার্ত্তা কহিতে সমর্থ হইলাম। দেখিলাম, তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক অধিক কথা কহেন না ও লোকের সহিত মিলিতে ভাল বাসেন না। কতকগুলি সরলান্তকরণ, মনের কথা অন্যের নিকটেও ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কতকগুলি, আপনারা যাহা অতিকষ্টে শিখিয়াছেন তাহা অন্যকে শিখাইতে অসম্মত। কতকগুলিকে দেখিলে বোধ হয় যে, অন্যকে উপদেশ দেওয়াই শিক্ষার ফল বলিয়া তাঁহারা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।”

“রাজকুমারদিগকে যিনি শিক্ষা দিতেন তাঁহার সহিত আমার এরূপ আলাপ পরিচয় হইল যে, তিনি আমাকে অসামান্যবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া সম্রাটের নিকট লইয়া গেলেন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দিলেন। সম্রাট্ আমার বাসস্থান ও ভ্রমণবিষয়ক অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি যে অসামান্য লোকের ন্যায় কথা বার্ত্তা কহিয়াছিলেন তাহার

প্রমান এক্ষণে আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতেছে না, কিন্তু যখন তিনি আমাকে বিদায় দেন, তখন তাঁহাব বিদ্যা বুদ্ধি ও সততা দেখিয়া আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছিল।"

"তথায আমার এত মান সম্ভ্রম হইল যে, আমার সহিত যে সকল বণিকেরা গিয়াছিল, তাহারা রাজ-বাটীর কামিনীগণের নিকট, আপন আপন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রযের সুবিধার নিমিত্ত, আমার অনুরোধ-পত্র লইবার আশয়ে গতায়াত করিতে লাগিল। পথের প্রতারণার কথা উল্লেখ করিয়া আমি মিষ্ট বাক্যে যথেষ্ট উপদেশ দিলাম, তাহারা অনবধান প্রদর্শন করিল, শুনিষা লজ্জা বা অনুতাপের কোন চিহ্নই প্রকাশ করিল না।"

"অনন্তর অনুরোধপত্র লইবার প্রার্থনায উৎকোচ দিতে চাহিল, কিন্তু যাহা আমি উপকারের নিমিত্ত দিলাম না, টাকার খাতিরে তাহা কেন দিব? আমাকে পথে প্রতারণা করিযাছিল বলিয়া আমি অনুরোধপত্র দিতে অস্বীকার করিলাম এমন নহে, আমার অনুরোধ-পত্রে বিশ্বাস করিয়া যাহারা তাহাদের দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে সম্মত হইবেক, সুযোগক্রমে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়া আমি অনুরোধপত্র দিলাম না।"

"আগ্রায় কিছুদিন থাকিয়া যখন দেখিলাম যে, তথায় জানিবার বা শিখিবার উপযুক্ত আর কিছুই নাই তখন পারস্যদেশে গমন করিলাম। পূর্ব্বকালে তথায়

যে সকল সমৃদ্ধি ও জাঁক জমক ছিল, তাহার বিনাশা-বশেষ অনেক দেখিতে পাইলাম। সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পাবে এরূপ সৌকর্য্যসাধন নূতন নূতন সামগ্রীও তথায় অনেক দেখিলাম। পারশ্যদেশীয় লোকেরা সমাজপ্রিয়, অনেকে একত্র অবস্থিতি করিতে ভাল বাসেন্। আমি সর্ব্বদা তাঁহাদের সভায় গতায়াত কবিতে লাগিলাম এবং তাঁহাদেব প্রকৃতি, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, সমুদায় অবগত হইলাম।”

“পারশ্যদেশ হইতে আববদেশে গমন করিলাম। আরবেরা পশুজীবী, অথচ সংগ্রামপ্রিয়। তাহাদিগের বাসস্থানের স্থৈর্য্য নাই এবং গোমেষাদির পালই তাহাদিগের ধনসম্পত্তি। অন্যের ধনসম্পত্তিতে তাহাদিগের লোভ বা ঈর্ষ্যা নাই, তথাপি তাহারা চিরাগত আচাবের অনুবর্ত্তী হইয়া মানবজাতির শত্রুতা-চরণ করে ও সুযোগ পাইলেই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ ও বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়।”

কবিত্ব শক্তি।

“যেখানে যাই, দেখি, লোকে কবিত্বশক্তিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তি বলিয়া গণনা করে ও দৈবশক্তি বলিয়া সাতিশয় সমাদর করিয়া থাকে। যখন জানি-লাম যে, প্রাচীন কবিরাই সর্ব্বত্র প্রধান কবি বলিয়া

পরিগণিত ও মহাকবি বলিয়া বিখ্যাত, তখন বিস্ময়াপন্ন হইলাম। অন্যান্য বিদ্যা ক্রমে ক্রমে শিখিতে হয় কিন্তু কবিত্বশক্তি এক বারে লাভ করা যায়, এই বলিযাই হউক, সকল দেশের আদি কবিরা নূতন নূতন বিষয় বর্ণনা করিয়া লোকের মনে বিস্ময় জন্মাইয়া দিয়াছিলেন এবং লোকেরা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া দৈবাৎ যে সমাদর প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই সমাদর চির কাল রহিয়া গিযাছে বলিযাই হউক, অথবা প্রকৃতি ও অবস্থা বর্ণনা করা কবিদিগের কর্ম্ম, প্রকৃতি ও অবস্থা চির কালই এক প্রকার, প্রাচীন কবিরা সে সমুদায় বর্ণনা করিয়া গিযাছেন, নব্যদিগের বর্ণনার নিমিত্ত কিছুই রাখিযা যান নাই, সুতরাং নব্য কবিরা যাহা কিছু বর্ণনা করেন তাহা নূতন হয় না, এই জন্যই হউক, আর কারণান্তর প্রযুক্তই বা হউক, প্রাচীন কবিরাই, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকবি বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহাদিগের রচিত কাব্য স্বভাববর্ণনায় অলঙ্কৃত, নব্য কাব্য কাল্পনিক অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। নব নব বর্ণনা ও বর্ণনার চাতুরী বিষয়ে প্রাচীন কবিরা অতি নিপুণ, ভাষার মাধুরী ও লিখনভঙ্গি বিষয়ে নব্যদিগের কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়।”

“কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে আমার নাম নিবিষ্ট করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইলাম। পারস্য ও আরব দেশের সমুদায় কাব্য পাঠ করিলাম। মক্কার ধর্ম্মালয়ে যত পুস্তক ছিল সমুদায় অভ্যাস করিলাম। কিন্তু

শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম যে, অনুকরণ দ্বারা কেহ প্রধান হইতে পারে না। প্রকৃতিপর্য্যালোচনাবিষয়ে পণ্ডিত না হইলে প্রধান কবি হইবার সম্ভাবনা নাই। মনে মনে প্রধান কবি হইবার অভিলাষ হওয়াতে, প্রকৃতিপর্য্যালোচনা ও মানবদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিপ্রায় অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা জন্মিল। ভাবিলাম, স্বভাব বর্ণনা করা কবিদিগের কর্ম্ম এবং মানবগণ কবিদিগের শ্রোতা। আমি কখন যাহা দেখি নাই, তাহা বর্ণনা করিতে কদাচ সাহস করিতে পারিব না এবং যে সকল মনুষ্যের অভিপ্রায় অবগত নহি, কাব্য রচনা দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট অথবা বিস্ময়াবিষ্ট করিবার প্রত্যাশাও করিতে পারি না।"

"কবি হইবার মানসে নূতন প্রণালীক্রমে সকল বস্তু দেখিতে লাগিলাম। অর্থাৎ সকল বিষয়েই ক্রমশঃ মনঃসংযোগ হইতে আরম্ভ হইল। তদবধি কোন বিষয়েই অনাদর করিতাম না। পর্ব্বতে পর্ব্বতে আরোহণ করিতাম, বনে বনে ভ্রমণ করিতাম। মনোযোগ পূর্ব্বক সকল বস্তু দেখিতাম। বনের সমুদায় বৃক্ষ, উদ্যানের সমুদায় লতা, গিরিগর্ভজাত সমুদায় কুসুম, আমার চিত্তপটে সর্ব্বদা চিত্রিত থাকিত। পর্ব্বতের ভগ্ন প্রস্তর ও প্রাসাদের উন্নত চূড়া সমান মনোযোগ পূর্ব্বক অবলোকন করিতাম। কখন বক্রগামী গিরিনদীর তীরে তীরে ভ্রমণ করিতাম, কখন বা নিদাঘকালীন মেঘমণ্ডলীর নানাপ্রকারে পরীবর্ত্ত দেখিতাম।

কবিদিগের কিছুই অনাবশ্যক হয় না। তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া মনে যাহা সঞ্চিত করিয়া রাখেন, সমুদায়ই কাজে লাগে। কি সুন্দর, কি ভয়ঙ্কর বস্তু সমুদায়ই তাঁহাদিগের মনোমধ্যে জাগরিত থাকা আবশ্যক। যাহা দেখিলে ভয় ও বিস্ময় জন্মে এরূপ বৃহৎ বস্তু এবং যাহা দেখিলে প্রীতি জন্মে এমন ক্ষুদ্র বস্তু, সকলই তাঁহাদিগকে স্মৃতিপথে উপস্থাপিত করিয়া রাখিতে হয়। উদ্যানের তরু, লতা, অরণ্যের পশু, ভূগর্ভস্থিত ধাতু, আকাশের উল্কা সমুদায় তাঁহাদিগের মনে নিরন্তর সঞ্চিত থাকা আবশ্যক। কারণ, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাব সকল উজ্জ্বল বেশ ভূষায় ভূষিত ও নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত, সমুদায় জ্ঞানেরই প্রয়োজন হয়। যিনি অধিক জানিতে পারিয়াছেন তিনি অসামান্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ও নানাবিধ সদুপদেশ দিয়া আপন বর্ণনাকে অলঙ্কৃত এবং পাঠকবর্গকে সৎপথে আনীত ও সন্তুষ্ট করিতে পারেন।"

"সতর্ক হইয়া সকল বস্তুর আকার প্রকার পর্য্যবেক্ষণ করিতাম। যে দেশ দিয়া যাইতাম ও যাহা দেখিতাম, সমুদায়ই কবিত্বশক্তির সাহায্য করিত।"

রাজকুমার কহিলেন "এমন দীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণে, বোধ হয়, অনেক বস্তু তোমার নেত্রপথে পতিত হয় নাই এবং অনেক বস্তু তোমার নেত্রপথে পতিত হইয়াও জ্ঞানপথ অতিক্রম করিয়া থাকিবেক। আমি এত কাল

এই গিরিগর্ভে বাস করিতেছি, তথাপি যখন যেখানে যাই, এমন বস্তু সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই অথবা দেখিয়াও মনোযোগ করি নাই।"

ইমলাক কহিলেন " এক একটী বস্তুর সূক্ষ্মানুসন্ধান করা কবিদিগের কর্ম্ম নয, সামান্যতঃ এক শ্রেণী ও এক এক জাতির পর্য্যবেক্ষণ করাই তাঁহাদিগের কর্ম্ম। বস্তুর সাধারণ গুণ ও স্থূল স্থূল আকার প্রকার অনুসন্ধান করাই তাঁহাদিগের আবশ্যক। এক এক কুসুমে কত প্রকার চিহ্ন আছে তাহা গণনা করা অথবা তরু পল্লবে কত ভিন্ন প্রকার বর্ণ আছে তাহা বর্ণনা করা, তাঁহাদিগের কর্ম্ম নয। তাঁহারা এরূপ স্থূল স্থূল বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, তাহা পাঠ করিলে যাহা পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, পাঠকবর্গের মনে তাহারই স্মরণ হয। তাঁহারা এরূপ বিশেষ অনুসন্ধানে মনোযোগ দেন না, যাহা কেহ কেহ দেখিয়া থাকে, কেহ বা অনাদর করিয়া দেখে না। যাহা সকল লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে, তাহাই তাঁহাদিগের বর্ণনীয় বিষয়।"

"জড় পদার্থের আকার প্রকার পর্য্যবেক্ষণ করিলেই যে কবিদিগের সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন হইল এমত নহে, তাঁহাদিগকে, মানবগণের নানাবিধ অবস্থা, কোন্ অবস্থায় কিরূপ সুখ দুঃখ, সমুদায় জানিতে হয়, ক্রোধাদিরিপুবর্গের কিরূপ শক্তি ও প্রভাব তাহা মনোযোগপূর্ব্বক নিরূপণ করিতে হয়, বাল্যকাল অবধি বার্দ্ধক্য

পর্য্যন্ত, শিক্ষাপ্রণালী, নিয়মপ্রণালী, আচারপ্রণালী ও দেশ কাল ভেদে মানবদিগের মনোবৃত্তির কতপ্রকার পরীবর্ত্ত হইতে পারে তাহার অনুসন্ধান লইতে হয়, স্বদেশ প্রচলিত ও বর্ত্তমানকাল প্রচলিত কুসংস্কার পরি-ত্যাগ করিতে হয় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ন্যায়ানুগত বিচার দ্বারা সত্যাসত্যতার বিষয় স্থির করিতে হয়। বর্ত্তমান নিয়ম ও প্রচলিত মতের পরতন্ত্র হওয়া তাঁহা-দিগের উচিত নয়। তাঁহাদিগের এরূপ মত ব্যক্ত করা উচিত, যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, যাহা ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর, যাহার সত্যতা কেহই অপহ্নব করিতে পারে না এবং যাহা চিরকাল এক ভাবে থাকি-বেক, কখনই পরীবর্ত্ত হইবেক না। একবারে মান সম্ভ্রম ও খ্যাতি প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল না বলিয়া তাঁহাদিগের দুঃখিত বা ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নয়; সহসা প্রশংসা লাভ করিব এরূপ প্রত্যাসা করাও কর্ত্তব্য নয়। যে সকল লোক পরে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদিগের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া থাকাই উচিত। তাঁহাদিগের রচনা এরূপ হওয়া উচিত যে, তাহা পাঠ করিলে, তাঁহাদিগকে প্রকৃতির ব্যাখ্যাতা ও পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের নিয়মকর্ত্তা বলিয়া বোধ হইতে পারে। তাঁহারা দেশ ও কালের অধীন নহেন, লোকাচার দেশাচারেরও দাস নহেন। তাঁহারা অন-ন্তরজাত লোকদিগের আচার ব্যবহার ও বিবেচনার উপরও কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের

রচনা, সমস্ত লোকের পথপ্রদর্শক ও উপদেশস্বরূপ হয়।”

“ইহাতেই যে, তাঁহাদিগের পরিশ্রমের শেষ হইবেক এমত নহে, তাঁহাদিগকে নানা দেশের ভাষা শিখিতে হয় ও অনেক বিজ্ঞানশাস্ত্র জানিতে হয়। তাঁহারা যে সকল মত ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন লিখনপ্রণালী তাহার উপযুক্ত হওয়া উচিত। সুশ্রাব্য শব্দ ও মধুর বাক্য প্রয়োগ বিষয়ে তাঁহাদিগের পটুতা থাকা আবশ্যক।”

তীর্থযাত্রা।

ইমলাক এইরূপে উৎসাহসহকারে আপন ব্যবসায়ের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিলেন এমন সময়ে রাজকুমার কহিলেন “যথেষ্ট হইয়াছে, আর কবির গুণ বর্ণন করিতে হইবেক না। বুঝিলাম, মানবজাতি কেহ কবি হইতে পারেন না। এক্ষণে তোমার উপাখ্যান বর্ণন কর।”

ইমলাক কহিলেন “হাঁ, কবি হওয়া অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম বটে।” রাজকুমার বলিলেন “হাঁ, এত কঠিন কর্ম্ম যে, আমি আর তাহার বিষয় শুনিতে চাহি না। তুমি তদনন্তর কোথায় গেলে, বল।” ইমলাক কহিলেন “আমি তদনন্তর সীরিয়ায় গমন করিলাম এবং তিন বৎসর প্যালেস্‌টিনে বাস করিলাম। তথায় ইয়ুরো-

পের উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশবাসী লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হইল। তাঁহারা এক্ষণে সর্ব্বজাতিপ্রধান ও ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত লোক অপেক্ষা ক্ষমতাবান্ ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন। তাঁহাদিগের সেনাগণ দুর্জ্জেয়, তাঁহাদিগের জাহাজ অতি দূর দেশেও গতাগতি করে, তাঁহাদিগের দেশ অতি সমৃদ্ধিশালী ও ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। তাঁহাদিগের সহিত অস্মদ্দেশীয় লোকের তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন, তাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট জীব। তাঁহাদিগের দেশে কিছুই দুষ্প্রাপ্য নাই। লোকের সুখ ও সৌকর্য্যার্থে তথায় দিন দিন যে সকল শিল্পকৌশল উদ্ভাবিত হইতেছে, আমরা তাহার নামও কখন শুনি নাই। সে দেশে যাহা উৎপন্ন না হয় তাহাও বাণিজ্যের সাতিশয় শ্রীবৃদ্ধি থাকাতে দুর্লভ হয় না।"

রাজকুমার কহিলেন, " ইয়ুরোপের লোকেরা কিসে এত পরাক্রান্ত ও ক্ষমতাবান্ হইলেন? শুনিতে পাই তাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায় ও জয় লাভ করিতে অনায়াসে আসিয়া ও আফ্রিকায় আইসেন। আসিয়া ও আফ্রিকার লোক কি নিমিত্ত, তাঁহাদিগের দেশ আক্রমণ করিতে পারে না, কেনই বা তদ্দেশীয় রাজগণের উপর প্রভুত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হয় না?"

ইমলাক্‌ উত্তর করিলেন " মহাশয়! তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়াই অধিক ক্ষমতাবান্। যেরূপ মনুষ্যজাতি বুদ্ধিমান্

বলিয়া অন্যান্য জন্তুর উপর প্রভুত্ব করে, সেইরূপ সমধিকজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা আপন অপেক্ষা অনভিজ্ঞ লোকের উপর অনায়াসে প্রভুত্ব প্রচার করিতে পারেন। আমাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের অধিক বুদ্ধি কি রূপে হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, জগদীশ্বরের দুরবগাহ ও দুর্ভ্জ্ঞেয় ইচ্ছা ব্যতীত কারণান্তর দেখিতে পাওয়া যায় না।"

রাজকুমার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন "কত দিনে আমি প্যালেস্‌টিনে যাইব, কত দিনে সেই সকল পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান্ লোকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিব। যাবৎ সেই শুভ দিনের উদয় না হয় তাবৎ তোমার কথা ও বর্ণনা শুনিয়া কাল ক্ষেপ করিতে হইবেক। প্যালেস্‌টিনে এত লোক আসিয়া একত্র হয় কেন, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, ধর্ম্মক্ষেত্র ও জ্ঞানক্ষেত্র বলিয়াই তথায় জ্ঞানী ও সাধু লোকেরা আসিয়া বাস করেন, বোধ হইতেছে।"

ইমলাক কহিলেন "এরূপ অনেক লোক আছেন তাঁহারা তীর্থস্থান বলিয়া প্যালেস্‌টিন দেখিতে আইসেন না। ইয়ুরোপের বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ অনেক সম্প্রদায় তীর্থযাত্রাকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করেন এবং উপহাসও করিয়া থাকেন।"

রাজকুমার কহিলেন, "মতভেদের কারণ আমি কিছুই অবগত নহি। তীর্থযাত্রীরা ও তীর্থযাত্রার প্রতিকূলবাদীরা আপন আপন মতরক্ষার নিমিত্ত, কি

কি যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করা দীর্ঘকালসাপেক্ষ, অতএব সংক্ষেপে উভয় পক্ষের স্থূল অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।”

ইমলাক কহিলেন “অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্মের ন্যায়, তীর্থ-যাত্রাও উদ্দেশ্য বুঝিয়া কখন বা সৎকর্ম্ম, কখন বা মিথ্যা ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সত্যের অনু-সন্ধানের নিমিত্ত দূর দেশে ভ্রমণ করা বিহিত নয়। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে সত্যানুসন্ধান আব-শ্যক, তাহা সর্ব্বত্র সম্পন্ন হইতে পারে, অনুসন্ধান করি-লেও সর্ব্বত্র সত্যের দর্শন পাওয়া যায়। ধর্ম্মবৃদ্ধি ও চিত্ত প্রসন্ন হইবেক এই উদ্দেশে স্থান পরীবর্ত্ত করাও উচিত নয়, কারণ, স্থান পরীবর্ত্ত দ্বারা মনের চাঞ্চল্যও জন্মিতে পারে। কিন্তু যেখানে পূর্ব্ব কালে গুরুতর ব্যাপার সকল সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, সর্ব্বদা তথায় গতায়াত করিলে মনে সেই সেই ঘটনা জাগ্রতী থাকে। এই নিমিত্ত যে স্থান হইতে ধর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি হয়, লোকে তথায় গমন করে এবং তথায় যে সকল বিস্ময়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, নিরন্তর তাহা স্মৃতিপথারূঢ় থাকাতে, মনে দৃঢ়তর ধর্ম্মনিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা। তীর্থবিশেষে গমন করিলে জগদীশ্বর অনুকূল ও সানুগ্রহ হইবেন এই উদ্দেশে যাহারা তীর্থযাত্রা করে তাহাদিগের পর ভ্রান্ত ও মিথ্যাধর্ম্মপরায়ণ আর নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, প্যালেস্‌টিনে যাইলে মনের স্বাস্থ্য ও শান্তি জন্মি-বেক, মনের স্বাস্থ্য ও শান্তি জন্মিলে পাপকর্ম্মেরও অনেক

নিবৃত্তি হইবেক, তাঁহারাও ভ্রান্ত বটেন, কিন্তু এই উদ্দেশে যাইলে তাঁহাদিগের তাদৃশ দোষ দেওয়া যায় না। যিনি মনে করেন, তীর্থে যাইলে জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া সমুদায় পাপ মোচন করিবেন, তিনি নিতান্ত অজ্ঞ। এইরূপ ভাবিলে পবিত্র ধর্ম্মের ও বিশুদ্ধ বিবেচনাশক্তির অপমান করা হয়।”

রাজকুমার কহিলেন “ ইয়ুরোপের লোকদিগের এই-রূপ মতভেদের বিষয় আমি আর এক সময় বিবেচনা করিয়া দেখিব। কিন্তু জ্ঞানের ফল তুমি কি বুঝিলে, বল। সেই সকল বিজ্ঞ লোক কি আমাদের অপেক্ষা অধিক সুখী?”

ইমলাক কহিলেন, “এই ভূমণ্ডলে মানবদিগকে সর্ব্বদা এত শোক দুঃখ সহ্য করিতে হয় যে, কোন ব্যক্তিরই আত্মদুঃখের সহিত তুলনা করিয়া অন্যের অপেক্ষাকৃত সুখ অনুধাবন করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু জ্ঞান যে সুখের এক প্রধান কারণ, তাহারও সংশয় নাই। জ্ঞান সুখের কারণ না হইলে কেহই জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা পাইত না। অজ্ঞান অভাব পদার্থ, তদ্দ্বারা কিছুই বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানাবস্থায় কোন বস্তুই চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সে সময় অন্তঃকরণ ও আত্মা জড়ীভূত হইয়া থাকে। যখন আমরা কিছু শিখিতে পারি, আমাদিগের মনে আহ্লাদ জন্মে। যখন কিছু ভুলিয়া যাই, তখন অনুতাপ উপস্থিত হয়। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই ন্যায়ানুগত বোধ

হইতেছে যে, যখন জ্ঞানোপার্জ্জনের কোন প্রতিবন্ধকতা না ঘটে, তৎকালে আমরা যত শিখিতে ও যত জানিতে পারি এবং আমাদিগের মত যত বিস্তৃত ও বহুবিষয়ী হইতে থাকে, ততই আমরা সুখী হই। যদি বিশেষ বিশেষ সুখসামগ্রী ধরিয়া সুখের গণনা করা যায়, তাহা হইলেও ইয়ুরোপীযদিগের অধিক সুখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে রোগ ও যে আঘাতে আমাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে অথবা সংশয়াপন্ন হইতে হয়, তাহা তাঁহারা অনায়াসে সুস্থ করিতে পারেন। শীত, বাত, আতপাদি জন্য আমাদিগকে যে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা তাঁহারা সহজে নিবারণ করিতে সক্ষম। আমরা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অতি কষ্টে যে কর্ম্ম সম্পাদন করি, তাহা তাঁহারা কলে কৌশলে অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দূরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন দেশেও তাঁহাদিগের এরূপ যোগাযোগ আছে যে, আপন আপন বন্ধু বান্ধব হইতে কেহ দূরবর্ত্তী নয় বলিলেও বলা যায়। তাঁহাদিগের রাজনীতিকৌশলে জনসমাজের অনেক দুঃখ নিবারণ হইয়া থাকে। তাঁহারা পর্ব্বতের মধ্য দিয়াও পথ প্রস্তুত করিতে পারেন, নদীর উপর দিয়াও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল গৃহে বাস করেন তাহাও স্বাস্থ্যকর, সুদৃশ্য ও বহুকালস্থায়ী। তাঁহাদিগের বিষয়াদিও নিরাপদে রক্ষিত হইয়া থাকে।”

“যাঁহাদিগের এত সুখ ও সৌকর্য্য সাধন সামগ্রী

আছে, তাঁহারা সুখী হইলেও হইতে পারেন। দূরবর্ত্তী বান্ধবেরাও পরস্পর মনের কথা ব্যক্ত করিতে ও আপন আপন সংবাদ পাঠাইতে পারেন শুনিয়া আমার যত ঈর্ষ্যা হইতেছে তত ঈর্ষ্যা আর কিছুতেই হয় নাই।" রাজকুমারের এই কথা শুনিয়া ইমলাক কহিলেন "হাঁ, তাঁহারা আমাদিগের মত এত অসুখী নন বটে, কিন্তু তাঁহারাও প্রকৃত সুখী নন। মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেই অধিক দুঃখ, সুখভোগ অতি অল্প মাত্র।"

রাজকুমার কহিলেন "জগদীশ্বর মনুষ্যলোকে সুখ-বিতরণে এত কৃপণতা করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যদি আমি ইচ্ছানুরূপ চলিতে পারি, তাহা হইলে সুখীও হইতে পারি। তখন আমি কাহারও অপকার করি না, কাহারও রোষানল প্রদীপ্ত করিয়া দিই না, সকলের দুঃখ মোচন করি, সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ করি, সুতরাং সকলেই আমার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। বিজ্ঞ লোকের সহিত মিত্রতা করি, গুণবতী ভার্য্যা পরিগ্রহ করি, সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের ভয় থাকে না। সমুচিত যত্ন করিয়া পুত্রদিগের সুশিক্ষা দি, তাহারাও সুশিক্ষিত হইয়া বিনীত, সুশীল ও ধার্ম্মিক হয়, এবং বাল্যকালে আমার নিকট হইতে যে উপকার লাভ করে, আমার বার্দ্ধক্যে প্রত্যুপকার করিয়া তাহার পরিশোধ দেয়। যাহাদিগকে আমি আশ্রয় দি, যাহাদিগকে আমি ঐশ্বর্য্যশালী করি, তাহারা

আমার চতুর্দ্দিকে থাকিতে কে আমাকে দুঃখ দিতে পারে? তখন এক পক্ষে আশ্রয়দান, আর এক পক্ষে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ দ্বারা সুখে ও নিরুদ্বেগে জীবন যাপিত হইতে থাকে। ইয়ুরোপের কল কৌশলের সাহায্য ব্যতিরেকেও ত এ সকল সম্পন্ন হইতে পারে। তবে ঐ সকল কল কৌশল তাদৃশ সুখসাধন বলিয়া বোধ হয় না। ভাল, সে কথা এখন থাকুক, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।"

ইমলাক কহিলেন, "প্যালেসটিন হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়ার অন্যান্য রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সমধিকসভ্যতাসম্পন্ন রাজ্যে বণিকের বেশে এবং অসভ্য দেশে তীর্থযাত্রীর বেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম। পরিশেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা জন্মিল। যে স্থানে বাল্যকাল বাল্যক্রীড়ায় অতিবাহিত হইয়াছিল, যে স্থানে যৌবনকালে অনেকের সহিত বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, অনেক পর্য্যটন ও অনেক পরিশ্রমের পর, তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে অভিলাষ হইল এবং আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন দ্বারা বান্ধবদিগের কৌতুকোৎপাদন করিতে ইচ্ছা জন্মিল। যাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া কৌতুক করিতাম, যাঁহাদিগের সহিত একত্র বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম, তাঁহারা একে একে আমার সমুৎসুক চিত্তে পদার্পণ হইলেন, মনে মনে তাঁহাদিগের বিষয়ই সর্ব্বদা ধ্যান করিতে লাগিলাম। মনে হইল যেন, তাঁহারা সায়ংকালে আমার চতুর্দ্দিকে আসিয়া বসিয়াছেন,

আমার উপাখ্যান শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্ময়াপন্ন হইতেছেন এবং মনোযোগ পূর্ব্বক আমার উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন।”

“মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা প্রবল হওয়াতে স্বদেশ-গমনোপযোগী কার্য্য ব্যতিরেকে অন্য কার্য্যে যে সময় যাপিত হইতে লাগিল, তাহা যেন বৃথা নষ্ট করিলাম বলিয়া বোধ হইতে আরম্ভ হইল। অনন্তর সত্বর হইয়া ঈজিপ্ট দেশে যাত্রা করিলাম। স্বদেশদর্শনে সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছিলাম তথাপি পূর্ব্ব কালে তথায় যে সকল বিদ্যা প্রচলিত ছিল এবং শিল্পকৌশলে যে সকল বিস্ময়াবহ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার বিনাশাবশেষ অনুসন্ধান করিতে করিতে দশ মাস অতীত হইল। ঈজিপ্টের রাজধানী কায়রো নগরে, পৃথিবীর সমুদায় জাতি আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে দেখিলাম। কেহ বা জ্ঞানানুশীলনের নিমিত্ত সমাগত হইয়াছে, কেহ বা ধনোপার্জ্জনের প্রত্যাশায় আসিয়াছেন। ইচ্ছামত সকল কর্ম্ম করিতে পারিব কেহ সন্ধান লইবে না বলিয়াও অনেকে আসিয়া বাস করিতেছে। তাদৃশ জনাকীর্ণ নগরে জনসমাজে বাস জন্য যে সুখ লাভ সম্ভাবনা, তাহাও সম্পন্ন হয় এবং নির্জ্জনে বাস করিলে যে সকল বিষয় গোপনে থাকে, তাহাও গুপ্ত থাকিতে পারে।”

“কায়রো হইতে সুইয়েজে প্রস্থান করিলাম এবং লোহিত সাগরে জাহাজে আরোহণ করিয়া, যে বন্দর

হইতে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে প্রথম জাহাজ ছাড়িয়াছিলাম, তথায় গিয়া পঁহুছিলাম। অনন্তর পান্থদিগের সহিত মিলিত হইয়া কতিপয়দিবসে দেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাইতে যাইতে মনে মনে মনোরথ করিতে লাগিলাম যে, বাটীতে পঁহুছিলে জ্ঞাতি কুটুম্ব ও আত্মীয়বর্গ আসিয়া সমাদরে আলিঙ্গন করিবেন, বন্ধু বান্ধবেরা আহ্লাদিত চিত্তে অভিনন্দন ও সাদর সম্ভাষণ করিবেন, পিতার ধনলালসা যত প্রবল হউক না কেন, যে পুত্র, বংশ উজ্জ্বল এবং দেশের মান সম্ভ্রম ও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম, এমন পুত্রকে দেখিয়া অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু শীঘ্রই জানিতে পারিলাম যে, আমি যত মনোরথ করিয়াছিলাম সকলই অলীক। দেশে গিয়া শুনিলাম, চতুর্দ্দশ বৎসর হইল, পিতা আমার সহোদরদিগকে আপন ধন সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভ্রাতারাও তথায় নাই, দেশ দেশান্তরে গিয়া বাস করিতেছেন। আমার সঙ্গিগণ অনেকেই পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; যাঁহারাও বা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা অতি কষ্টে চিনিতে পারিলেন, কেহ বা বিদেশীয় আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হওয়াতে আমাকে ভ্রষ্টাচার বিবেচনা করিয়া অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।”

“যে ব্যক্তি নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াছে, অনেক দেখিয়াছে ও অনেক শুনিয়াছে, সে নিতান্ত দুঃখে পড়িলেও সহসা

ভগ্নোৎসাহ বা একবারে বিষাদসাগরে মগ্ন হয় না। সমুদায় আশা বিফল হইল বলিয়া যে শোক তাপ উপস্থিত হইল তাহা কিয়দ্দিনের মধ্যেই বিস্মৃত হইলাম। তখন তত্রস্থ প্রধান প্রধান লোকদিগের নিকট পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাঁহারা আমাকে নিকটে যাইতে দিলেন, আমার উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিদায় করিলেন। তদনন্তর আমি এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা দিবার মানস করিলাম, কিন্তু সকলেই প্রতিবন্ধকতাচরণ করিল। বিদ্যালয় স্থাপন করিতে দিল না, তখন গৃহস্থ হইয়া সংসার ধর্ম্ম করিবার মানসে এক কামিনীব পানিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলাম, তিনি আমার কথা বার্ত্তা শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন ও শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইতেন। কিন্তু আমার পিতা বণিক্ এই কথা শুনিযা বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন।"

"এইরূপ অনুগ্রহাভিলাষ ও নিগ্রহভোগে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া পৃথিবী হইতে আত্মগোপন করিবার অভিলাষ করিলাম, লোকের ইচ্ছামাত্রের উপর নির্ভর করিতে আর বাসনা হইল না। সুখময় গিরিগর্ত্তের দ্বারমোচনের অপেক্ষায় রহিলাম। এক বারে সমুদায় আশায় জলাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা জন্মিল। দ্বার খুলিবার নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে আমার বিদ্যা বুদ্ধি গিরিগর্ত্তে বাস করিবার উপযোগিনী বোধ হওয়াতে, আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, আমিও সানন্দ চিত্তে

পৃথিবীর নিকট বিদায় লইয়া চির কারায় আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিলাম।”

রাসেলাস কহিলেন “তুমি কি এখানে আসিয়া সুখী হইয়াছ, সত্য করিয়া বল, তুমি কি এই অবস্থায় সন্তুষ্ট আছ, তোমার কি পুনর্ব্বার পৃথিবীতে যাইয়া ভ্রমণ করিতে ও নানা বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে ইচ্ছা হয় না? গিরিগর্ভবাসী সকলেই আপন আপন ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন ও আপন আপন সুখের অংশ-ভাগী করিবার নিমিত্ত বৎসরে বৎসরে নূতন নূতন লোকদিগকে আহ্বান করেন। তুমিও কি গিরিগর্ভে আসিয়া তাঁহাদের ন্যায় আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিয়া থাক?”

ইমলাক কহিলেন “রাজকুমার! আমি সত্য কহি-তেছি, এই গিরিগর্ভে যত লোক বাস করে, সকলেই সেই সেই দিন দুর্দ্দিন বলিয়া গণনা করে, যে দিনে তাহারা এই কারায় আবদ্ধ হইয়াছে। আমি তাহাদিগের মত তত অসুখী বা অসন্তুষ্ট নই। কারণ, আমি অনেক দেখিয়াছি, অনেক শুনিয়াছি, আমার মনে কত ভাব সঞ্চিত আছে। ইচ্ছামত তাহাই স্মরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকি। যে সকল জ্ঞান আমার স্মৃতিশক্তি হইতে বহি-র্গত হইবার উপক্রম করে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার স্মৃতি-পথে আনয়ন করিবার চেষ্টা করাতে, এই নির্জ্জন প্রদে-শেও সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকি ও সুস্থির চিত্তে কাল যাপন করি। আমি অতীত বৃত্তান্ত ও অতীত ঘটনা

স্মরণ করিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হই। কেবল এই বলিয়া দুঃখ ও অনুতাপ হয় যে, আমি যাহা শিখিয়াছি ও যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা আর কাজে লাগিবে না এবং যে সকল সুখ সম্ভোগ করিয়াছি তাহাও আর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। অত্রস্থ অন্যান্য লোকের উপস্থিত বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান নাই; বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত না থাকাতে, ইহাদিগের অন্তঃকরণ জড়ীভূত ও ঈর্ষ্যা, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আস্পদ হইতেছে।"

রাজকুমার কহিলেন "যাহাদিগের প্রতিপক্ষ নাই, তাহারা কেন ঈর্ষ্যা হিংসাদির বশীভূত হইবেক? আমরা যে স্থানে আছি, এখানে কাহারও প্রভুত্ব নাই, কাহারও প্রতি কোন ব্যক্তির হিংসাও জন্মিতে পারে না, এখানে সকলেই সমান সুখ সম্ভোগ করে। তবে ঈর্ষ্যা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা কি?"

ইমলাক উত্তর করিলেন "ইহা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে যে, এক ব্যক্তি অপেক্ষা আর এক ব্যক্তি অধিক সন্তুষ্ট করিতে পারে। যে অধিক সন্তুষ্ট করিতে পারে সে অধিক আদরণীয় হয়, যে তাদৃশ সন্তুষ্ট করিতে না পারে সে আপনাকে অনাদরণীয় দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হয়। বিশেষতঃ যাহারা তাহাকে অনাদর করে তাহাদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিতে হইলে তাহার ঈর্ষ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে। গিরিগর্ভবাসী লোকেরা যে অন্যকে এখানে আসিতে আহ্বান করে তাহাও তাহা-

দিগের মাৎসর্য্যের কার্য্য বলিলেও বলা যায়। তাহারা আপনারা নিরন্তর দুঃখ ভোগ করে, কারাবদ্ধ থাকিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইতে থাকে এবং মনে করে, নূতন লোকের সঙ্গ পাইলে সুখী হইব। এই প্রত্যাশায় নূতন লোকদিগকে এখানে আনয়ন করে। তাহারা আত্মদোষে আপন স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়াছে এবং অন্যের সেই স্বাধীনতা দেখিতে না পারিয়া তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করিবার চেষ্টা পায়। যাহাহউক, আমি এই দোষে লিপ্ত নই। কেহই এমন কথা বলিতে পারিবেন না যে, আমি অন্যকে দুরবস্থাগ্রস্ত করিতেছি। যাহারা প্রতি-বৎসর কারাবদ্ধ হইবার প্রার্থনা করে, আমি তাহা-দিগের নিমিত্ত অনুতাপ করিয়া থাকি, তাহাদিগকে পূর্ব্বে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহাও মনে মনে বিবেচনা করি।"

রাজকুমার কহিলেন "ইমলাক! ভাই, এখন তোমার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলি। আমি বহুদিবসাবধি এই গিরিগর্ভ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছি, আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোন দিকেই পলাইবার পথ দেখিতে পাই নাই। কি রূপে আমি এই পর্ব্বতের বহির্গত হইতে পারি, তাহার উপায় বলিয়া দাও। পলাইবার সময়, তুমি আমার সঙ্গী হইবে, দেশভ্রমণের সময় পথদর্শক হইবে, আমার ধনের অংশী হইবে এবং কি রূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত তদ্বিষয়ে উপদেশক হইবে।"

ইমলাক কহিলেন, “মহাশয়! আপনার পলায়ন বন্ধা কঠিন কর্ম্ম দেখিতেছি। যদিও কথঞ্চিৎ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও বোধ হয়, শীঘ্র আপনাকে তজ্জন্য অনুতাপ করিতে হইবেক। আপনি পৃথিবীকে গিরি-গর্ভগত ঐ হ্রদের ন্যায়, নিস্তব্ধ ও নিরুপদ্রব বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ নয়। আপনি তথায় গিয়া দেখিবেন, তরঙ্গাকুল সমুদ্রের ন্যায়, পৃথিবী অতি ভয়ঙ্কর স্থান। তথায় আপনাকে শত শত বার উপদ্রব-তরঙ্গে অভিভূত হইতে হইবেক এবং বিশ্বাস-ঘাতকতা-রূপ-পাষাণে পতিত হইয়া সংশয়াপন্ন ও বিষমদুরবস্থাগ্রস্ত হইতে হইবেক। আপনি তথায় গিয়া এমন চাতুরী ও প্রতারণা-জালে নিপতিত হইবেন এবং আপনাকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইবেক যে, তখন এই নিরুপদ্রব গিরিগর্ভ শত শত বার স্মরণ করি-বেন, ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে মনে কত অনুতাপ উপস্থিত হইবেক এবং আশা ভরসায় জলা-ঞ্জলি দিয়া পুনর্ব্বার এই গিরিগর্ভে আসিয়া নির্ভয়ে ও নিরুদ্বেগে কালক্ষেপ করিবার ইচ্ছা হইবেক।”

রাজকুমার কহিলেন “আমার মনে যে অভিলাষ হইয়াছে, তাহা হইতে আমাকে নিরাশ করিবার চেষ্টা করিও না। তুমি যাহা যাহা দেখিয়াছ, সে সমুদায় আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়াছি। গিরিগর্ভে বাস করা যখন তোমারও ভাল লাগিতেছে না তখন ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে,

তোমার পূর্ব্বের অবস্থা এই অবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। পৃথিবীতে যাইবার ফল যাহা হউক না কেন, আমি এক বার স্বচক্ষে পৃথিবী না দেখিয়া ক্ষান্ত হইব না। আমি স্বচক্ষে পৃথিবীস্থ লোকের অবস্থা দেখিয়া আপনিই ভাল মন্দ বিবেচনা করিব এবং কি রূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত দেখিয়া শুনিয়া তাহাও স্থির করিয়া লইব।”

ইমলাক কহিলেন “আপনার পলাইবার দৃঢ়তর প্রতিবন্ধক দেখিতেছি। কিন্তু যদি পৃথিবীতে যাইবার নিতান্ত আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে আমি সে আগ্রহ পরিত্যাগ করিতেও পরামর্শ দিই না। যে বিষয়ে আগ্রহ হয় সে বিষয় অবশ্যই সম্পন্ন হইতে পারে। পরিশ্রম ও ধীশক্তির কিছুই অসাধ্য নাই।”

পলায়নের উপায় উদ্ভাবন।

তদনন্তর রাজকুমার আপন প্রিয় পাত্র ইমলাককে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার মুখে যে সকল আশ্চর্য্য ও অশ্রুতপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন মনে মনে তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। শত শত সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল, প্রাতঃকালে ইমলাককে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন স্থির করিয়া রাখিলেন।

এই রূপে রাজকুমারের অনেক অসুখ নিবারণ হইল। তিনি এমন এক জন বন্ধু পাইলেন যাহাকে মনের কথা বলিতে পারিবেন এবং যাহার অভিজ্ঞতা তাঁহার মনোরথসম্পাদনের সাধন হইলেও হইতে পারিবেক। তদবধি তিনি নির্জ্জনে বসিয়া আর বিলাপ করিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে, আমি এমন এক জন সঙ্গী পাইয়াছি, যাহার সহিত একত্র বাস করিলে এই গিরিগর্ভও নিতান্ত দুঃসহ বোধ হইবে না এবং যদি ইহার সহিত পৃথিবীতে যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকিবে না।

কিছু দিনের মধ্যে গিরিগর্ভ হইতে বর্ষার জল নির্গত হইল এবং সমুদায় ভূমি শুষ্ক হইয়া গেল। রাজকুমার ও ইমলাক প্রাসাদের বহির্গত হইয়া পরিশুষ্ক ভূমিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল কথা বার্ত্তা কহিতেন কেহ জানিতে পারিত না। গিরিগর্ভ অতিক্রম করিয়া পলাইবার ইচ্ছা রাজকুমারের মনে সর্ব্বদাই জাগ্রতী ছিল; একদা দ্বারের নিকট দিয়া গমন করিবার সময়, দ্বারকে সম্বোধন করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে কহিলেন "দ্বার! কেন তুমি এরূপ দৃঢ় হইয়াছিলে এবং মানবেরাই বা কেন এত ক্ষীণবল হইয়াছে?"

ইমলাক কহিলেন "মনুষ্যেরা ক্ষীণবল নয় তাহাদিগের যে এক বুদ্ধি-বল আছে তাহাতেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। শারীরিক বল অপেক্ষা বুদ্ধি-বল দ্বারা অনেক কার্য্য সমাধা হয়। বুদ্ধিমান্ শিল্পকরেরা

শারীরিক শক্তিকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। আমি এই লৌহদ্বার এখনই ভগ্ন করিতে পারি, কিন্তু গোপনে পারি না। সুতরাং গিরির বহির্গত হইতে হইলে উপায়ান্তর অবলম্বন করা বিধেয়।"

অনন্তর তাঁহারা পর্ব্বতের নিকটে গেলেন ও দেখিলেন বর্ষার জলে আবাসগর্ত্ত পূর্ণ হওয়াতে কতকগুলি শশক আপন আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে গিয়াছিল এক্ষণে জল শুষ্ক হওয়াতে নিম্ন হইতে উপরের দিকে বক্র ভাবে পুনর্ব্বার আবাসগর্ত্ত প্রস্তুত করিতেছে। ইমলাক কহিলেন "প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, মানবেরা পশুদিগের কৌশল দেখিয়া অনেক শিল্পকর্ম্ম শিখিতে পারেন। যদি শশকের কৌশল দেখিয়া আমরা কিছু শিখিতে পারি তাহাতে ঘৃণা বা অবহেলা করা উচিত নয়।" অনন্তর নিকটবর্ত্তী হইয়া শশকদিগের গর্ত্তনির্ম্মাণের কৌশল দেখিয়া ইমলাক কহিলেন "আমরাও এইরূপ গর্ত্ত খনন করিলে পর্ব্বত ভেদ করিতে পারিব। যেখানে পর্ব্বতের শৃঙ্গ নিম্ন হইয়া রহিয়াছে, ঐ স্থানে খনন করিতে আরম্ভ করা যাইবেক এবং যাবৎ শেষ না হয় তাবৎ পরিশ্রম করিতে হইবেক।"

রাজকুমার যখন এই কথা শুনিলেন, তাঁহার নয়নযুগল আনন্দে বিকসিত হইল। তিনি ভাবিলেন, ইহা সম্পন্ন করা সহজ, সম্পন্ন হইলেও অবশ্য মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারিবেক। তদনন্তর আর বৃথা সময় নষ্ট করি-

লেন না। পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া উত্তরেই খননের স্থান নিরূপণ করিতে গেলেন। অতি কষ্টে পর্ব্বতে উঠিলেন, ভগ্ন প্রস্তরের উপর ভ্রমণ করাতে ও কণ্টকবনে বারবার যাতায়াত করাতে, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সুবিধামত স্থান দেখিতে পাইলেন না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসও এইরূপ স্থান নিরূপণ করিতে করিতে অতিবাহিত হইল। চতুর্থ দিবসে জঙ্গলে এক ক্ষুদ্র গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন এবং তথায় খনন করিয়া দেখিতে অভিলাষ করিলেন।

ইমলাক প্রস্তর খনন করিবার অস্ত্র ও মৃত্তিকা ফেলিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে ব্যগ্র হইয়া দুই জনই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কর্ম্ম আরম্ভ না করিতেই রাজকুমার পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং ঘাসের উপর বসিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। রাজকুমারকে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ দেখিয়া ইমলাক কহিলেন "মহাশয়! অভ্যাস হইলে আমরা ক্রমে অধিক শ্রম করিতে পারিব। গুরুতর কর্ম্ম সকল বল দ্বারা এক বারে সম্পাদিত হয় না, অধ্যবসায় ও কাল সহকারে ক্রমে ক্রমে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এক খানি প্রস্তরের উপর আর এক খানি প্রস্তর বসাইয়া ঐ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখুন, উহা কত উচ্চ ও কত বড় বিস্তৃত। দিনের মধ্যে তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া পর্য্যটন করিলে সাতবৎসরে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিয়া আসা যায়।"

তাঁহারা প্রতিদিন আসিয়া খনন করিতে লাগিলেন। খনন করিতে করিতে প্রস্তরের মধ্যে এক ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। যে পর্য্যন্ত ছিদ্র ছিল তাহাতে অক্লেশে ও অনায়াসেই পথ প্রস্তুত হইল। রাসেলাস তাহাকেই শুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন এমন সময়ে ইমলাক কহিলেন "যে চিন্তা ন্যায়ানুগত নহে তাহাকে মনোমধ্যে স্থান দেওয়া উচিত নয়। যদি আপনি শুভ লক্ষণ দেখিয়া আহ্লাদিত হন তবে দুর্নিমিত্ত দর্শনে অবশ্যই শঙ্কাতুর হইবেন। তাহা হইলেই আপনার অন্তঃকরণ কুসংস্কারে আবদ্ধ হইবেক। যাহারা অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে কর্ম্ম করিতে থাকে, তাহাদিগের সৌকার্য্যসাধন ও সন্তোষকর এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। যাহা কঠিন কর্ম্ম বলিয়া মনে বিবেচনা হয়, সম্পাদনের সময় তাহাও সহজ হইয়া উঠে।"

সহসা নিকায়ার আগমন।

তাঁহারা গর্ত্তের অভ্যন্তরে খনন করিতেছিলেন এবং পলাইতে পারিলে সমুদায় শ্রম সার্থক হইবে এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে, রাজকুমার বায়ুসেবনের নিমিত্ত গর্ত্তের বহির্গত হইলেন। বহির্গত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার ভগিনী নিকায়া গর্ত্তের সম্মুখে

দণ্ডায়মান। তখন স্তব্ধ ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া মনের কথা ব্যক্ত করিতেও ভয় পাইলেন, গোপন করিবারও কোন উপায় দেখিলেন না। ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে ভগিনীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করাই উচিত, ভগিনীর সাক্ষাতে মনের কথ. সমুদায় ব্যক্ত কবিয়া অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে বারণ করিয়া দেওয়াই সৎপরামর্শ।

রাজকুমারী কহিলেন “ভ্রাতঃ! এমন বিবেচনা করিও না যে, আমি গূঢ় চর স্বরূপ হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমি প্রত্যহ গবাক্ষদ্বার দিয়া দেখিতাম যে. তুমি ইমলাকের সহিত প্রতিদিন এই দিকে আসিয়া থাক। সুশীতল সমীরণ সেবন, স্নিগ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন ও সুগন্ধময় তীরে পবিভ্রমণ ব্যতিরিক্ত তোমরা অন্য কোন কর্ম্ম করিতে আইস এমন বিবেচনা হয় নাই। তোমাদিগের কথোপকথন শুনিব বলিয়া আমিও আজি এই দিকে আসিয়াছি। যাহা হউক, তোমরা যাহা করিতেছ দেখিলাম। এক্ষণে আমাকেও ইহার ফলভাগী করিতে হইবেক। তোমরা কারাবদ্ধ থাকিয়া যেরূপ ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়াছ, আমিও ততোধিক বিরক্ত হইয়া পৃথিবীর অবস্থা দেখিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইযাছি। অতএব আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবেক। এই গিরিগর্ব্ভে আমোদ-প্রমোদ আমার আর ভাল লাগে না। বিশেষতঃ তোমরা এখান হইতে যাইলে কোন প্রকারে এখানে

আর থাকিতে পারিব না। তোমরা সঙ্গে লইয়া যাইতে অস্বীকার করিলেও করিতে পার, কিন্তু অনুগমনের বাধা দিতে পারিবে না।”

রাজকুমার অন্যান্য ভগিনী অপেক্ষা নিকায়াকে অধিক ভাল বাসিতেন, সুতরাং তাঁহার প্রার্থনায় অস্বীকার করিতে পারিলেন না। ভগিনীর নিকট অগ্রেই মনের কথা আপনা হইতে ব্যক্ত করেন নাই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে, নিকায়াও তাঁহাদিগের সহিত যাই-বেন। পাছে আর কেহ কৌতুকাক্রান্ত হইয়া অথবা সহসা তথায় আসিয়া সমুদায় ব্যাপার দেখিয়া যায় এই জন্য রাজকুমার, ভগিনীকে সাবধান হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে অনুমতি দিয়া গর্ত্তের অভ্যন্তরে গিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে তাঁহাদিগের পরিশ্রম সমাপ্ত হইল। সুড়ঙ্গ দিয়া পর্ব্বতের বহির্ভাগস্থিত সূর্য্যের আলোক দেখা গেল। তাঁহারাও সুড়ঙ্গ দিয়া পর্ব্বতের বহির্ভাগে গিয়া দেখিলেন, নিম্নে নীল নদের মূল প্রবাহ মন্দ মন্দ বহিতেছে। রাজকুমার চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া আনন্দে প্রফুল্ল হইলেন এবং ভ্রমণের সময় কত আনন্দ অনুভূত হইবে, কত আশ্চর্য্য বস্তু দেখিতে পাইব, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পিতার রাজ্যের বহি-র্গত হইয়াছি বলিয়াই তাঁহার মনে বোধ হইল। কারা হইতে মুক্ত হইলাম বলিয়া ইমলাক আনন্দিত হইলেন

বটে, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সুখ অনুভব করিয়া একান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তথায় আর অধিক সুখ সম্ভোগের প্রত্যাশা করিলেন না।

রাসেলাস যে দিকে দৃষ্টি [illegible] করেন দেখেন কোন দিকেরই সীমা নাই, চতুর্দিকেই অপরিসীম আকাশমণ্ডল। অপরিচ্ছিন্ন আকাশমণ্ডল দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। নিমেষ শূন্য নয়নে দশ দিক্ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাকে গিরিমধ্যে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আনাও কঠিন কর্ম্ম হইল। অনেক ক্ষণের পর প্রত্যাগত হইয়া প্রফুল্ল নয়নে ভগিনীকে কহিলেন যে পথ প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে প্রস্থান করিলেই হয়।

রাজকুমার ও রাজকুমারীর প্রস্থান ও নানা আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন।

রাজকুমার ও রাজকুমারীর মণি, মুক্তা, হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যজাত ছিল, ইমলাকের উপদেশানুসারে বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া লইলেন। এবং পর দিন পূর্ণিমার রাত্রিতে সকলে গিরিগর্ভ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। রাজকুমারীর পরমপ্রীতিপাত্র এক সখীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু সে কোথায় যাইতেছে তাহা জানিতে পারিল না। সুড়ঙ্গ দিয়া প্রবেশ করিয়া

সকলে বহির্গত হইলেন, বহির্ভাগে আসিয়া নিম্নে নামিতে আরম্ভ করিলেন। রাজকুমারী ও তাঁহার সখী চতুর্দ্দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া, কোন দিকেরই সীমা দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় ভীত হইলেন এবং আপনাদিগকে বিপন্ন জ্ঞান করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ও ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কহিলেন "যে পর্য্যটন সমাপ্ত হইবে না বোধ হইতেছে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে আমাদিগের ভয় জন্মিতেছে। এই অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন পথে পদার্পণ করিতে আমাদিগের সাহস হয় না। এখানে কত অপরিচিত লোক আমাদিগের নিকটে আসিবে। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নেও যাহাদিগকে দেখি নাই, এমন কত শত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" রাজকুমারের মনেও এইরূপ ভয়ের উদয় হইতেছিল, কিন্তু বলিলে কাপুরুষতা প্রকাশ হয় এই নিমিত্ত গোপন করিয়া রাখিলেন।

ইমলাক ভয়ের কথা শুনিয়া হাস্য করিলেন এবং গমন করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। রাজকুমারী যাইবেন কি না, ইহা স্থির করিতে করিতে এত দূরে গিয়া পড়িলেন যে, তথা হইতে ফিরিয়া আসা কঠিন কর্ম্ম বোধ হইল, সুতরাং ফিরিয়া আসা হইল না। প্রাতঃকালে দেখিলেন, রাখালেরা মাঠে গোমেষাদির পাল চরাইতেছে। তাহারা দুগ্ধ ও ফল মূল আনিয়া দিল। রাজকুমারী সুসজ্জিত প্রাসাদ ও সুখাদ্যসামগ্রী পরিপূর্ণ বহুমূল্য ভোজনপাত্র না দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু

পথশ্রান্ত ও ক্ষুধাৰ্ত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া দুগ্ধ পান ও ফল মূল আহার করিলেন, দেখিলেন, গিরিগর্ত্তের খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষা উহা সুস্বাদ ও সুমধুর।

পথ চলা অভ্যাস ছিল না, তথাপি ধরিবার ভয়ে বসিয়া না থাকিয়া আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের পর এক জনাকীর্ণ রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গিগণ তত্রস্থ লোকদিগের রীতি, চরিত্র, আচার, ব্যবহার ও অবস্থার বিভিন্নতা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করাতে, ইমলাক মনে মনে হাসিতে লাগিলেন।

পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাদিগকে রাজপরিবার বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি রাজকুমার যেখানে যাইতেন, প্রত্যাশা করিতেন যে, লোকে তাঁহাদিগের সমাদর করিবে। রাজকুমারীর নিকট যে সকল লোক আসিত, তাহারা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিত না বলিয়া তিনি বিরক্ত হইতেন। পাছে তাঁহারা আপন আপন পদমর্য্যাদা প্রকাশ করেন এই শঙ্কায়, ইমলাককে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া তাঁহাদিগকে দৃষ্টিপথে রাখিতে হইত। প্রথমে যে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তত্রস্থ জনগণের আচার ব্যবহার দেখিয়া সাধারণ লোকের আচার ব্যবহার পরিজ্ঞান হইবেক ও সামান্য লোকের সঙ্গে থাকা অভ্যাস হইয়া যাইবেক বলিয়া ইমলাক তাঁহাদিগকে অনেক দিন তথায় রাখিলেন। রাজকুমার ও রাজকুমারী ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা কিছু দিনের নিমিত্ত আপন আপন পদমর্য্যাদা

পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে লোকের দয়া ও সৌজন্যের উপর নির্ভর করিয়া যাহা লাভ করা যায় তদ্ব্যতিরিক্তি আর কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয়। জনাকীর্ণ নগরে যাইলে বাণিজ্যবিপণির গোলযোগ ও বণিকদিগের কটু আচরণ সহ্য করিতে হইবে বলিয়া ইমলাক, ক্রমাগত উপদেশ দিয়া, পরিশেষে তাঁহাদিগকে সমুদ্রের উপকূলে লইয়া গেলেন। সমুদ্রের উপকূলে এক বন্দর ছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজকুমার ও রাজকুমারীর পক্ষে সকল বস্তুই নূতন, তাঁহারা যেখানে যান, নূতন নূতন বস্তু দেখিতে পান, সুতরাং অধিক দূর না গিয়া সমুদ্রের উপকূলস্থিত সেই বন্দরেই কিছু দিন থাকিলেন। তাঁহারা থাকিলেন বলিয়া ইমলাক সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ তাঁহারা লোকের রীতি চরিত্র তখন পর্য্যন্ত সুন্দররূপ জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে এক বারে দূর দেশে লইয়া যাওয়া উচিত নয়। কিছু দিনের পর ইমলাক ভাবিলেন যে, এখানে অধিক দিন থাকিলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা, এখানে আর অধিক দিন থাকা বিধেয় নয়, এই বিবেচনা করিয়া যাত্রার দিন স্থির করিলেন। রাজকুমার কিছু জানিতেন না বলিয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ইমলাক যাহা বলিতেন ও যে পরামর্শ দিতেন তাহাতেই সম্মত হইতেন। এক খান জাহাজ সুইয়েজে যাইতেছিল, ইমলাক তাহারই এক গৃহ ভাড়া লইলেন। জাহাজ ছাড়িবার সময় রাজকুমারীকে অতি কষ্টে

জাহাজে প্রবেশ করাইতে হইল। জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে সুইয়েজে গিয়া শীঘ্র পঁহুছিল। তথা হইতে স্থলপথে তাঁহারা কায়রোয় গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

রাজকুমারদিগের কায়রো নগরে প্রবেশ।

নগরে প্রবেশ করিবার সময় ইমলাক কহিলেন " এই নগর অতি আশ্চর্য্য, পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশ হইতে বণিকেরা এই নগরে আসিয়া বাণিজ্যকার্য্য সম্পাদন করে। এখানে নানা রকমের ও নানা ব্যবসায়ের লোক দেখিতে পাইবেন। এখানে বাণিজ্যব্যাপার সম্মান ও সম্ভ্রমকর বলিয়া পরিগণিত। আমি গিয়া বাণিজ্যকার্য্য আরম্ভ করিব, আপনারা বিদেশীয় লোকের মত থাকিবেন। যখন যে কৌতুক হয় সেই কৌতুক ভঞ্জন করিবেন। কৌতুক ভঞ্জনই, আপনাদিগের ভ্রমণের ফল। বাণিজ্যকার্য্য আরম্ভ করিলে আমরা শীঘ্রই ধনবান্ হইব। আমাদিগের মান সম্ভ্রম এত বৃদ্ধি হইবে যে, কি ধনী, কি দীন হীন, সকল লোকই অনুগ্রহকামনায় আমাদিগের নিকটে আসিবে। তখন কাহারও আগমন দুর্লভ হইবে না। যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ হইবে, তাহাকেই আনাইতে পারা যাইবেক। মনুষ্যের যত প্রকার অবস্থা ঘটিতে পারে, সমুদায় এখানে দেখিতে পাইবেন, দেখিয়া অবকাশমতে

আপন আপন জীবনযাপনের পথ নির্দ্ধারিত করিয়া লইবেন।”

নগরে প্রবেশ করিবামাত্র লোকের কলরবে আর কিছুই শুনিতে পান না। জনতা দেখিয়া রাজকুমার ও রাজকুমারী অতিশয় বিরক্ত হইলেন। উপদেশ তখন পর্য্যন্ত অভ্যাসের পরিবর্ত্ত করিতে পারে নাই। পথে যত লোক যাইতেছে, তাঁহাদিগকে দেখিয়া কেহ পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইতেছে না, কেহ সম্মান ব সমাদর করিতেছে না, অতি নিকৃষ্ট জাতিরাও তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে, দেখিয়া স্তব্ধ ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সামান্য লোকের সহিত আমাদিগের কোন বৈলক্ষণ্য রহিল না বলিয়া রাজকুমারী নিতান্ত অধীর হইলেন এবং আপনি যে প্রকোষ্ঠে রহিলেন কিছু দিন কাহাকেও তথায় যাইতে দিলেন না। যেরূপ গিরিমধ্যে পেকুয়া সেবা শুশ্রূষা করিত এখানেও সেইরূপ করিতে লাগিল, তদ্ভিন্ন আর কাহাকেও নিকটে রাখিলেন না।

ইমলাক বাণিজ্যব্যাপার উত্তমরূপ বুঝিতে পারিতেন। তিনি পর দিন মণি, মুক্তা, হীরা কিছু কিছু বিক্রয় করিয়া অনেক মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন এবং এক বাটী ভাড়া লইয়া সুন্দররূপ সাজাইলেন। তিনি এক জন সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী বণিক্ ইহা সকলেই শীঘ্র জানিতে পারিল। আগন্তুক লোকদিগকে মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করিতেন বলিয়া সকলেই গতাগতি করিতে লাগিল এবং তাঁহার সদ্ব্যবহারে অনেকে বশীভূত হইল। সকল

জাতীয় লোকই তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করিল। সকলেই তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা-করিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গিগণ তদ্দেশীয় ভাষা জানিতেন না বলিয়া কিছু দিন তাহাদিগের সহিত কথা বার্তা কহিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং তাঁহারা যে, পৃথিবীর বৃত্তান্ত কিছুমাত্র অবগত নহেন তাহা কেহ সহসা বুঝিতে পারিল না। ক্রমে যত তদ্দেশীয় ভাষা শিখিতে লাগিলেন ততই লোকের সহিত আপন পরিচয় হইতে আরম্ভ হইল।

ক্রমাগত উপদেশ দ্বারা বহু কাল পরে রাজকুমার মুদ্রার স্বভাব ও শক্তি জানিতে পারিলেন। সুবর্ণ ও রৌপ্য খণ্ড লইয়া বণিকেরা কি করে, কেমন করিয়াই বা এমন সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বস্তু দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায়, রাজকুমারী ও তাঁহার সখী বহু কাল পর্য্যন্ত ইহা বুঝিতে পারিলেন না।

তাঁহারা দুই বৎসর তদ্দেশীয় ভাষা শিখিলেন। ইমলাক তাঁহাদিগের সম্মুখে নানা অবস্থায় অবস্থিত, বিবিধপদমর্য্যাদাপন্ন, নানাবিধ লোক উপস্থাপিত করিতে লাগিলেন। যাঁহারা অসামান্য সৌজন্য ও সাতিশয় সৌভাগ্য থাকাতে লোকমান্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত রাজকুমারের পরিচয় হইল। প্রধান ও নিকৃষ্ট, ভোগাভিলাষী ও মিতব্যয়ী, অলস ও উদ্যোগী, বাণিজ্যব্যবসায়ী ও বিদ্যানুরাগী সর্ব্বপ্রকার লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

রাজকুমার ক্রমে লোকের সহিত সহজে কথা বার্ত্তা কহিতে পারগ হইলেন। বিদেশীয় লোকের সহিত কথা বার্ত্তা কহিবার সময় যেরূপ সাবধান হওয়া উচিত, তাহাও শিখিলেন। এক্ষণে জীবনযাপনের সুন্দর পথ নির্দ্ধারিত করিবার আশয়ে ইমলাকের সহিত সমাজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সকল লোককেই সুখী বোধ হওয়াতে জীবনযাপনের পথ মনোনীত করা অনাবশ্যক স্থির করিলেন। যেখানে যান, দেখেন, সকলেই আমোদ প্রমোদে রহিয়াছে, সকলের অন্তঃকরণেই দয়া ও সন্তোষ বিরাজমান, নিরুদ্বেগ ও প্রসন্নতা সকলের মুখেই প্রকাশ পাইতেছে। এই সকল দেখিয়া স্থির করিলেন, পৃথিবী সুখে পরিপূর্ণ। পৃথিবীতে সদ্গুণের পুরস্কার হইয়া থাকে, কাহারও কোন অভাব নাই, সমুদায় হস্তই দান করিতে উদ্যত, সকল অন্তঃকরণই দয়ার্দ্র, তবে এমন স্থানে দুঃখ ও দুর্ভাগ্য কেন থাকিবেক?

ইমলাক রাজকুমারের এই সুখাবহ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত করিলেন না। অনভিজ্ঞতা জন্য রাজকুমারের মনে যে আশালতার অঙ্কুর হইতেছিল, তাহা উৎপাটন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। একদা রাজকুমার বিষণ্ন চিত্তে বসিয়া আছেন এমন সময়ে ইমলাককে দেখিয়া কহিলেন "ইমলাক! আমি যে সকল বন্ধু বান্ধবের সহিত সর্ব্বদা একত্র থাকি তাহাদিগকে সুখী বোধ হয়, তবে আমি সর্ব্বদা অসুখী থাকি ইহার কারণ কি?

তাহাদিগকে ক্রমাগত আনন্দিত দেখিতে পাই, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে আনন্দের লেশ মাত্র নাই। যে সকল আমোদ প্রমোদে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, আমার তাহাতে সন্তোষ জন্মে না। একাকী থাকিলে আপনি বিরক্তি বোধ হয় এই নিমিত্ত পাঁচ জনের সঙ্গে থাকি, নতুবা সঙ্গসুখ অনুভব করিব বলিয়া তথায় যাই না। মনের দুঃখ গোপন করিবার নিমিত্ত হাস্য করি ও আপনাকে আহ্লাদিত দেখাই, বাস্তবিক আমি কোন সময়েই আনন্দিত থাকি না।"

ইমলাক কহিলেন "অন্যের মনে কি হইতেছে তাহা জানিতে হইলে আপনার মন পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যখন আপনার আমোদ প্রমোদ কৃত্রিম ও কল্পিত বোধ হয়, তখন এমন মনে করিবেন না যে, আপনার সঙ্গিগণের আমোদ প্রমোদ যথার্থ ও অকৃত্রিম। আমরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া অনেক কালের পর জানিতে পারি যে, সুখ কোন খানেই নাই। কিন্তু মনোমধ্যে সুখপ্রাপ্তির আশাকে জাগরূক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত সকলেই জ্ঞান করে যে আমা ভিন্ন অন্য লোকেরা সুখী এবং আমিও তাহাদিগের মত হইতে পারিলে সুখী হইতে পারিব। গতরাত্রে আপনি যেখানে বসিয়াছিলেন, তথায় এত আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, পরিহাস হইতে লাগিল যে, বোধ হইল যেন সেই সকল লোক মানুষ নহেন, জগদীশ্বর যেন তাঁহাদিগকে মনুষ্য অপেক্ষা প্রধান প্রাণীরূপে সৃষ্টি করি-

য়াছেন, তাঁহারা যেন সুখাস্পদ স্বর্গলোকে বাস করিবার উপযুক্ত। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সেখানে এমন এক ব্যক্তিও ছিলেন না, যিনি চিন্তান্তর হইতে ভয় না পান এবং নির্জ্জন প্রদেশসুলভ উদ্বেগের আশঙ্কা না করেন।”

রাজকুমার কহিলেন “তুমি যাহা বলিলে তাহা যখন আমার পক্ষে খাটিতেছে, তখন অন্যের পক্ষেও খাটিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যলোকে যত দুঃখ থাকুক না কেন, এক অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট অবস্থা আছে ইহা মানিতে হইবেক। যে অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অল্প দুঃখ, বিচারশক্তি আমাদিগকে সেই অবস্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেছে।”

ইমলাক উত্তর করিলেন “সুখ দুঃখের কারণপরম্পরা এত বিস্তৃত, এমত অনির্দ্ধারিত, এত জটিল, অবান্তর কারণ বশতঃ এত বিভিন্নপ্রকার ও দৈবের এত পরতন্ত্র যে, সুখ-ঘটিবার পূর্ব্বে প্রায় উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি যুক্তি শক্তি দ্বারা উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিয়া অবস্থা অবলম্বন করিতে উৎসুক হন, অন্বেষণ ও বিচার করিতে করিতেই তাঁহার কাল ক্ষেপ হয়।”

রাসেলাস কহিলেন “হাঁ, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু যে সকল বিজ্ঞ লোকের কথা আমরা সমাদর ও ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করি এবং শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হই, তাঁহারা বোধ হয়, বিবেচনা পূর্ব্বক এমন

অবশ্যই গ্রহণ করেন যাহা অপেক্ষাকৃত সুখের অবস্থা সন্দেহ নাই।"

ইমলাক উত্তর করিলেন "অবস্থা মনোনীত করিয়া সেই অবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন যাপন করা কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এমন কোন কারণ উপস্থিত হয়, যে কারণে মানবদিগকে এক এক অবস্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। তাঁহারা পূর্ব্বে সেই কারণ দেখিতে পান না এবং সেই কারণ উপস্থিত হওয়াও তাঁহাদিগের অভিমত নহে। তন্নিমিত্ত আপনি যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন সেই বলিবে যে, আমার ভাগ্য অপেক্ষা আমার প্রতিবেশীদিগের ভাগ্য উৎকৃষ্ট।"

রাজকুমার কহিলেন "যাহা হউক, আমার এই এক যথেষ্ট লাভ বলিতে হইবেক যে, আমার আপনার ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ভার আপনিই পাইয়াছি। পৃথিবী আমার সম্মুখে রহিয়াছে, অবকাশমতে সুখের অনুসন্ধান করিব, সুখ কোথাও না কোথাও অবশ্য থাকিবেক।"

আমোদ প্রমোদে অনুরক্ত ও উৎসাহশালী কতিপয় যুবা পুরুষের সহিত রাজকুমারের মিলন।

রাসেলাস পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলেন এবং মানবদিগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সুখের অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন স্থির করিলেন। মনে মনে কহিলেন, যৌবনকাল সুখের কাল। আপন অভিলায সম্পাদন করাই যুবাদিগের প্রধান কর্ম্ম। যুবারা আমোদ প্রমোদই সর্ব্বদা ভাল বাসেন। অতএব যুবাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া সুখের অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য।

এই স্থির করিয়া শীঘ্রই যুবক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন তাহারা আহ্লাদের প্রকৃত কারণ ব্যতিরেকেও আহ্লাদ প্রকাশ করে। হাসিবার কোন কথা উপস্থিত না হইলেও হাসিয়া উঠে। মনের সহিত যে সুখের কোন সম্পর্ক নাই, তাদৃশ অপকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সুখেই আপনাদিগকে সুখী জ্ঞান করে। তাহাদিগের চরিত্র অপকৃষ্ট এবং তাহারা সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ নহে। প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিও তাহারা উপহাস করে, কাহারও প্রভুত্ব দেখিতে পারে না এবং বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন জীবকে তাহাদের মধ্যে অবস্থিতি করিতে হইলে লজ্জা পাইতে হয়।

রাজকুমার শীঘ্রই সিদ্ধান্ত করিলেন যে যাহাদিগের কর্ম্ম দেখিয়া লজ্জা পাইতে হয়, তাহাদিগের অবস্থায় কখন সুখী হইতে পারিব না। অভিপ্রায় ও উদ্দেশ ব্যতিরেকে কর্ম্ম করা বুদ্ধিমান্ জীবের উচিত নয়। অকারণে কাহারও দুঃখোদয় ও অকারণে কাহারও হর্ষোদয় হয় না। যুবাদিগের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, ইহা কখনই সুখের অবস্থা নহে। যথার্থ সুখ এত অসার ও এমন ক্ষণভঙ্গুর নহে। বোধ হয়, তাহা ইহা অপেক্ষা সারবান্ ও স্থায়ী হইবেক।

সঙ্গিগণ সদ্ভাবপ্রদর্শন ও সরল ব্যবহার দ্বারা রাজকুমারের এমন প্রিয় পাত্র হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে সাবধান ও সতর্ক করিয়া না দিয়া এবং ন্যায়ানুগত যথার্থ পথ না দেখাইয়া তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি সঙ্গীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মিত্র! আমি মনোযোগ পূর্ব্বক আমাদিগের আচার ব্যবহার ও আশা ভরসার বিষয় বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আমরা নিতান্ত ভ্রান্ত। আমরা যে অবস্থা অবলম্বন করিয়াছি ইহাতে কোন লাভ ও উপকার সম্ভাবনা নাই। প্রথম অবস্থায় শেষ কালের জীবনোপায় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপ না করেন, তিনি কখনই জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। বাল্যকালের দিগ্‌ময়েও ক্রমাগত বাল্যোচিত চাপল্য প্রকাশ করিলে চির কাল অনভিজ্ঞ ও অনাশ্রয় হইয়া থাকিতে হয়।

অপরিমিত পান ভোজন ক্ষণ কালের নিমিত্ত উদ্দীপক ও উৎসাহবর্দ্ধক হয় বটে, কিন্তু পরিণামে দুঃখ ও ক্লেশের কারণ হইয়া উঠে এবং অকালে কালের হস্তে জীবন সমর্পণ করে। বিবেচনা করিয়া দেখ, যৌবনকাল চির কাল থাকিবে না। পরিণত বয়সে যখন আমোদ প্রমোদের নবীন প্রভা নির্ব্বাপিত হইবে, যখন আনন্দের মধুর মূর্ত্তি নয়নের সম্মুখে আর নৃত্য করিবে না, তখন, আর কিছুই ভাল লাগিবে না। তখন, বিজ্ঞ লোকেরা কিসে শ্রদ্ধা করিবেন, কি উপায়ে পরের উপকার করিতে পারিব, কি রূপেই বা সুন্দর রূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, এই চিন্তাই ভাল লাগিবে। আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইব, চির কাল এই রূপে যাইবে না, সর্ব্বদা ইহা চিন্তা করা উচিত। অতএব এই বেলা সাবধান হও। মন্দ কর্ম্ম করিয়া বৃথা কাল ক্ষেপ করিয়াছি, অপরিমিত পান ভোজন দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়াছি বলিয়া যেন পরে অনুতাপ করিতে না হয়।"

যুবা পুরুষেরা রাসেলাসের কথা শুনিয়া ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল এবং পরস্পর পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিল। পরিশেষে সকলে মিলিয়া এমন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল যে, রাসেলাস সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া আর ক্ষণ কালও তথায় থাকিতে পারিলেন না। তিনি সদভিপ্রায়ে ও সদয় চিত্তে উপদেশ দিতে গিয়াছিলেন ইহা মনে জানিয়াও উপহাস জন্য ক্রোধের হস্ত এড়াইতে পারিলেন না। কিয়ৎ ক্ষণের পর ধৈর্য্য অব-

লম্বন পূর্ব্বক ক্ষোভ নিবারণ করিয়া প্রকৃত অনুসন্ধানের অনুবর্ত্তী হইলেন।

এক জন নীতিজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত রাজকুমারের সাক্ষাৎ।

একদা রাজকুমার পথে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন দেখিলেন, পথের ধারে এক উন্নত অট্টালিকা রহিয়াছে। অট্টালিকার চতুর্দ্দিকের দ্বার মুক্ত, শত শত লোক সেই দ্বার দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। তিনিও সেই সকল লোকের সঙ্গে অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশিলেন। প্রবেশিয়া দেখিলেন উহা বিদ্যালয়, অধ্যাপকেরা তথায় পাঠকবর্গকে শিক্ষোপযোগী উপদেশ দিয়া থাকেন। সে দিন এক জন বিজ্ঞ অধ্যাপক দণ্ডায়মান হইয়া উৎসাহোদ্দীপক বাক্যে ক্রোধাদি রিপুবর্গের পরাজয়বিষয়ক বক্তৃতা করিতেছিলেন, রাজকুমার স্থির চিত্তে তাহাই শুনিতে লাগিলেন। অধ্যাপকের ভাবভঙ্গি ও অভিনয় অতি মনোহর, সুস্পষ্ট উচ্চারণ এবং বাক্য বিন্যাস অতি মধুর। তিনি নানাবিধ দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দ্বারা দেখাইলেন যে, যখন অপকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তির উপর প্রভুত্ব করে, তখন মানবদিগের প্রকৃতি অপকৃষ্ট হইতে থাকে। সমুদায় রিপুর

মূলস্বরূপ নিরঙ্কুশ ইচ্ছা যখন মনোরূপ রাজ্য আক্রমণ করে, তখন নানাবিধ গোলযোগ ও বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ইচ্ছা, মনোরূপ রাজ্য অধিকার করিয়া আপন অনুচর রিপুবর্গকে বুদ্ধিরূপ দুর্গ দেখাইয়া দেয় এবং তাহা ভেদ করিয়া সেই দুর্গের যথার্থ অধিকারী বিচারশক্তির বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে আদেশ করে। তিনি সূর্য্যের সহিত বিচারশক্তির উপমা দিয়া কহিলেন, যেরূপ সূর্য্যের আলোক চিরস্থায়ী, সর্ব্বত্র ব্যাপী ও সর্ব্বদা উজ্জ্বল, বিচারশক্তির প্রতিভাও সেইরূপ, এবং উল্কার সহিত ইচ্ছার সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, যেরূপ উল্কার প্রভা ক্ষণভঙ্গুর, ইচ্ছার গতিও সেইরূপ। কাম ক্রোধাদির জয়ের নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা সময়ে সময়ে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহাও শ্রোতাদিগকে শ্রবণ করাইলেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন তাঁহাদিগের যে কত সুখ ও কত সৌভাগ্য তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। এবং কহিলেন, জিতেন্দ্রিয় লোকেরা ভয়েরও দাস নয়, আশারও অধীন নয়, ঈর্ষ্যারও পরতন্ত্র নয়, ক্রোধেও প্রজ্বলিত হয় না, লোভেও মুগ্ধ হয় না, মমতা ও স্নেহেও আর্দ্র হইয়া যায় না। গগনমণ্ডল যখন নির্ম্মল ও পরিষ্কৃত থাকে অথবা যৎকালে নভোমণ্ডলে প্রবল ঝড় বহিতে থাকে, উভয় কালেই দিনমণি যেরূপ সম ভাবে গতায়াত করেন, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শান্তমূর্ত্তি হইয়া অধিকৃত চিত্তে ও সম ভাবে সংসারের তরঙ্গ

সহ্য করেন ও নির্জ্জনপ্রদেশসুলভ সুখ স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন, কোন কালেই তাঁহার অবিচলিত চিত্ত বিকৃত হয় না।

যাঁহাদিগের সুখ দুঃখে সমভাব, এমন মহাত্মাদিগেব অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইলেন ও কহিলেন, ইতর লোকে যাহা সৌভাগ্য বা দুরদৃষ্টের কার্য্য বলিয়া গণনা করিবা থাকে, এমন ঘটনাষ মহাত্মারা সন্তুষ্টচিত্ত বা দুঃখিত হয়েন না। তিনি শ্রোতাদিগকে কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন, এবং দুরবস্থা ঘটিতে অথবা কেহ দ্বেষ বা ঈর্ষ্যা করিলে অবিচলিত সহিষ্ণুতা সহকারে তাহা সহ্য করিতে কহিলেন এবং পবিশেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন যে, এই অবস্থা কেবল সুখের অবস্থা এবং এই রূপে সুখ লাভ করা সকলেরই সহজ কর্ম্ম।

বাসেলাস এমন ভক্তি ও মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যাপকের উপদেশবাক্য শুনিতে লাগিলেন যে, বোধ হইল যেন, তিনি মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন জীবের কথা শুনিতেছেন। শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর অধ্যাপকেব অপেক্ষা করিযা দ্বারে দণ্ডাযমান রহিলেন। অধ্যাপক দ্বার দিযা বহির্গত হইবার সমব রাসেলাস কহিলেন "মহাশয়! ভবাদৃশ জ্ঞানরাশি মহাত্মার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতে আমার অভিলাস হয, কখন্ সাক্ষাৎ করিব বলুন।" অধ্যাপক ক্ষণ কাল নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বাসেলাস তাঁহার হস্তে একটী

সুবর্ণের মুদ্রা দিলেন, তিনি আনন্দ ও বিস্ময়ের সহিত গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর রাজকুমার বাটীতে আসিয়া সানন্দ চিত্তে ইমলাককে কহিলেন, "আজি এক জন মহাত্মার দেখা পাইয়াছি। যাহা যাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, তিনি তৎসমুদ্রায়ের উপদেশ দিতে পারেন। তিনি বিচার-রূপ উন্নত সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া মানবগণের অবস্থার পরীবর্ত্ত দেখিযা থাকেন, কিন্তু তাঁহার অবস্থাব কোন পরীবর্ত্ত নাই। তিনি যখন কথা কহিতে আরম্ভ করেন সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার পানে চাহিয়া থাকে। তিনি যখন যুক্তি প্রদর্শন করিতে থাকেন তাঁহাব কথা সমাপ্ত না হইতেই সকলের মনে সেই যুক্তি সদ্যুক্তি বলিয়া বোধ হইয়া যায। অতঃপর তিনিই আমার পথপ্রদর্শক হইবেন, আমি তাঁহার সমুদায় মত অবগত হইব এবং তাঁহার আচরণের অনুকরণ করিব।"

ইমলাক কহিলেন "নীতিশাস্ত্রের উপদেশকদিগকে সহসা বিশ্বাস বা প্রশংসা করা উচিত নয়। তাঁহারা যখন বাগাড়ম্বর করেন তৎকালে তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু তাঁহাদিগের চরিত্র মনুষ্যের চরিত্র অপেক্ষা পবিত্র বা উৎকৃষ্ট নয়।"

যাঁহারা ন্যায়ানুগত যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্যকে অমূল্য সদুপদেশরূপ রত্ন দান করেন, তাঁহারা যে স্বয়ং সেই যুক্তিযুক্ত উপদেশ অনুসারে চলেন না রাসে-লাস ইহা বুঝিতে পারিলেন না। তন্নিমিত্ত তিনি কিয-

দিন পরে সেই অধ্যাপকের বাটীতে গেলেন, কিন্তু দ্বার-পালেরা প্রবেশ করিতে দিল না। রাসেলাস সুবর্ণের শক্তি জানিতে পারিয়াছিলেন, সুবর্ণের এক মুদ্রা ব্যয় করিয়া অনায়াসে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশিলেন। প্রবেশিয়া দেখেন, গৃহস্বামী সেই মহাপণ্ডিত অন্ধকারাবৃত এক গৃহে বসিয়া আছেন। মুখ বিবর্ণ, দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। রাসেলাসকে দেখিয়া কহিলেন "মহাশয়। আমার এ সময় বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় নয়। যে শোক দুঃখ আমি সহ্য করিতেছি তাহার প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই, যাহা আমি হারাইযাছি তাহা আর পাইব না। আমার কন্যা—আমার এক মাত্র কন্যা, যাহার স্নেহ ও ভক্তি আমার বার্দ্ধক্যে সন্তোষদায়ক ও সমুদায় দুঃখনিবারক হইবে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, গত রাত্রে জ্বর রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমার আশা ভরসা এক কালে তিরোহিত হইয়াছে। আমার আর লোকসমাজে মিলিবার ইচ্ছা নাই, আমার নির্জ্জনে একাকী থাকাই শ্রেয়ঃ।"

রাজকুমার কহিলেন "কি মহাশয়। আপনি এত শোকাকুল হইয়াছেন কেন? জন্মিলেই মৃত্যু হয় তাহাতে জ্ঞানী লোকদিগের বিস্ময়ের অথবা শোকের বিষয় কি? আমাদিগের জানা উচিত যে, মৃত্যু সর্ব্বদা সন্নিহিত; মৃত্যু গ্রাসে পতিত হওয়া সর্ব্বদাই সম্ভব।" অধ্যাপক কহিলেন "তুমি বালক, যাহাকে কখন বিরহযাতনা

সহ্য করিতে হয় নাই তাদৃশ লোকের মত কথা কহিতেছ।” রাসেলাস কহিলেন “কি মহাশয়! আপনি যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন? শোকের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া হৃদয়কে রক্ষা করিতে কি বিবেকশক্তির ক্ষমতা নাই? বিবেচনা করিয়া দেখুন, বাহ্যবস্তু স্বভাবতঃ নানাপ্রকার হইতে পারে, কিন্তু সত্য ও যুক্তি সর্ব্বদা একরূপ।” অধ্যাপক কহিলেন “সত্য ও যুক্তি আমাকে এক্ষণে আর কি আশ্বাস দিতে পারে? এখন তাহারা আর কি কাজে লাগিবে? তাহারা আমাকে এই মাত্র বলিতেছে যে, তোমার প্রিয়তমা কন্যা আর ফিরিয়া আসিবে না।”

রাজকুমার অতি সুশীল ছিলেন, তিরস্কার করিয়া শোকাকুল ব্যক্তির অপমান করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং তিনি আর কিছু না বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তদবধি বুঝিতে পারিলেন যে অসঙ্গত বাগাড়ম্বরের কিছুই সার নাই, মধুর বক্তৃতা ও অভ্যস্ত বাক্য উচ্চারণেরও কোন গুণ নাই।

কৃষক ও রাখালদিগের অবস্থা।

রাসেলাস সুখের অনুসন্ধানে পরাঙ্মুখ না হইয়া ক্রমাগত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদা শুনি-

লেন, নীল নদের মুখে এক জলপ্রপাত আছে। সেই জলপ্রপাতের অনতিদূরে এক সন্ন্যাসী বাস করেন। তিনি পরমসুখী ও সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত। সন্ন্যাসী এরূপ আশ্চর্য্য লোক যে, তাহার বিশুদ্ধ স্বভাবের যশঃ-সৌরভে সমুদায় দেশ আমোদিত হইয়াছে। জনসমাজে যে সুখের সন্ধান পাওয়া যায় না নির্জ্জনে তাহা আছে কি না, এবং যিনি নানা সদ্গুণ লাভ করিয়া পরিণত বয়োঽবস্থায় সকলের নিকটে সম্মানিত হইয়াছেন, তিনি দুঃখ ও দুরবস্থা নিবারণের অথবা অক্লেশে উহা সহ্য করিবার কোন উপায় শিখাইতে পারেন কি না, জানিবার নিমিত্ত রাসেলাস সন্ন্যাসীর আবাসে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইমলাক ও রাজকুমারী তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলেন। গমনের সমুদায় উদ্যোগ হইল, তাঁহারাও চলিলেন। তাঁহারা মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন রাখালেরা গোমেষাদির পাল চরাইতেছে এবং মেষশাবক সকল মাঠে ক্রীড়া কৌতুক করিয়া বেড়াইতেছে।

ইমলাক কহিলেন "রাখাল ও কৃষকদিগের অবস্থায় নির্দ্দোষ ও পবিত্র আমোদ প্রমোদ থাকাতে ঐ অবস্থা সুখের অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কবিগণ মোহিত হইয়া উহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। রৌদ্রের অতিশয় উত্তাপ হইতেছে, চলুন, আমরা রাখালদিগের কুটীরে গিয়া বসি এবং উহারা কিরূপ সুখী তাহাও অবগত হওয়া যাউক। হয় ত এই

খানেই আমাদিগের সমুদায় অনুসন্ধানের শেষ হইবেক।” ইমলাকের প্রস্তাবে তাঁহারা সম্মত হইলেন। কুটীরে গিয়া রাখালদিগকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া এবং মিত্রভাবে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়া প্রথমতঃ তাহাদিগকে অনুকূল করিলেন, পরে তাহাদিগের অবস্থায় সুখসৌভাগ্য কিরূপ, এই বিষয়ে তাহাদিগের মত জিজ্ঞাসিলেন। তাহারা এত অনভিজ্ঞ, ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে এত অপারক, তাহাদিগের বর্ণনা ও বাক্যবিন্যাস এত অস্পষ্ট যে, তাহাদিগের নিকট কিছুই শিখিবার সুযোগ দেখিলেন না। কিন্তু ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা গেল যে, তাহাদিগের অন্তঃকরণ অসন্তোষে পরিপূর্ণ। উচ্চপদস্থ লোকদিগের সুখ ও আমোদের নিমিত্তই তাহারা অনবরত পরিশ্রম করিতেছে, ইহা তাহারা সর্ব্বদাই মনে করিয়া থাকে এবং উচ্চপদস্থ লোকদিগের প্রতি হিংসা, দ্বেষ ও মাৎসর্য্যও প্রকাশ করে।

রাজকুমারী তাহাদিগের হিংসার কথা শুনিয়া এমন অধীর হইলেন যে, তাঁহার আর তথায় থাকিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি কহিলেন, ঈর্ষ্যার একান্ত বিধেয় এই সকল অসভ্য লোকের সঙ্গে আর থাকিবার আবশ্যকতা নাই। কৃষকদিগের অকপট ও বিশুদ্ধ সুখ স্বচ্ছন্দের দৃষ্টান্ত দেখিতে আর আমার কখন প্রবৃত্তি হইবে না।” রাজকুমারী এই রূপে কৃষকদিগের অবস্থার বিস্তর নিন্দা করিলেন বটে, কিন্তু রাখাল ও

কৃষকদিগের পবিত্র সুখ ও বিশুদ্ধ সরলতার বিষয়ে যত বর্ণনা আছে তাহাও যে, মিথ্যা কল্পিত ইহাও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মাঠে ও বনে অবস্থানজন্য যে সুমধুর সুখানুভব হয় তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ আছে কি না, তাহাতেও সন্দেহ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার মনে এই আশার উদয় হইল যে, এমন এক সময় উপস্থিত হইবেক, যে সময়ে সদ্গুণশালিনী ও মধুরভাষিনী কতিপয় সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে আমি আপন হস্তার্জ্জিত লতার কুসুম তুলিব, স্বহস্তপ্রতি-পালিত মেষীর শিশু শাবকের গাত্রে সস্নেহে হস্ত স্পর্শ করিব এবং সুগন্ধময় নদীতীরে শীতল তরুতলের ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া আমার সঙ্গিনীরা সুস্বরে গ্রন্থ পাঠ করিবে আমি নিরুদ্বেগ চিত্তে শুনিব।

সৌভাগ্যের অনেক বিঘ্ন।

পর দিন আবার গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাইতে যাইতে রৌদ্রের এরূপ উত্তাপ হইল যে, চতুর্দ্দিকে আশ্রয়স্থান দেখিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে এক নিবিড় বন দেখিতে পাইলেন। বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবাই বুঝিতে পারিলেন যে, তথায় মানবের বসতি আছে। বনমধ্যগামী পথ অতি পরিষ্কৃত, পথের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ তরু, লোকের শ্রমে ও কৌশলে দুই

ধাবের তরুশাখা সকল পরস্পর সংলগ্ন হওয়াতে সূর্য্যের কিরণ তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে মনোহর লতায় আকীর্ণ এক এক কুঞ্জবন; কুঞ্জবনে নানাবিধ কুসুম বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। একটী মনোহর ঝিল বক্র ভাবে প্রবাহিত হইয়া রাশীকৃত শিলা ও কঙ্করের প্রতিঘাতে এমন শব্দ করিতেছে যে, দূর হইতেও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় ও মধুর বোধ হয়।

তাঁহারা বনের মধ্যে দিয়া আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। তাদৃশ অভাবনীয় অচিন্তনীয় সুরম্য প্রদেশ দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। মনে মনে কহিলেন, কোন্ মহাপুরুষ এই জনশূন্য অরণ্যকে স্বর্গতুল্য সুখাস্পদ করিয়াছেন ও সুখে বাস করিতেছেন বলা যায় না। ক্রমে অগ্রসর হইয়া গান বাদ্যের শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং দেখিলেন বালক ও বালিকাগণ কুঞ্জবনে নৃত্য করিতেছে। আরও কিঞ্চিৎ দূর গিয়া পাহাড়ের উপর সুরম্য এক প্রাসাদ দেখিলেন। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ উপবন। সে দেশে এইরূপ প্রথা ছিল যে, অতিথি আসিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে কেহ নিষেধ করিত না, সুতরাং তাঁহারা অনায়াসে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, গৃহস্বামীও ধনবান্ ও দাতার মত তাঁহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

গৃহস্বামী তাঁহাদিগের আকৃতি দেখিয়াই বুঝিতে

পারিলেন যে, তাঁহারা সামান্য অতিথি নহেন। তন্নিমিত্ত তিনি সমারোহে ভোজনের আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। কথোপকথন আরম্ভ হইলে ইমলাকের মধুর বচনে তাঁহাকে বশীভূত হইতে হইল এবং রাজকুমার র সদ্ব্যবহারে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আহারাদি করিয়া বিদাযের অনুমতি চাহিলে গৃহস্বামী সে দিন তথায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন। পর দিন বিদায় দিতে আরও অনিচ্ছুক হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের আলাপ পরিচয় প্রণয়ে ও বিশ্বাসে পরিণত হইল।

রাজকুমার দেখিলেন গৃহস্বামীর পরিবার ও অনুচরবর্গ সকলেই সুখী ও প্রফুল্লচিত্ত এবং তাহারা এরূপ স্থানে বাস করে, যাহার চতুর্দ্দিকে মনোহর উদ্যান, ঐ উদ্যানের শোভা দেখিলে বোধ হয় যেন, সমুদায় প্রদেশ আহ্লাদে হাসিতেছে। তখন মনে মনে ভাবিলেন যাহা অন্বেষণ করিতে বহির্গত হইয়াছি, বুঝি, এই খানেই তাহা থাকিতে পারে। অনন্তর গৃহস্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহাশয়। আপনাকে সমুদায় সুখসামগ্রীর অধিকারী বোধ হইতেছে।" গৃহস্বামী এই কথা শুনিবা মাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন "হাঁ, বাহ্য দৃষ্টিতে আপাততঃ তাহাই বোধ হয় বটে, কিন্তু বাহ্য দৃষ্টি প্রায় ভ্রমাত্মক, বাহ্য দৃষ্টিতে তত্ত্বানুসন্ধান পাওয়া অতি সুকঠিন। আমার সৌভাগ্য ও সুখ সম্পত্তিই আমার বিপদের

নিদান হইয়াছে। প্রজারা আমাকে অতিশয় ভাল বাসে এবং আমার ধন সম্পত্তি আছে বলিয়া ঈজিপ্টের সম্রাট্ অত্যন্ত ক্রোধান্ধ ও ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া আমার শত্রু হইযা উঠিয়াছেন। এই দেশের রাজগণ তাঁহাব ক্রোধের করাল গ্রাস হইতে আমাকে এক্ষণে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বড় লোকের অনুগ্রহ চিরস্থাযী নহে, জানি না কবে তাঁহারাও সম্রাটেব সহিত মিলিত হইয়া আমার ধন সম্পত্তি বিলুণ্ঠন করিতে আসিবেন। আমি এই নিমিত্ত আমার সমুদায় সম্পত্তি দূব দেশে পাঠাইয়াছি এবং ভয়ের উপক্রম দেখিলেই পলায়ন করিব স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তখন আমার শত্রুগণ এই প্রাসাদ অধিকার করিবে এবং যে সকল মনোহর উদ্যান ও সুরম্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিযাছি ইহা সুখে ভোগ করিবে সন্দেহ নাই।"

তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া সকলে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে যেন নির্ব্বাসিত হইতে না হয় এই বলিযা জগদীশ্বরের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজকুমারীর মনে শোক ও ক্রোধেব উদয় হওয়াতে তিনি এত অধীর হইলেন, যে, তথা হইতে উঠিয়া গিয়া স্বতন্ত্র এক গৃহে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা তথায় আর কিছু দিন থাকিয়া সন্ন্যাসীর অন্বেষণে চলিলেন।

নির্জ্জন প্রদেশে সুখের অন্বেষণ ও সন্ন্যাসীর উপাখ্যান।

রাখালদিগের নিকট পথের সন্ধান লইয়া তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গিরি গহ্বরের মধ্যে ঐ আশ্রম, আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ তাল খর্জ্জুর প্রভৃতি নানাবিধ তরুমণ্ডলীতে আচ্ছন্ন, তরু-মণ্ডলীর ছায়া অতি শীতল। ঐ আশ্রম নীলনদের জল-প্রপাত হইতে এত অন্তর যে, তথা হইতে ঐ জলপ্রপা-তের মন্দ মন্দ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ শব্দ শুনিতে শুনিতে অন্তঃকরণ চিন্তারসে নিমগ্ন হইতে থাকে। বিশেষতঃ যখন তরুশাখার মধ্যে বায়ুর ঝর ঝর শব্দ হইতে থাকে তখন সেই শব্দের সহিত মিলিয়া জল-প্রপাতের শব্দ কি মধুর বোধ হয়। সন্ন্যাসী সেই গিরি-গহ্বরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করাইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। পথিকেরা ঝড়ে অভিভূত হইয়া অথবা অন্ধকারে পথ হারাইয়া তথায় যাইলেই আশ্রয় পাইত।

সন্ন্যাসী সন্ধ্যাকালীন সমীরণ সেবনের নিমিত্ত দ্বার-দেশে কাষ্ঠাসন পাতিয়া বসিয়া আছেন, এক দিকে এক খান পুস্তক ও লিখিবার উপকরণ রহিয়াছে, আর এক দিকে নানাবিধ যন্ত্র আছে, সন্ন্যাসী অন্যমনস্ক হইয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহারা গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী অনুধাবন করিতে পারিলেন না। রাজকুমারী সন্ন্যাসীর

অনবধান দেখিয়া স্থির করিলেন যে, এরূপ ব্যক্তি কখনই সুখের পথ দেখাইয়া দিতে পারিবেন না।

পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। সন্ন্যাসী এ রূপে তাহার পরিশোধ দিলেন যে, তিনি নগরের আচার ব্যবহার জানেন না বলিয়া বোধ হইল না। যাঁহারা নগরে বাস করিয়া থাকেন ও জনসমাজের আচার প্রণালী সুন্দর রূপে অবগত আছেন এরূপ ব্যক্তির ন্যায় তিনি প্রতিনমস্কার করিলেন ও কহিলেন “ বৎস। যদি তোমরা পথ হারাইয়া থাক, অদ্য এই স্থানে অবস্থিতি কর, এই প্রান্তর গিরিগহ্বরে যাহা পাইবার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তাহা তোমরা এখানে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এখানে আবশ্যক সামগ্রীর অপ্রতুল নাই, কিন্তু সন্ন্যাসীর আশ্রমে ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার প্রত্যাশা করা বৃথা। ”

তাঁহারা সন্ন্যাসীর বহু প্রশংসা করিলেন ও গিরিগুহার অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া দেখিলেন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ, সুন্দর রূপে সমুদায় গৃহ সুসজ্জিত এবং সমুদায় স্থান পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগের আহারের নিমিত্ত নানাবিধ সামগ্রী আহরণ করিয়া দিলেন, কিন্তু আপনি ফল মূল আহার করিয়া জল পান করিলেন। অনন্তর এরূপ পবিত্র কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যে, তাহা শুনিলে মনে আনন্দোদয় ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিসঞ্চার হয়। তাঁহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া

চমৎকৃত হইয়া সমাগত অতিথিরা মহাত্মা বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতে লাগিলেন। রাজকুমারী বিবেচনা না করিয়াই সহসা তাঁহাকে অনভিজ্ঞ স্থির করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষণ কাল অনুতাপ করিলেন।

অনন্তর ইমলাক বিনয়বচনে কহিলেন "মহাশয়! আপনার যশ ও গৌরব যে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনার মত সদাশয় ও সুখী ভূমণ্ডলে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা কায়রো নগরেও আপনার বিজ্ঞত' ও বহুদর্শিতার কথা শুনিয়াছি। আপনি মহাবিজ্ঞ. অনায়াসে এই যুবা পুরুষ ও এই কুমারীকে, কিরূপ অবস্থা অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত, তাহার উপদেশ দিতে পারিবেন। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সুন্দর পথ বলিয়া দিতে পারিবেন এজন্য আপনার নিকটে আসিযাছি।" সন্ন্যাসী কহিলেন "যে ব্যক্তি সুন্দররূপ চলিতে পারে, তাহার পক্ষে সকল অবস্থাই উৎকৃষ্ট। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পথ নির্দ্ধারণের আর কোন নিয়ম বলিয়া দিতে পারি না, কিন্তু যাহাতে বিপদ্ বা অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা নাই সেই পথই অবলম্বন করা উচিত।" রাজকুমার কহিলেন "আপনি আত্মদৃষ্টান্ত দ্বারা যে পথ উৎকৃষ্ট ও অবলম্বনীয় প্রকাশ করিতেছেন বোধ হয় ইহাতে আপদ্ বিপদ্ ও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন "হুঁ, আমি পনর বৎসর

হইল এই নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয় করিযাছি কিন্তু আমার এরূপ ইচ্ছা নাই যে, লোকে আমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হয়। যৌবনাবস্থায় আমি এক জন সৈনিক পুরুষ ছিলাম, ক্রমে ক্রমে সেনাসংক্রান্ত উন্নত পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলাম। সেনা সমভিব্যাহারে কত দেশ ভ্রমণ করিযাছি, কত যুদ্ধ দেখিযাছি, কত বার বিপদে পড়িযাছি, কত বার যুদ্ধে জয়ী হইয়াছি। পরিশেষে এক জন অল্পবয়স্ক সৈনিক পুরুষকে আমার অপেক্ষাও প্রধান পদ প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া ও আপনার শক্তির হ্রাস হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, অত্যাচার ও উপদ্রবে পরিপূর্ণ, মায়াময় বাগুরায় আচ্ছন্ন, দুঃখময় সংসার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা জন্মিল এবং নির্জ্জনে নিরুদ্বেগে শেষ কাল অতি বাহিত করিতে প্রবৃত্তি হইল। একদা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালাইয়া এই গিরিগহ্বরে আসিয়া শত্রুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইযাছিলাম, তন্নিমিত্ত ইহাকেই চরমাবস্থার বাসস্থান স্থির করিলাম। শিল্পকর নিযুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করিয়া লইলাম এবং প্রায় সমুদায় আবশ্যক সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম।"

"ঝড়ে অভিভূত ও উদ্বিগ্নচিত্ত নাবিক, ঘাট পাইলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, আমিও এই গিরিগুহায় আসিয়া কিছু দিন সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছিলাম। যুদ্ধক্ষেত্রের গোলযোগ ও উদ্বেগের হস্ত এড়াইয়া এই নিঃশঙ্ক ও নিরুপদ্রব গিরি গহ্বরে আসিয়া প্রথমতঃ মহাসন্তুষ্ট হই-

য়াছিলাম। কিন্তু যখন নূতন নূতন বস্তু দর্শন জন্য আনন্দের বিরাম হইল, অর্থাৎ যখন ইহাঁকে আর নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল না, তখন অত্রস্থ তরুলতাদির স্বভাব ও গুণ পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলাম এবং এই পাহাড় হইতে নানাবিধ ধাতু সংগ্রহ করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে লাগিলাম। এক্ষণে তাহাও আর ভাল লাগে না। আমি কখন কখন আপনা আপনি বিরক্ত হইয়া উঠি, তখন কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না। কখন কখন আমার অন্তঃকরণে নানাবিধ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন কত শত চিন্তা উপস্থিত হইয়া চিত্তকে আন্দোলিত ও ব্যাকুল করে। সংসারে থাকিলে সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের অনেক সুযোগ পাওয়া যায়, পাপ কর্ম্ম ঘটিবারও সম্ভাবনা থাকে। আমি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান এক বারে পরিত্যাগ না করিয়া পাপকর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না বলিয়া সাতিশয় লজ্জিত হই। কখন কখন এরূপ ভাবি যে, আমি রোষ ও ঈর্ষা পরবশ হইয়াই নির্জ্জনে আসিয়াছি, ধর্ম্মবুদ্ধিতে আসি নাই। তখন আত্মদোষের উদ্ভাবন করিয়া কতই বিলাপ করি এবং অল্প লাভের জন্য অনেক হারাইয়াছি বলিয়া কতক অনুতাপ করি। নির্জ্জনে আসিয়া অসৎসংসর্গের অসৎফল হইতে বিমুক্ত হইয়াছি বটে; কিন্তু সৎসংসর্গ, সৎপরামর্শ ও সদালাপ জনিত সুখলাভ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি সন্দেহ নাই। জনসমাজে বাস করা ও নির্জ্জনে অবস্থিতি করার লাভালাভ ও ক্ষতি বৃদ্ধির পরস্পর

তুলনা করিয়া দেখিয়া স্থির করিয়াছি কল্য পৃথিবীতে যাইব ও লোকসমাজে বাস করিব। যাহারা নির্জ্জনে বাস করে তাহাদিগের অবস্থা দুঃখের অবস্থা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মোপার্জ্জন হইলেও হইতে পারে, না হইলেও না হইতে পারে।”

তাঁহারা সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে কায়রো নগরে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন। সন্ন্যাসী পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রচুর ধন পুতিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা তুলিয়া লইলেন এবং কায়রো নগরে চলিলেন। তথায় পঁহুছিয়া বহু কালের পর জনসমাজের শোভা দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলিলে যেরূপ সুখের সম্ভাবনা।

কতকগুলি সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক সভা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নির্দ্ধারিত সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া আপন আপন মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন ও অন্যের অভিপ্রায় ও মতের সহিত আপন অভিপ্রায় ও মতের ঐক্য হইল কি না, তাহা বুঝিয়া দেখিতেন। তাঁহাদিগের রীতি প্রকৃতি কর্কশ বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের বক্তৃতায় ও

কথোপকথনে নানা সদুপদেশ পাওয়া যাইত ও বিচারে তর্কশক্তি প্রদর্শিত হইত। বিচারে তর্কশক্তি প্রদর্শিত হইত বটে, কিন্তু বিচারের সময় তাঁহারা এরূপ ব্যগ্রচিত্ত হইতেন যে, ধারাবাহিক বিচারের পর, কি বিষয় লইয়া প্রথম বিচার আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ভুলিয়া যাইতেন। কোন কোন দোষ সর্ব্ব সাধারণেরই ছিল। প্রভুত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক অন্যকে উপদেশ দিতে সকলেরই বাঞ্ছা, এবং কাহারও বুদ্ধি বিদ্যা নিষ্ফল হইয়াছে শুনিলে সকলেই আনন্দিত হইতেন। রাসেলাস সর্ব্বদা এই সভায় গতায়াত করিতেন। তিনি একদা তথায় সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন " সন্ন্যাসী উত্তম বলিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, আবার অপকৃষ্ট বলিয়া তাহাই পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত শ্রবণে শ্রোতারা নানাপ্রকার মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, কেহ কহিলেন, "যেমন তিনি না বুঝিয়া কর্ম্ম করিয়াছিলেন তেমনি ফল পাইয়াছেন।" এক যুবা পুরুষ ব্যগ্রতা সহকারে কহিলেন "ঐ সন্ন্যাসী কপটবেশী সন্দেহ নাই।" কেহ কেহ কহিলেন "সাধ্যানুসারে জনসমাজের উপকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব সন্ন্যাসীর জনসমাজ পরিত্যাগ করা উপযুক্ত কর্ম্ম হয় নাই।" কেহ বা কহিলেন " যখন সাধ্যানুসারে জনসমাজের উপকার করা সম্পন্ন হয়, তখন মানবগণ অন্তঃকরণের বিশুদ্ধির জন্য এবং ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি কি কর্ম্ম করিলাম তাহার

পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, নির্জ্জনে যাইয়া অবস্থিতি করিতে পারেন।”

সন্ন্যাসীর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া এক ব্যক্তি অন্যান্য লোক অপেক্ষা সমধিক চিন্তাবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন “বোধ হয় সন্ন্যাসী আবার কিছু কালের পর পুনর্ব্বার আশ্রমে যাইতে পারেন এবং লজ্জা যদি প্রতি-বন্ধক না হয়, তাহা হইলে আবার আশ্রম হইতেও জনপদে প্রত্যাগত হইতে পারেন। সুখপ্রাপ্তির আশা অন্তঃকরণে এমন দৃঢ় রূপে বদ্ধমূল হইয়া থাকে যে, বহু কালের অভিজ্ঞতাও তাহাকে উন্মূলিত করিতে পারে না। বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ হউক না কেন, আমরা তাহাতে দুঃখ অনুভব করি এবং তাহা দুঃখের অবস্থা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি, কিন্তু যখন সেই অবস্থা দূরবর্ত্তিনী হইতে থাকে তখন তাহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। তখন সংকল্প, তাহাকে সুন্দর করিয়া চিত্রিত করে এবং অন্তঃকরন মুগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার উহা পাইবার প্রার্থনা করে। কিন্তু এমন সময় উপস্থিত হইবেক, যে সময়ে আশা আর যাতনা দিতে পারিবে না এবং আত্মদোষ ব্যতিরেকে মনুষ্যের দুরবস্থা ঘটিবে না।”

এক দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধীরতা সহকারে এই সকল কথা শুনিতেছিলেন, শুনিয়া কহিলেন “জ্ঞানী-দিগের পক্ষে এই বর্ত্তমান সময়কেই সেইরূপ সময় বলা যাইতে পারে। আত্মদোষ ব্যতিরেকে মনুষ্যের

দুরবস্থা ঘটিবে না এরূপ সময় আসিবেক কি, সেরূপ সময় ত আসিয়াছে। পরমকারুণিক পরমেশ্বর, সুখ স্বচ্ছন্দ আমাদিগের হস্তগত করিয়া রাখিয়াছেন, অতএব তাহার অন্বেষণ করা, বৃথা কালক্ষেপ করা মাত্র। প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলাই সুখী হইবার এক মাত্র পথ। যিনি প্রকৃতির নিয়মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তিনিই সুখী। তাঁহাকে আশাপিশাচীর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না, ইচ্ছার পরতন্ত্র হইয়াও চলিতে হয় না। কতকগুলি লোক সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বোধ তর্ক দ্বারা সুখের পথ উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা কখনই সফল হইয়া উঠে না যাঁহারা সহজে জ্ঞানী ও সুখী হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের বনের হরিণী ও কোকিলার প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। জগদীশ্বর পশু পক্ষীদিগকে যে একপ্রকার সংস্কার দিয়াছেন সেই সংস্কার তাহাদিগকে যে দিকে লইয়া যায় ও যাহা করিতে বলে, তাহারা সেই দিকে যায় ও তাহাই করে। তাহারা যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার অনুসারে চলিয়া সুখী হয়, আমরাও সেই রূপ প্রকৃতি অনুসারে চলিলে সুখী হইতে পারি। আমাদিগের বাদানুবাদেরও কিছু আবশ্যকতা নাই, উপদেশ লইবারও কোন প্রয়োজন নাই। কারণ যাহারা সদ্বক্তার ন্যায় বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক সাহঙ্কারে উপদেশ দেয়, তাহারা আপনাদিগের উপদেশ আপনারাই বুঝিতে পারে না। আমাদিগের কেবল এই মাত্র

মনে করিয়া রাখা উচিত যে, প্রকৃতির নিয়ম হইতে যত দূরবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই সুখের দূরবর্ত্তী হইতে হয়।”

তিনি এই কথা বলিয়া, সদুপদেশ দিয়া লোকের মহোপকার করিলাম মনে মনে এই বোধ হওয়াতে গম্ভীর দৃষ্টিতে এক বার সকলের মুখ পানে চাহিলেন। রাজকুমার বিনীত বচনে জিজ্ঞাসিলেন “মহাশয়! অন্যান্য লোকের ন্যায় আমিও সুখের অভিলাষী; তন্নিমিত্ত মনোযোগ পূর্ব্বক আপনার উপদেশবাক্য শুনিয়াছি। ভবাদৃশ পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ চিত্তে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তাহার সত্যতাবিষয়ে সংশয় করিতে আমার ইচ্ছা নাই। কেবল ইহাই জানিতে চাহি, কি রূপে চলিলে প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলা হয়।”

পণ্ডিত কহিলেন “যখন আমি যুবা পুরুষদিগকে বিনয়ী ও শিক্ষাবিষয়ে মনোযোগী দেখি, তখন আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা শিখাইতে কোন প্রকারে অস্বীকার করি না। কার্য্য কারণের সম্বন্ধ প্রণালী দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয় তাহার অনুষ্ঠান করিলে, যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া জানা যায় তাহা পরিত্যাগ করিলে এবং জগতের সুখ স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত যে অপরিবর্ত্তনীয় চমৎকার কৌশল নির্দ্ধারিত আছে তদনুসারে চলিলে প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলা হয়।”

যে সকল জ্ঞানীদিগের কথা যত শুনা যায় ততই আর বুঝিতে পারা যায় না, ইনি উহাদিগের মধ্যে এক জন,

রাজকুমার ইহা শীঘ্রই বুঝিয়া লইলেন। তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে নমস্কার করিলেন ও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। পণ্ডিত, তাঁহাকে সন্তুষ্ট বিবেচনা করিয়া ও অন্য লোকদিগকে নিস্তব্ধ দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং আপনি প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলিতেছেন এইরূপ ভাবিয়া সাহঙ্কারে প্রস্থান করিলেন।

রাজকুমার ও তাঁহার ভগিনী কর্তৃক পর্য্যবেক্ষণকার্য্যের বিভাগ।

সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কোন্ পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া, রাজকুমার ভগ্নোৎসাহ চিত্তে গৃহে গমন করিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, বিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ কেহই সুখের পথ অবগত নহেন। তখনও অধিক বয়স্ হয় নাই বলিয়া রাজকুমারের মনে এই মাত্র আশ্বাস থাকিল যে, এখনও অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অনেক সময় আছে। যাহা হউক, রাজকুমার এত দিন যে সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন ও তাঁহার মনে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হইতেছিল তাহা ইমলাককে জানাইতেন, কিন্তু ইমলাক তদ্বিষয়ে যে উত্তর দিতেন তাহাতে আবার নূতন নূতন সন্দেহ উপস্থিত হইত। সুতরাং রাসেলাস এই অবধি

ভগিনীর সহিতই সর্ব্বদা কথা বার্ত্তা কহিতে ও পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে যেরূপ আশা ছিল, ভগিনীর মনেও সেইরূপ আশা সঞ্চারিত থাকাতে তিনি ভ্রাতাকে বুঝাইয়া কহিলেন "যে আমাদিগের এক বারে নিরাশ ও হতাশ্বাস হওয়া উচিত নয়, অনুসন্ধান করিলে পরিশেষে কৃতকার্য্য হইলেও হইতে পারি।"

"দেখ, আমরা পৃথিবীর বিবরণ অদ্যাপি সম্পূর্ণ রূপে জানিতে পারি নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের অবস্থা, কি দুঃখের অবস্থা, কোন অবস্থাই আমাদিগের ঘটে নাই। দেশে আমরা রাজপরিবার বলিয়া পরিগণিত ছিলাম বটে. কিন্তু কোন ক্ষমতা ছিল না। এখানেও আজি পর্য্যন্ত গৃহকর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মের সুখ এবং গৃহস্থদিগের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারি নাই। পাছে আপন মত ও আপন কথার বৈপরীত্য হয় ও আপনার ভ্রান্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে. এই নিমিত্ত ইমলাক আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন না; বরং তাঁহার কথা শুনিলে উৎসাহশিখা এক বারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা কার্য্যবিভাগ করিয়া লই। প্রাসাদের সমারোহ ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে সুখ আছে কি না, তুমি গিয়া অনুসন্ধান কর; আমি গৃহস্থদিগের আলয়ে গিয়া উহার তত্ত্ব করি। হয় ত, ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সুখ থাকিবেক, কেন না, ঐশ্বর্য্যশালী লোকের পরোপকার ও পৃথিবীর হিতানুষ্ঠান করিবার ক্ষমতা আছে,

না হয়ন্ত, মধ্যবৃত্তি লোকের গৃহে সুখের দেখা পাওয়া যাইবেক, কেন না, তাহাদিগের অত্যুন্নত মনোরথও হয় না।"

ধনী ও প্রভুত্বশালী লোকের প্রাসাদে সুখের অন্বেষণ।

রাসেলাস ভগিনীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পর দিন অনেক লোক জন সঙ্গে লইয়া পাসার প্রাসাদে গমন করিলেন। তথায় গিয়া এরূপ জাঁক জমক ও সমারোহ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, শীঘ্রই এক জন ধনবান্ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন ও বিলক্ষণ মান সম্ভ্রম হইল। এক জন রাজকুমার কৌতুকাক্রান্ত হইয়া দূর দেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন এইরূপে রাজকর্মচারীদিগের নিকট পরিচিত হইলেন, পাসার সঙ্গেও সর্ব্বদা দেখা শুনা ও কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল।

প্রথমে তাঁহার মনে এই বিশ্বাস হইল যে, যাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার সময় লোকের মনে ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়, প্রজারা বিনীতভাবে যাঁহার আদেশ গ্রহণ করে এবং সমস্ত রাজ্যে যাঁহার আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা আছে, তিনি সুখী সন্দেহ নাই। আমার সদ্বিচারগুণে সহস্র সহস্র লোক সুখে কালক্ষেপ করি-

তছে ইহা জানিতে পারিলে, মনে যে অপরিসীম আনন্দোদয় হয়, তাদৃশ আনন্দ আর কিছুতেই অনুভূত হয় না। কিন্তু ক্ষণ কাল পরে ভাবিলেন যে, এরূপ আনন্দ এক জাতির মধ্যে এক জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। বোধ হয় এমন কোন সুখ থাকিবেক, যাহা সকলে লাভ করিতে পারে। এক ব্যক্তির ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া সহস্র সহস্র লোক চলিবেক এবং এক ব্যক্তির সুখের নিমিত্ত শত শত লোক সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা কোন রূপেই ন্যায়ানুগত ও বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না।

এই চিন্তা রাজকুমারের মনে জাগ্রতী থাকিল, তিনি ইহার কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্রমে উপহার ও সদ্ব্যবহার দ্বারা রাজকুলে যত পরিচিত হইতে লাগিলেন, ততই জানিতে পারিলেন যে, প্রধানপদস্থ লোক অন্যান্য লোকের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে, অন্যান্য লোকেও প্রধানপদস্থ লোকের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ করিয়া থাকে। সুতরাং রাজকুল কেবল চাতুরী, ধূর্ত্ততা, দলাদলি ও বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ। পাসার নিকট যাহারা সর্ব্বদা বসিয়া থাকে, ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলেন যে তাহারা সুলতানের চর, পাসার দোষ অনুসন্ধান করিতে প্রেরিত হইয়াছে। দেখিলেন, সকল রসনাই অনবরত তিরস্কার ও নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত আছে ও সকল চক্ষুই সর্ব্বদা দোষান্বেষণে নিযুক্ত রহিয়াছে।

কিছু দিনের পর পাসার পদচ্যুত হইবার আদেশপত্র আসিল এবং তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কনষ্ট্যান্টি-নোপল নগরে যাইতে হইল। তদবধি তাঁহার নাম এক বারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন রাসেলাস ভগ্নোৎ-সাহ চিত্তে ভগিনীর নিকট আসিয়া পাসার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন "কই, প্রভুত্বের ত কোন গুণ দেখি না, প্রভুত্ব কখনই সুখের আস্পদ নহে, অথবা অধীনপদস্থ হইলেই বুঝি বিপদ্ ঘটে, স্বাধীন ও সর্ব্বপ্রধান্ হইলে বুঝি আর বিপদ্ হয় না? তবে কেবল সুলতানই কি সুখী? কি তাঁহাকেও যাতনা সহ্য করিতে ও শত্রুদিগের ভয় রাখিতে হয়?"

কিয়দ্দিবসের মধ্যে দ্বিতীয় পাসাও পদচ্যুত হইলেন। যে সুলতান তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনি আপন রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। আর এক ব্যক্তি সুলতানপদ প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রিয় পাত্র অপর এক ব্যক্তিকে পাসা করিয়া পাঠাইলেন।

গৃহস্থাশ্রমের সুখের অনুসন্ধান।

রাজকুমার যে সময়ে পাসার প্রাসাদে সুখের অনু-সন্ধান করিতেছিলেন, রাজকুমারীও সেই সময় গৃহস্থ-

দিগের বাটীতে প্রবেশিয়া অভিপ্রেত বিষয়ের তত্ত্বকরিতে লাগিলেন। দানশীলতা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপের নিকট কোন দ্বার মুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। রাজকুমারী এই সকল গুণের সাহায্যে, যে বাটীতে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করেলেন তথায় যাইতে পারিলেন। দেখিলেন, অনেক বাটীর কন্যাগণ হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে আপাততঃ বোধ হয় যেন, তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে ক্রীড়া কৌতুক করিয়া কালক্ষেপ করিতেছে।

রাজকুমারী সর্ব্বদা ইমলাকের ও স্বীয় ভ্রাতার কথোপকথন শুনিয়া এরূপ গম্ভীরস্বভাব ও পরিণতচিত্ত হইয়াছিলেন যে, কন্যাগণের অকিঞ্চিৎকর ক্রীড়া কৌতুক, বাল্যসুলভ চাপল্য এবং অর্থশূন্য কথোপকথন তাঁহার মনে সন্তোষ জন্মিয়া দিতে পারিল না। তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন তাহাদিগের অভিলাষ নীচ, আশয় অতিক্ষুদ্র, ও আমোদ প্রমোদ কৃত্রিম। দীন হীনের আমোদ প্রমোদ যেরূপ পবিত্র ও নির্দ্দোষ হওয়া উচিত, তাহাদিগের আমোদ প্রমোদ সেরূপ নয়। অকিঞ্চিৎকর ঈর্ষ্যা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে জিগীষা, তাহাদিগের সমুদায় আমোদ প্রমোদ দোষদূষিত করিয়া রাখিয়াছে। চেষ্টা করিলে যাহার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং নিন্দা করিলে যাহার ক্ষতি হইতে পারে না, এমন শারীরিক সৌন্দর্য্যের নিমিত্তও তাহারা পরস্পর ঈর্ষ্যা করে। তাহারা যেমন ক্ষুদ্রাশয়, সেইরূপ

ক্ষুদ্রের প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং কেহ কেহ ভাবে যে, আমরা প্রেমবন্ধনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগকে তৎকালে অলস ও অকর্ম্মণ্য বই আর কিছুই বলা যায় না। তাহারা বুদ্ধি ও গুণে প্রণয় প্রকাশ করে না সুতরাং তাহাদিগের প্রণয় পরিণামে বিরস হইয়া উঠে। তাহাদিগের আহ্লাদ আমোদ যেরূপ ক্ষণিক, শোক দুঃখও সেইরূপ। তাহাদিগের অন্তঃকরণ পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাশূন্য, সুতরাং তাহাতে যে কোন ভাবের উদয় হয় তাহার সহিত ভূত ভবিষ্যতের কোন সম্পর্ক নাই। যেরূপ জলে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে গোলাকার রেখা উত্থিত হয়, দ্বিতীয় বার প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে সেই রেখা বিনষ্ট হইযা আবার নূতন নূতন রেখা উত্থিত হইতে থাকে, সেইরূপ তাহাদিগের মনে নূতন নূতন অভিলাষ উদ্ভূত হইযা পূর্ব্ব অভিলাষ বিনষ্ট করিযা ফেলে। ফলতঃ তাহাদিগের অভিলাষেরও স্থৈর্য্য নাই, মনেরও দার্ঢ্য নাই।

রাজকুমারী সেই সকল কন্যাদিগকে নিরীহ জন্তুর ন্যায় জ্ঞান করিযা তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিলেন। দেখিলেন তাঁহার অনুগ্রহে তাহারা গর্ব্বিত হয়, কিন্তু তাঁহার সহিত একত্র থাকিতে ভাল বাসে না। তিনি আরও বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মানস করিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে বশীভূত ও অধিক কাল সংসর্গে বিশ্বস্ত হইয়া দুঃখভারাক্রান্ত অবলারা তাঁহার কর্ণে আপন আপন দুঃখ ও গোপন বৃত্তান্ত

ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিল এবং সৌভাগ্যগর্ব্বিত কন্যাগণ আপন আপন সুখ সৌভাগ্যের অংশভাগিনী করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। এই রূপে কাহার অবস্থা তাঁহার অবিদিত থাকিল না।

গ্রীষ্মকালে বাসের নিমিত্ত নীলনদের তীরে এক নির্জ্জন আলয় ছিল। রাজকুমার ও রাজকুমারী প্রায় প্রতিদিন সায়ংকালে তথায় গিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিতেন ও আপন আপন পর্য্যবেক্ষণবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতেন। একদা উভয়ে বসিয়া আছেন এমন সময়ে রাজকুমারী নদের দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্ণ বদনে কহিলেন "হে স্রোতোবহ! তুমি অনেক দেশে গতাগতি কর, তুমি অশীতি জাতির আবাসভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাক। আমি রাজকুমারী, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি নিশ্চয় করিয়া বল, যেখানে শোক তাপ নাই, যেখানে দুঃখের কাতর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না, এমন লোকালয় কোন খানে দেখিয়াছ কি না?"

রাসেলাস কহিলেন "আমি যেরূপ প্রাসাদে অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি, তুমি বুঝি, গৃহস্থাশ্রমে তাহা অপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া থাকিবে।"

রাজকুমারী উত্তর করিলেন "আমি কার্য্যের বিভাগ করিয়া লইয়া অবধি সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহার পূর্ব্বক নানাবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়াছি, নানা গৃহে

প্রবেশ করিয়াছি ও নানাপ্রকার সন্ধান লইয়াছি। আপাততঃ তথায় সৌভাগ্য ও সুখ স্বচ্ছন্দ আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এরূপ একটী আলয়ও পাওয়া যায় না, যেখানে দুরবস্থাপিশাচী গতাগতি না করে এবং দুর্ভাগ্যদানব সুখ স্বচ্ছন্দের ব্যাঘাত জন্মিয়া না দেয়। নিতান্ত দীন হীনের আলয়ে আমি সুখের সন্ধান লই নাই। কারণ, আমি নিশ্চয় জানি যে, তথায় তাহার তত্ত্ব পাওয়া যাইবেক না, কিন্তু এমন অনেক দীন হীন আছে, আপাততঃ তাহাদিগকে সৌভাগ্যশালী বলিয়াও বোধ হয়, কিন্তু তাহারা নিতান্ত দুঃখী। বৃহৎ বৃহৎ জনাকীর্ণ নগরীতে দারিদ্র্যদশা নানা আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কোন খানে বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে নিভৃত হইয়া আছে, কোথাও বা অপব্যয়ের অন্তরালে লুকাইয়া আছে। অন্য লোকে আমার দুরবস্থা জানিতে না পারে ইহা অনেকেরই ইচ্ছা এবং তন্নিমিত্ত আপন আপন দুরবস্থা গোপন করিবার চেষ্টা পায়। তাহারা ক্ষণিক উপায় অবলম্বন করিয়া দিনপাত করে, কল্য কি রূপে চলিবে ও কি উপায়ে মান সম্ভ্রম বজায় থাকিবে এই চেষ্টায় সমুদায় সময় বৃথা নষ্ট করে। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার মনে তাদৃশ ক্লেশোদয় হয় নাই; কারণ, তাহাদিগের দুঃখ আমি অনায়াসেই নিবারণ করিতে পারিতাম। কিন্তু কতকগুলি লোক আমার নিকট দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল, তাহাদি-

গের দীন দশা শীঘ্রই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম বলিয়া তাহারা অতিশয় বিরক্ত হইল; সাহায্য করিতে চাহাতে তাদৃশ সন্তুষ্ট হইল না। কতকগুলি লোককে অগত্যা আমার দয়ার পাত্র হইতে হইল। কিন্তু দান গ্রহণজন্য অপমান বোধ হওয়াতে তাহারা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইল এবং আপনাদিগের উপকারিণীকে কোন রূপে ক্ষমা করিতে পারিল না। কতকগুলি লোককে যথার্থ কৃতজ্ঞ দেখিলাম, তাহারা অকপট চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল; কিন্তু উপকারান্তর প্রত্যাশা করিল না।"

গৃহস্থ দিগের অবস্থার বিস্তার।

নিকায়া ভ্রাতাকে অনন্যমনা দেখিয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন "দারিদ্র্যদশা থাকুক বা না থাকুক, সকল পরিবারের মধ্যেই সর্ব্বদা অনৈক্য ঘটিয়া থাকে। ইমলাক, বহু পরিবারের উপর কর্ত্তৃত্বকে রাজত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সুতরাং ইহাও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, অল্প পরিবারের উপর কর্ত্তৃত্বও একপ্রকার ক্ষুদ্র রাজত্ব। এই রাজত্বেও সর্ব্বদা দলাদলি, বিরোধ, বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং কখন কখন ভয়ানক অনর্থও ঘটিয়া উঠে। যে ব্যক্তি সংসারাশ্রমের কিছুই জানে না, সে মনে করে যে, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার স্নেহ চিরস্থায়ী এবং পিতা মাতা সকল সন্তানকেই সমান

ভাল বাসিয়া থাকেন। কিন্তু সন্তানদিগের শৈশবাবস্থা অতীত হইলেই পিতা মাতার স্নেহেরও বৈপরীত্য ঘটিয়া উঠে। সন্তানেরাও আবার কিছু দিনের মধ্যেই পিতা মাতার বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং তিরস্কার দ্বারা কলঙ্কিত না হইয়া উপকার বিতীর্ণ হয় না এবং ঈর্ষ্যা দ্বারা দূষিত না হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হয় না।"

"পিতা মাতা ও সন্তানগণ একমতাবলম্বী হইয়া প্রায় কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। পিতা মাতার অধিকতর স্নেহ ও অনুগ্রহের পাত্র হইবার নিমিত্ত সকল সন্তানেই চেষ্টা পায়, তাহাতে তাহাদিগের লাভেরও প্রত্যাশা আছে। কিন্তু স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রকাশের তারতম্যে কিছু মাত্র লাভ প্রত্যাশা না থাকিলেও পিতা মাতা কোন সন্তানকে অধিক ভাল বাসেন, কাহাকেও বা তেমন ভাল বাসেন না। এই রূপে কেহ পিতার বিশ্বাসপাত্র, কেহ বা মাতার স্নেহপাত্র, কেহ বা উভয়েরই অপ্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। সুতরাং পরস্পর ঈর্ষ্যা জন্মে এবং প্রতারণা ও কলহে বাটী পরিপূর্ণ হয়। পিতা মাতা ও সন্তানগণ নির্দ্দোষ স্বভাব হইলে ও ন্যায়ানুগত কর্ম্ম করিলেও বার্দ্ধক্য ও যৌবনভেদে পরস্পরের মতভেদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যৌবনজাত বিকসিত আশার সহিত বার্দ্ধক্যসুলভ নীরস নৈরাশ্যের কখন মিল হয় না। যৌবন কালের আমোদ প্রমোদও বৃদ্ধের বিজ্ঞতা সহ্য করিতে পারে না। বসন্তকালীন

বস্তুজাতের সহিত শীতকালীন বস্তুজাতের তুলনা করিয়া দেখিলে উভযের আকারগত যেরূপ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, যৌবন ও বার্দ্ধক্যেরও তত ইতর বিশেষ অনুভূত হইয়া থাকে।”

“বৃদ্ধেরা ক্রমে ক্রমে উন্নতির প্রত্যাশা করেন, যুবা পুরুষেরা বল, বীর্য্য, উৎসাহ, ধীশক্তি, ও ব্যগ্রতা সহকারে এক বারে কার্য্য সকল সফল করিবার চেষ্টা পান। বৃদ্ধেরা সাবধানতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করেন, যুবা পুরুষেরা সহসা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হন। যুবা পুরুষের প্রায় অপকার করিবাব ইচ্ছা হয় না এবং অন্যে তাঁহার অপকার করিবে এরূপ সন্দেহও করেন না, সুতরাং বিশ্বাস পূর্ব্বক সকলের সহিত সরল ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁহার পিতা লোকের সহিত সরল ব্যবহার করিয়া কত বার প্রতারিত হইয়াছেন, কত বাব চাতুরীজালে পতিত হইয়াছেন; সুতরাং সকলকেই সন্দেহ করেন, আপনিও সুযোগ পাইলে প্রতারণাজাল বিস্তাব করিয়া বসেন। বৃদ্ধ, ক্রোধদৃষ্টিতে যৌবনসুলভ অবিবেকের প্রতি নেত্রপাত করেন; যুবা বার্দ্ধক্যসুলভ সন্দেহকে সাতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকেন। সুতরাং পিতা পুত্রের পরস্পর মনের ঐক্য না হওয়াতে ক্রমে ক্রমে স্নেহ ভক্তিরও হ্রাস হইয়া আইসে। জগদীশ্বর যাহাদিগকে স্নেহ গ্রন্থি দ্বারা এত দৃঢ় রূপে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহারাই যদি পরস্পরের যাতনাস্বরূপ হইল, তাহা হইলে আমরা

কোথায় বিশুদ্ধ প্রেম ও পবিত্র সুখ স্বচ্ছন্দের সন্ধান পাইব ?”

রাজকুমার কহিলেন “যেরূপ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করা উচিত, বোধ হয়, তাদৃশ লোক তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। সকল সম্বন্ধের সারভূত স্নেহময় সম্পর্ক যে, নৈসর্গিক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ইহা বিশ্বাস করিতে আমার অভিলাষ হয় না।”

নিকায়া বলিলেন “গৃহবিচ্ছেদ যে নিতান্ত নৈসর্গিক তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়াও সহজ কর্ম্ম নহে। সমুদায় পরিবার প্রায় সদ্গুণসম্পন্ন হয় না, পরিবারের মধ্যে কেহ বা ভাল, কেহ বা মন্দ হয়। ভাল মন্দে সুন্দররূপে মিল হয় না, মন্দে মন্দে কখনই মিল হয় না। কখন কখন গুণবান্‌দিগেরও পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। যে হেতু গুণ নানাপ্রকার, কেহ বা এক গুণের সাতিশয় পক্ষপাতী হইয়া অন্য গুণের যৎপরোনাস্তি দ্বেষ করে, কেহ বা অন্তবিদ্বিষ্ট গুণের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠে। তখন তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য থাকিবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, যে সকল পিতা মাতা সম্মান ও সমাদরের উপযুক্ত তাঁহাদিগের পুরস্কারও হইয়া থাকে। যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া ন্যায়ানুগত পথে চলিতে পারেন তাঁহাকে কখন ঘৃণা বা অনাদর করে না।”

“এতদ্ভিন্ন সংসারাশ্রমে আরও অনেক প্রকার দুঃখ

ও কষ্ট আছে। কতকগুলি লোক কেবল ভৃত্যের অধীন। ভৃত্যের উপর বিশ্বাস করিয়া সকল কার্য্যের ভার দেন, ভৃত্য যাহা করে তাহাই হয়। কতকগুলি লোককে ধনবান্ জ্ঞাতিকুটুম্বের ইচ্ছামাত্রের উপর নির্ভর করিয়া কাল ক্ষেপ করিতে হয়। তাঁহারা সেই সেই জ্ঞাতি কুটুম্বকে সন্তুষ্ট করিতেও পারেন না, কষ্ট ও বিরক্ত করিতেও তাঁহাদিগের সাহস হয় না। এমন অনেক স্বামী আছেন তাঁহারা কেবল হুকুম খাটাইতে চাহেন, এমন অনেক পত্নী আছেন তাঁহারা স্বামীর একটি কথাও গ্রাহ্য করেন না। এই ভূমণ্ডলে অনায়াসেই লোকের মন্দ করা যায়, কিন্তু ভাল করা সহজ কর্ম্ম নয়। এক জনের সদ্বুদ্ধিতে ও সদ্গুণে অনেকে সুখী হইতে পারে না, কিন্তু এক জনের মূর্খতাদোষে ও পাপে অনেকেই অসুখী ও বিষম দুরবস্থাপন্ন হইয়া উঠে।"

রাজকুমার কহিলেন "যদি বিবাহরূপ বৃক্ষে এই রূপ অসুখ ফল ফলে, তাহা হইলে এক জনের মতের সহিত আপন মতের ঐক্য করা ভয়ানক ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করিব এবং সঙ্গিনীর দোষে আপনি অসুখী হইব না।"

নিকায়া উত্তর করিলেন "আমি অনেককে এই কারণবশতঃ একাকী থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদিগের অবস্থা ও বিবেচনাকেও উৎকৃষ্ট বলা যায় না। প্রণয় ও স্নেহ প্রকাশ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের জীবন ক্ষয় হয়। তাঁহারা প্রায় বাল্যোচিত আমোদে ও অসং

কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া কথঞ্চিৎ দিনপাত করেন, অন্যের প্রতি দ্বেষ ও ঈর্ষ্যা করিয়া থাকেন এবং অন্যের দোষোদ্ঘোষণ করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা যখন গৃহে থাকেন গৃহকর্ম্ম ও সংসারধর্ম্ম ভাল লাগে না, বাহিরে অন্যের অনিষ্ট করিয়া বেড়ান। তাঁহারা জনসমাজের কিছুই ধার ধারেন না, সুতরাং নিয়মের বিপরীত কর্ম্মও করিয়া থাকেন এবং লোকের সুখের ব্যাঘাত করিবারও চেষ্টা পায়। যে অবস্থায় অন্যের সুখ দুঃখে আপনার সুখ দুঃখ বোধ হয় না, আপনার সুখ দুঃখেও অন্যে সুখী বা দুঃখী হয় না, আপনি পরমসৌভাগ্যশালী হইলেও সেই সৌভাগ্যে আর কেহ গর্ব্বিত হয় না, আপনি দুঃসহ ক্লেশে পতিত হইলেও কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে না, এমন অবস্থায় থাকা, জনশূন্য অরণ্যে থাকা অপেক্ষাও ভয়ানক ও ক্লেশকর। তখন প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত থাকিয়াও মনুষ্যজাতির দূরবর্ত্তী বলিয়া আপনাকে বোধ হয়। পরিণয়প্রথার অনুবর্ত্তী হইলে অনেক দুঃখ, কিন্তু একাকী থাকিলে কোন সুখ নাই।"

রাসেলাস কহিলেন, "তবে কি করা কর্ত্তব্য? যত অনুসন্ধান করিতেছি, ততই নূতন নূতন সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, কিছুই স্থির হইতেছে না। আমার বোধ হয়, যাহাকে অন্যের মত লইয়া কর্ম্ম করিতে না হয়, সে আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে।"

প্রধান পদ।

তাঁহাদিগের কথোপকথন ক্ষণ কাল নিবৃত্ত হইল। রাজকুমার মনে মনে ভগিনীর কথা পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন "তুমি কুসংস্কারপরতন্ত্র হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ সন্দেহ নাই। যেখানে দুঃখ নাই সেখানেও তুমি দুঃখের অনুমান করিয়া লইয়াছ। তোমার কথা শুনিয়া ভাবী আশা ভরসা সকল অন্ধকারাবৃত বোধ হইতেছে। ইমলাকের উপদেশ সকল অস্পষ্ট চিহ্ন স্বরূপ ছিল, কিন্তু তুমি তাহাতে নানা বর্ণ দিয়া সুস্পষ্ট চিত্র প্রস্তুত করিলে।"

"দেখ প্রধান পদ সুখের আস্পদ নহে। সুখ প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্যের অধীন ইহা কদাপি বিশ্বাস হয় না। সুখ ধন দ্বারাও ক্রয় করা যায় না, জয় দ্বারাও অপহরণ করিয়া আনা যায় না। যাঁহার প্রভুত্ব আছে তাঁহার হস্তে অনেক কর্ম্ম, এবং তাঁহাকে অনেক লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। অনেক লোকের সহিত যাহার ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহার অনেক বিপক্ষ হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাকে কখন কখন বিপক্ষদিগের শত্রুতাচরণে পতিত হইতে হয়, কখন বা কার্য্যগতিকে তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা সকল বিফল হইয়া যায়। যাঁহার হস্তে অনেক কর্ম্ম, তাঁহার পক্ষে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। সেই সকল সহকারীর মধ্যে কেহ বা অনভিজ্ঞ, কেহ বা অসচ্চরিত্র হইবারও সম্ভাবনা।

কেহ বা তাঁহাকে অপথে লইয়া যায়, কেহ বা প্রতারণা করে। তিনি এক ব্যক্তিকে বিরক্ত না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। যাহারা তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র না হয়, তাহারা আপনাদিগকে অপকৃষ্ট ও অনাদৃত জ্ঞান করে। অল্প লোক বই অধিক লোকের অনুগ্রহপাত্র হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অধিক লোক তাঁহার উপর সর্ব্বদা রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট থাকে।"

রাজকুমারী কহিলেন "এরূপ রোষ ও অসন্তোষ অকারণ, আমি এরূপ অন্যায় অসন্তোষ অবলম্বন করিয়া কখন চিত্তকে ব্যাকুলিত করিব না, তুমিও উহা নিবারণ করিয়া রাখিতে পার।"

রাসেলাস উত্তর করিলেন "যেখানে রাজা সাবধান ও অপক্ষপাতী হইয়া ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্য সম্পন্ন করেন, সেখানেও বিনা কারণে সর্ব্বদা লোকের মনে অসন্তোষের উদয় হয় না। রাজা যত সতর্ক ও বুদ্ধিজীবী হউন না কেন, দারিদ্র্যদশায় অথবা লোকবিদ্বেষে যে গুণ আচ্ছাদিত হইয়া আছে তাহা তিনি কখনই উদ্ভাবন করিতে পারেন না। রাজা যত প্রভুত্বশালী ও যত ক্ষমতাপন্ন হউন না কেন, যত গুণ উদ্ভাবিত হয় সর্ব্বদা সেই সমুদায় গুণের যথোচিত পুরস্কার করিতেও সমর্থ হন না। বিশেষতঃ যখন কোন ব্যক্তি আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট পুরুষকে উন্নত পদ প্রাপ্ত হইতে দেখে, তখন সহজেই এই মনে করে যে, উহা

পক্ষপাতের অথবা নিরঙ্কুশ ইচ্ছামাত্রের কার্য্য। আর যথার্থরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য যত বড মহাত্মা হউন না কেন, চির কাল যে পক্ষপাতশূন্য বিচারের বিধেয় হইয়া চলিবেন ইহা কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে। কখন তাঁহাকে স্নেহ ও প্রণয়ের বশীভূত হইয়া চলিতে হয়, কখন বা আপন প্রিয়পাত্রের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতে হয়। যাহারা কখনই কাজে লাগিবে না তাহারাও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে। তিনিও যাহা-দিগকে ভাল বাসেন তাহাদিগের বাস্তবিক যে সকল গুণ নাই, তাহাও আছে বলিয়া তাঁহার বোধ হয় এবং যাহাদিগের নিকট সন্তোষ প্রাপ্ত হন, সময় পাইলে তাহাদিগকেও সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। এই রূপে অনুগ্রহ কখন কখন অপাত্রে বিন্যস্ত হয়। ধনরূপ উৎকোচ দ্বারা অথবা চাটু বাদ ও চাটু কর্ম্ম রূপ সাংঘাতিক উৎ-কোচ দ্বারা যে অনুরোধ ক্রয় করা যায় তাহাও এই রূপে কখন কখন কার্য্য সফল করিয়া থাকে।”

“যাঁহাকে অধিক কর্ম্ম করিতে হয় তিনি কখন কখন অন্যায় কর্ম্মও করিয়া থাকেন, সেই অন্যায় কর্ম্মের ফল ভোগও তাঁহাকে করিতে হয়। সর্ব্বদা ন্যায়পথে চলা ও ন্যায়ানুগত কর্ম্ম করা কখন ঘটিয়া উঠে না। যদিও কথঞ্চিৎ সম্ভব হয়, তাহা হইলেও যখন বহু লোক, তাহার ব্যবহারদর্শক ও চরিত্রপরীক্ষক, তখন অসৎ লোকেরা ঈর্ষ্যা ও দ্বেষের পরতন্ত্র হইয়া নিন্দা করে,

সাধুরাও ভ্রান্তি প্রযুক্ত কখন কখন দোষারোপ করিয়া থাকেন।"

"এই সকল কারণ বশতঃ স্থির হইতেছে যে, প্রধান পদ সুখের আস্পদ নহে। সিংহাসন ও প্রাসাদ হইতে পলাইয়া সুখ, সামান্য লোকের নিভৃত গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিতেছে সন্দেহ নাই।"

"যিনি আপন ক্ষমতানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া থাকেন, আপনার প্রভুত্ব যত দূর বিস্তৃত আপন চক্ষেই তাহা দেখিতে পান, যাহাকে বিশ্বাসী বলিয়া আপনিই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, কোন কর্ম্মের ভারার্পণের সময় তাহাকেই মনোনীত করেন, আশা ও ভয়ের বশীভূত হইয়া কোন ব্যক্তিরই যাঁহাকে প্রতারণা করিবার আবশ্যকতা হয় না, তাঁহার সুখের ব্যাঘাত করিতে কে সমর্থ হয়? তিনি লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করেন, লোকেরাও তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত থাকে, তাঁহাকেই সদ্গুণশালী ও যথার্থ সুখী বলা যায়।"

নিকায়া কহিলেন "সদ্গুণশালী হইলেই যে সুখী হয়, এই পৃথিবীতে ইহা স্থির করিবার সুযোগ নাই। কিন্তু ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, যে পরিমাণে, কোন লোকের ভদ্রতা ও সদ্গুণ দেখা যায় সে পরিমাণে তাঁহার সুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক উপদ্রব ও দণ্ডনীতির বিশৃঙ্খলতা নিবন্ধন উপদ্রবের হস্ত হইতে, কি ভদ্র, কি অভদ্র কেহই পরিত্রাণ পায় না। দুর্ভিক্ষ জন্য দুঃখ সকলকেই সহ্য করিতে হয়।

রাজ্যমধ্যে দলাদলি ও বিরোধ উপস্থিত হইলে সকলকেই দুঃসহ ক্লেশে পতিত হইতে হয়। প্রবল ঝড় উপস্থিত হইলে সাধুরাও জলে নিমগ্ন হন, অসদ্ব্যক্তির নৌকাও জলে ডুবিয়া যায়। শত্রুপক্ষ রাজ্য আক্রমণ করিলে কি সাধু, কি অসাধু সকলকেই দেশ ত্যাগ করিতে হয়। তবে সাধুদিগের এই এক লাভ যে সৎপথে আছি বলিয়া তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিপদের সময়েও বিচলিত হয় না। আর তাঁহাদিগের মনোমধ্যে এই এক আশা থাকে যে, এমন সময় উপস্থিত হইবেক, যে সময়ে সাংসারিক কোন ক্লেশ থাকিবে না এবং সুখময় ধামে গিয়া পরম সুখে বাস করিব। এইরূপ আশা অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সংসারের দুঃখ ও দুরবস্থা সহ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে ক্লেশ না ঘটিলে আর ধৈর্য্যের আবশ্যকতা হয় না।”

রাসেলাস কহিলেন “ভগিনি! তুমি সম্বক্তৃতাসুলভ অত্যুক্তি দোষে পতিত হইতেছ। গৃহস্থাশ্রমের ও সংসারধর্ম্মের সামান্য কথা বার্ত্তায় জাতীয় দুঃখ ও সাধারণ বিপদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? ঐরূপ দুঃখ ও ঐরূপ বিপদের কথা পুস্তকেই পাঠ করা যায়, চক্ষে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা অতিশয় ভয়ঙ্কর বটে, কিন্তু প্রায় ঘটে না। যে সকল উপদ্রব প্রায় ঘটে না তাহার আশঙ্কা করিয়া আত্মাকে ব্যাকুল ও বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। জরুজিলেম যেরূপ শত্রু কর্ত্তৃক ভয়ানক রূপে আক্রান্ত হইয়াছিল, সেইরূপ

ভয়ঙ্কর আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া প্রতিনগরকেই ভয় প্রদর্শন করা, শলভ উড়িলেই দুর্ভিক্ষ হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা, উত্তর দিক্‌ হইতে বায়ু বহিলেই মারীভয় উপস্থিত হইয়া দেশ উৎসন্ন যায় বলিয়া বর্ণনা করা, আমার ভাল লাগে না।"

"অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিবিধেয় সেই রূপ বিষম বিপদের সময় পরামর্শ ও তর্ক বিতর্ক কিছুই কার্য্যকর হয় না। সেরূপ বিপদে সময় সহিষ্ণুতা বই উপায়ান্তর নাই। কিন্তু ইহা জান উচিত যে, জগতের ভয়ানক দুঃখোৎপাদক সেইরূপ বিষম বিপদের যত আশঙ্কা করিতে হয় তত তাহা সহ্য করিতে হয় না। সহস্র সহস্র লোক জন্ম গ্রহণ করিতেছে, যৌবনকালে হৃষ্ট পুষ্ট ও বার্দ্ধক্যে জরাগ্রস্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহারা সাংসারিক দুঃখ ব্যতিরিক্ত আর কোন দুঃখই জানিতে পারিতেছে না। রাজা দয়ালু বা নিষ্ঠুর হউন, সেনাগণ শত্রুদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হউক, বা তাহাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করুক, তাহাতে তাহাদিগের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। যখন প্রাসাদ বিরোধ বিদ্রোহ ও দ্বেষ ঈর্ষ্যায় আন্দোলিত হইতে থাকে, অথবা যখন দূতগণ বিদেশে সন্ধি স্থাপন করিতে যান, উভয় কালেই সূত্রধর হস্তে কুঠার লইয়া বৃক্ষচ্ছেদন করে ও কৃষকেরা ভূমির উপর হল চালনা করিতে থাকে। তখনও আবশ্যক সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যায়। তখনও ঋতুর

পরিবর্ত্ত হইতে থাকে এবং ঋতুর পরিবর্ত্ত জন্য লাভালাভ সমানই থাকে।”

“যাহা প্রায় ঘটে না, কিন্তু তখন ঘটে, যখন মনুষ্যের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিবেচনা কিছুই করিতে পারে না, এমন অনিষ্টের আশঙ্কায় প্রয়োজন নাই। আমরা বায়ুর গতির প্রতিরোধ করিতেও চাহি না, রাজ্যের বন্দোবস্ত করিতেও ইচ্ছা করি না। মাদৃশ প্রাণিগণ যাহা সহজে সম্পাদন করিতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। যাহার যেমন ক্ষমতা, সে তদনুসারে অন্যের সুখ বর্দ্ধন পূর্ব্বক আপনি সুখী হইবার চেষ্টা পায়।”

“দারপরিগ্রহ যে প্রকৃতির নিয়ম, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিবে বলিয়াই স্ত্রী পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব বিবাহকে সুখের এক কারণ বলিতেই হইবেক।”

রাজকুমারী কহিলেন “মানবদিগের দুঃখের যে অসংখ্য উপকরণ আছে, বিবাহ যে তাহার মধ্যে পরিগণিত নয়, তাহা আমার বোধ হইতেছে না। দাম্পত্যনিবন্ধন মনুষ্যের যে কত অসুখ ও দুরবস্থা ঘটে, যখন আমি তাহার বিষয় আলোচনা করি, স্ত্রী পুরুষের চির অনৈক্যের যে কত অভাবনীয় অচিন্তনীয় কারণ উপস্থিত হয়, তাহা যখন চিন্তা করি, পরস্পর স্বভাবের বৈপরীত্য, মতের বৈপরীত্য ও অভিলাষের বৈপরীত্যে যে কত অসুখ উপস্থিত হয়, তাহা যখন

ভাবনা করি, যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন সৎপথ অবলম্বন করিয়া চলিতে চাহেন ও উভয়েই মনে করেন আমরা যথার্থ পথে গমন করিতেছি, কিন্তু সেই সেই পথ পরস্পরের অনভিপ্রেত হওয়াতে যে পরস্পর অনৈক্য ঘটে, তাহা যখন আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন কঠিনচিত্ত নৈবাধিকদিগের মতে মত না দিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা কহেন, পরিণয়প্রথা বিহিত বটে কিন্তু প্রশংসনীয় নয়। কতকগুলি ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র মানব, বিষয়ভোগে ইন্দ্রিয়গণকে আশক্ত রাখিবার নিমিত্ত, অখণ্ডনীয় দাম্পত্যবন্ধনে আপনাদিগকে চির কালের জন্য নিক্ষিপ্ত করেন।"

রাসেলাস কহিলেন, "ভগিনি! তুমি এই মাত্র কহিলে যে, একাকী থাকায় কোন সুখ নাই, বোধ হয় তাহা বিস্মৃত হইয়া আবার কহিতেছ বিবাহে নানা দুঃখ। পরস্পর বিরুদ্ধ দুই অবস্থাই মন্দ হইতে পারে, কিন্তু দুই অবস্থাই নিতান্ত অপকৃষ্ট হইতে পারে না। তাহার মধ্যে কোন না কোন অবস্থা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট হইবেক সন্দেহ নাই।"

রাজকুমারী উত্তর করিলেন "আমি যে, একদা পরস্পরবিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করিলাম তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিও না। মনুষ্যের অদূরদর্শিতানিবন্ধন প্রায় এইরূপ ঘটিয়াই থাকে। যে সকল বিষয় বহুবিস্তৃত ও বহু ভাগে বিভক্ত, তাহাদিগের পরস্পর তুলনা করিয়া যথার্থ রূপে উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন

কর্ম। আমরা এক বারে যে সকল বিষয়ের মূল অবধি শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই, তাহাদেরই তারতম্য ও উৎকর্ষাপকর্ষ ত্বরায় নির্দ্ধারণ করিতে পারি। কিন্তু যখন আদি, মধ্য, অন্ত, এক বারে দেখিতে পাই না, তাহাতে যত জটিলতা আছে তাহা এক বারে ভেদ করিতে পারি না, তখন এক দেশ দেখিয়া সমুদায়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হই এবং স্মৃতিপথে যাহা উপস্থিত হয় তাহাই ব্যক্ত করি। সে সময় পরস্পর-বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করিলেও বিস্ময়ের বিষয় কি? দণ্ড নীতি ও নীতিবিষয়ক জটিল প্রস্তাবের এক দেশ দেখিয়া সমুদায়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে যেরূপ অন্যের মত হইতে আমাদিগের মত ভিন্ন হয়, সেইরূপ আপন মতও পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু যখন তাহার আদি, মধ্য, অন্ত, এক বারে দেখিতে পাই, সমুদায় জটিল গ্রন্থি এক বারে ভেদ করিতে পারি, তখন আপন মতেরও অনৈক্য হয় না এবং সকলেই একরূপ মীমাংসায় সম্মত হন।"

রাজকুমার কহিলেন "যাহা হউক, আমাদিগের কথোপকথনে কলহের সূত্রপাত করিবার আবশ্যকতা নাই, যুক্তির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পথ ধরিয়া পরস্পর জয়ী হইবার চেষ্টা করারও প্রয়োজন নাই। আমরা এমন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি যে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে উভয়েই সমান ফলভোগী হইব, কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে উভয়কেই সমান হতাশ

হইতে হইবেক। তন্নিমিত্ত আমাদিগের পরস্পর সাহায্য করা ও পরস্পর অনুকূল থাকা বিধেয়। বোধ হয়, দম্পতির দুঃখ দেখিয়া উত্তম রূপে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়াই তুমি প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট বিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে আপন মত ব্যক্ত করিয়া থাকিবে। ভূতলে জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয় বলিয়া কি জীবনকে ঈশ্বরদত্ত বলিবে না? পরিণয়-সম্পাদন দ্বারা প্রজাসৃষ্টি হইবে, কি স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সমাগম ব্যতিরেকেই পৃথিবী প্রজাময় হই-বেক?"

নিকায়া উত্তর করিলেন "পৃথিবীতে কি রূপে প্রজা-বৃদ্ধি হইবেক সে ভাবনায় আমার প্রয়োজন কি, তোমারই বা সে চিন্তায় আবশ্যক কি? পৃথিবীর বর্ত্ত-মান লোকেরা যদি আপন আপন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করে, তাহা হইলে আমি কোন অনিষ্ট দেখিতে পাই না। আমরা এক্ষণে পৃথিবীর ভাবনা ভাবিতেছি না, আপন আপন ভাবনাই ভাবিতেছি।

রাসেলাস কহিলেন "সমুদায় লোকের পক্ষে যাহা উত্তম, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও তাহা উৎকৃষ্ট বলিতে হইবেক। বিবাহপ্রথা যদি সমুদায় লোকের পক্ষে শুভকরী হয়, তাহা হইলে এক এক ব্যক্তির পক্ষেও শুভকরী সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে বিহিত কর্ম্মকেও দোষদূষিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং

সুবিধার নিমিত্ত কখন বা ত্যাগ করিতেও হয়। বিবাহ করা ও বিবাহ না করা এই উভয়ের উৎকর্ষা-পকর্ষবিষয়ে যাহা তুমি স্থির করিয়াছ, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, একাকী থাকিলে যে সকল অসুখ ও অসুবিধা ঘটে, তাহা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বিবাহ করিলে সচরাচর যে সকল অসুবিধা দেখা যায়, তাহা নিবারণ করিবারও উপায় আছে।"

"সৌজন্য ও সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক চলিতে পারিলে বিবাহ করা শ্রেয়স্কর। যে হেতু, তাহাতে সুখের সম্ভাবনা আছে। লোকের দোষেই লোকের দুঃখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। যে সময়ে সদসদ্বিবেক ও অভিজ্ঞতা জন্মে না, অন্যের আচার, ব্যবহার, স্বভাব, বিচারশক্তি ও অভিপ্রায়ের সহিত আপন আচার ব্যবহার প্রভৃতির ঐক্য করিবার কৌতুক ও বাসনা থাকে না, এমন অপরিণত বয়োঽবস্থায় ব্যগ্র ও ঔৎসুক্যপরতন্ত্র হইয়া সহচরী নির্দ্ধারণ করিলে অনুতাপ ও দুঃখ ব্যতিরেকে আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? সচরাচর বিবাহের রীতি এই, যুবক যুবতীর পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর সাদর সম্ভাষণ ও কটাক্ষপাতের পর উভয়েই আপন আপন আলয়ে প্রস্থান করেন। যুবা যুবতীর রূপ লাবণ্য চিন্তা করিয়া মনে মনে কত মনোরথ করিতে থাকেন, যুবতীর মনেও কত সঙ্কল্প সমুদ্ভূত হইতে থাকে। অন্য বিষয়ে চিত্তকে ব্যাপৃত রাখিতে না পারিয়া বিরহদশায় উভয়েই

আপনাকে অসুখী ও অসুস্থ জ্ঞান করেন এবং এই স্থির করেন যে, পরস্পর মিলিত হইলে সুখী হইব। তদনন্তর পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং যে অন্ধতা পূর্ব্বে অপ্রকাশিত হইয়াছিল তাহা শীঘ্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন পরস্পর কলহ ও বিদ্বেষ করিতে করিতে কালক্ষেপ হয় এবং উভয়েই জগদীশ্বরকে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর এবং শুভ সাক্ষাৎকারের সেই দিনকে দুর্দ্দিন বলিয়া সাতিশয় আক্ষেপ করেন।"

"পিতা মাতা ও সন্তানদিগের পরস্পর বিদ্বেষ বাল্যবিবাহের আর এক ফল। পিতা সংসারের সুখভোগ হইতে বিরত না হইতেই পুত্র সুখসম্ভোগে অগ্রসর হয়। সংসারে দুই পুরুষের একদা এক স্থানে সমাবেশ হওয়া অতি কঠিন কর্ম্ম। মাতা বিষয়ভোগ পরিত্যাগ না করিতেই, কন্যা বিকসিত হইয়া উঠে, সুতরাং পরস্পর দূরবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করে।"

"সহধর্ম্মিণী নির্ব্বাচন করিবার পূর্ব্বে যেরূপ বিশিষ্ট বিবেচনা ও যত কাল বিলম্ব আবশ্যক, সেইরূপ বিবেচনা ও তত কালবিলম্ব করিলে এই সমুদায় অনিষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। যৌবনের প্রথম আরম্ভে সহচরীর সাহায্য ব্যতিরেকেও নানাপ্রকার কৌতুক ও আমোদে কালক্ষেপ হইতে পারে। যত বয়োবৃদ্ধি হয়, তত অভিজ্ঞতা জন্মে। তখন অনেক দেখিয়া শুনিয়া সুন্দররূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। অধিক বয়সে সহচরী নির্দ্ধারণ করায় অনেক লাভ

আছে, অন্ততঃ এই এক লাভ যে, পুত্র অপেক্ষা পিতাকে বয়োবৃদ্ধ বোধ হয়।”

নিকায়া কহিলেন “যে বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় নাই এবং বিচার দ্বারাও স্থির করা হয় নাই, তদ্বিষয়ে অন্যের মত অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। আমি শুনিয়াছি, অধিক বয়সে বিবাহ করা তাদৃশ শ্রেয়স্কর নহে। এই গুরুতর প্রস্তাব অনাদরের যোগ্য নয় বলিয়া, যাঁহাদিগের অনেক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, যাঁহারা অসাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন ও যথার্থরূপ অনুসন্ধান করিতে পারেন এবং যাঁহাদিগের মত ও অভিপ্রায় সমাদরণীয় ও প্রশংসনীয়, তাঁহাদের নিকট আমি অনেক বার এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম। তাঁহারা কহেন, যে সময়ে আপন আপন মত স্থির হইয়া যায়, আপন আপন বন্ধু বান্ধবেরও স্থৈর্য্য হয়, আচার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করে, কি রূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবেক তাহারও নিশ্চয় হইয়া যায় এবং অন্তঃকরণ আপন আপন অভিলষিত সামগ্রীর অনুধ্যান করিয়া বহুকালাবধি আহ্লাদিত হইতে থাকে, এমন সময়ে স্ত্রী পুরুষের দাম্পত্যসম্বন্ধ অতি ভয়ানক ও অনিষ্টজনক কর্ম্ম।”

“দুই জন পথিক ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে যে, এক পথই অবলম্বন করিবেক ইহা প্রায় সম্ভবে না। যে পথ ভ্রমণ করা অভ্যাস হইয়াছে ও ভ্রমণ করিতে আমোদ জন্মে তাহা কেহই পরিত্যাগ করিতে

সম্মতহইবে না। যখন বাল্যকালের চাপল্য গাম্ভীর্য্যে পরিণত হয়, তখন মনে অহঙ্কার জন্মে এবং আপন মতানুসারে কার্য্য করিতে দৃঢ়তর প্রবৃত্তি হয়। তখন আপন মত ত্যাগ করিয়া অন্যের মতে মত দিতে ও অন্যের কথার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লজ্জা বোধ হয় এবং আপন মতের সহিত অন্যের মতের ঐক্য না হইলে বিবাদ ও কলহ করিতে ইচ্ছা জন্মে। অধিক-বয়স্ক দম্পতির অন্তঃকরণে পরস্পর সমাদর ও অনুরাগ প্রকাশ করিবার বাসনা প্রবল হওয়াতে পরস্পর সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা জন্মে বটে, কিন্তু যে সময় বাহ্য আকৃতির পরিবর্ত্ত হয় তখন মনোবৃত্তি সকল নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করে, এবং আচার ব্যবহারেরও স্থৈর্য্য হইয়া যায়। বহু কাল যাহা অভ্যাস হইয়া আইসে, এক জনের সন্তোষের নিমিত্ত, তাহা সহজে পরিত্যাগ করা যায় না। যিনি অধিক বয়সে আপন আচার ব্যবহারের প্রণালী পরিবর্ত্ত করিবার চেষ্টা পান, তাঁহার চেষ্টা প্রায় সফল হইয়া উঠে না। যে সময় আপন আচার ব্যবহার প্রণালী পরিবর্ত্তিত করা যায় না, সে সময় অন্যের আচার ব্যবহারের প্রণালী পরিবর্ত্তিত করা যে কিরূপ কঠিন কর্ম্ম তাহা বর্ণনাতীত।”

রাজকুমার কহিলেন “সহধর্ম্মিণী নির্দ্ধারণের প্রধান নিয়ম তুমি বিস্মৃত হইয়াছ। যখন আমি কোন কামিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব, আমার প্রথম জিজ্ঞাসা এই যে, তিনি ন্যায়পথে চলিতে সম্মত কি না?”

নিকায়া উত্তর করিলেন "হাঁ, এই রূপে নৈয়ায়িকেরা প্রতারিত হইয়া থাকেন। সংসারে এমন সহস্র সহস্র প্রকার বিবাদ কলহ উপস্থিত হয়, ন্যায়ানুসারে তাহার কিছুই মীমাংসা করা যায় না। অনুসন্ধান করিয়া যাহার নির্ণয় হয় না, তর্কশক্তি যাহার নিকট উপহাসাস্পদ হয়, দিন দিন এরূপ শত শত বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এমন কত শত ব্যাপার উপস্থিত হয়, যাহাতে কিছু করা আবশ্যক, বাক্যব্যয় নিরর্থক মাত্র। মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা কর এবং ক জন লোক ন্যায়ানুসারে সমুদায় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখ। যে স্ত্রী পুরুষ শয্যা হইতে উঠিয়া সামান্য সামান্য গৃহকর্ম্মের বন্দোবস্ত বিষয়ে পরামর্শ ও যুক্তি করিতে বসেন, বোধ হয়, তাঁহাদিগের পর হতভাগ্য আর কেহই নাই।"

"যাঁহারা অধিক বয়সে বিবাহ করেন, তাঁহারা সন্তানের বিদ্বেষ হইতে রক্ষা পান বটে, কিন্তু সন্তানদিগকে অনাশ্রয় ও অজ্ঞান অবস্থায় এক জন প্রতিপালকের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়। যদিও সৌভাগ্যক্রমে এরূপ না ঘটে, তথাপি সন্তানেরা বিজ্ঞ ও প্রধান লোক বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হয়। অধিক বয়সে দারপরিগ্রহ করিলে সন্তান হইতে যেরূপ ভয় থাকে না, সেইরূপ তাহাদিগের নিকট কোন প্রত্যাশারও সম্ভাবনা থাকে

না। আর নবীন অবস্থায় পরস্পর প্রগাঢ় অনুরাগ-সঞ্চার জন্য দম্পতির মনে যে অনির্ব্বনীয় আনন্দোদয় হয়, অধিক বয়সে বিবাহ করিলে তাহারও রসাস্বাদন করিতে পারা যায় না। যে সময় আচার ব্যবহারের প্রণালী বদ্ধমূল হয় নাই, চিত্তবৃত্তি দৃঢ় ও কঠিন হয় নাই, অভ্যাস দ্বারা সংস্কার জন্মে নাই, এমন সময়ে পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইলে, দুইটী কোমল বস্তু পরস্পর সংযোগ দ্বারা যেরূপ অনায়াসে মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সুন্দর মিলন হইবার সম্ভাবনা। অধিক বয়সে সেরূপ মিলন হওয়া অতি কঠিন কর্ম্ম। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, যাহারা অধিক বয়সে বিবাহ করে তাহারা সন্তানদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসে, যাহারা অল্প বয়সে বিবাহ করে তাহারা সঙ্গিনীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত থাকে।"

রাসেলাস কহিলেন " সন্তানের প্রতি স্নেহ ও সঙ্গিনীর প্রতি অনুরাগসঞ্চারের যে সময় তাহাই পরিণয়ের যথার্থ উপযুক্ত কাল। এমন সময় দার পরিগ্রহ করা উচিত, যে সময়ে পিতা হইলে বিসদৃশ বোধ হয় না, স্বামী হইলেও লোকে উপহাস করে না।"

রাজকুমারী উত্তর করিলেন " প্রতিমুহূর্ত্তেই ইমলাকের কথা বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইতেছে। ইমলাক কহেন জগদীশ্বর দুই দিকে দান করিতেছেন, হয়, বাম ভাগে গিয়া দান গ্রহণ কর, নতুবা দক্ষিণ দিগে গিয়া

হস্ত পাত, যিনি মধ্যে থাকিয়া দুই দিকেরই দান লইতে চাহেন, তাঁহার চেষ্টা নিস্ফল হয়। যে সকল অবস্থা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তাহা এরূপ নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া আছে যে, তাহার মধ্যে একের প্রতি ধাবমান হইলে অন্য হইতে সুদূরবর্ত্তী হইতে হয়। উত্তম দুই বস্তু পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধ যে তাহার একটী লইতে গেলে আর একটী হারাইতে হব। কোন প্রকারে দুইটি পাইবার সুবিধা হয না। যাঁহারা বুদ্ধি খাটাইয়া উভয় প্রাপ্তির চেষ্টা করেন, তাঁহারা উভয়ের মধ্য দিয়া চলিয়া যান একটীও লাভ করিতে পারেন না। অতিবুদ্ধির সর্ব্বদাই প্রায় এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যিনি মনুষ্যের শক্তির অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন তিনি কিছুই করিতে পারেন না। পরস্পরবিরুদ্ধ সুখ-পরম্পরা সম্ভোগ করিবার বাসনা ফলোপধায়িকা হয় না, সম্মুখে যাহা পাও গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হও। যখন বসন্ত কালের কুসুমসৌরভ আঘ্রাণ করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া যায়, তৎকালে শরৎকালীন সুস্বাদু ফলের রসাস্বাদন করিতে পারা যায় না। কেহই একদা নীল নদের মুখ ও প্রস্রবণ হইতে জল তুলিয়া পানপাত্র পূর্ণ করিতে পারে না।”

ইমলাকের প্রবেশ ও অন্য বিষয়ের কথোপকথন।

ভ্রাতা ও ভগিনীর কথোপকথন চলিতেছিল এমন সময়ে ইমলাক আসিয়া প্রবেশ করাতে, কথা বার্ত্তার ব্যাঘাত হইল। রাসেলাস ইমলাককে দেখিয়া কহিলেন "ইমলাক। আমি ভগিনীর নিকট গৃহস্থাশ্রমের ও সংসারধর্ম্মের ভয়ঙ্কর বৃত্তান্ত শুনিতেছিলাম, শুনিয়া এরূপ ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি যে, কিছুই আর জানিবার কৌতুক নাই।"

ইমলাক কহিলেন "কি রূপে জীবন যাপন করিতে হইবে এই অনুসন্ধান করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত রূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন না। আপনারা যে নগরে পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইহা অতিবৃহৎ ও নানা আশ্চর্য্য বস্তুতে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু ইহাতে আর নূতন কিছু দেখিবার নাই। বোধ হয়, বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন যে আপনারা এরূপ এক দেশে আসিয়াছেন যে দেশ, অতি পূর্ব্বকালীন নিবাসী লোকদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতা দ্বারা এক সময়ে মহাবিখ্যাত হইয়াছিল এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র যে দেশ হইতে সমদ্ভূত হইয়া এক কালে পৃথিবীকে আলোকময় করিয়াছিল। এ দেশ এরূপ প্রসিদ্ধ যে, সুখ ও সৌকর্য্য সাধন শিল্পকৌশলের আদি স্থান নিরূপণ করিতে হইলে ইহা অতিক্রম করিয়া গণনা করা যায় না।"

"ইজিপ্টের অতি প্রাচীন লোকেরা পরিশ্রম ও প্রভুত্বের এরূপ অদ্ভুত ও চিরস্মরণীয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহার নিকট ইয়ুরোপের সমৃদ্ধি মলিন ও বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে। এখানে বহু কাল পূর্ব্বে যে সকল প্রাসাদ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার বিনাশাবশেষ, ইদানীন্তন শিল্পকরদিগের শিক্ষার আদর্শ ও অধ্যয়নের পুস্তক হইয়া রহিয়াছে।"

রাসেলাস কহিলেন "প্রস্তরের ও মৃত্তিকার স্তূপ দেখিতে আমার কৌতুক নাই। মানবগণের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সুখের অনুসন্ধান লওয়া ও তাহাদিগের প্রকৃতি পরীক্ষা করাই আমাদিগের প্রধান কর্ম্ম। আমরা ভগ্ন মন্দিরের বিনাশাবশেষ পরিমাণ করিতে অথবা জঙ্গলে আকীর্ণ জলপ্রণালীর মূল অন্বেষণ করিতে এখানে আসি নাই। কেবল পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা অবলোকন করিতে আসিয়াছি।"

রাজকুমারী কহিলেন "বর্ত্তমান কালের যে সমস্ত বস্তু আমাদিগের সম্মুখে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেওয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পূর্ব্ব কালের বীর পুরুষ ও প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ লইয়া আমরা কি করিব? সে সময়ও ফিরিয়া আসিবে না, সেই সকল বীর পুরুষের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থারও ঐক্য হইবে না।"

ইমলাক উত্তর করিলেন "কোন বিষয় বিশেষরূপে

জানিতে হইলে তাহার কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। মানবগণের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে তাহাদিগের কর্ম্ম দেখিতে হয়। তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি, কোন কার্য্য ন্যায়ানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে, কোন কর্ম্মই বা কেবল ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এবং সেই সেই কর্ম্ম আরম্ভের প্রধান কারণই বা কি? বর্ত্তমান বিষয় যথার্থ রূপে জানিতে হইলে অতীত বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। কারণ, সকল জ্ঞানই তুলনাসাপেক্ষ। আর তুলনা করিয়া না দেখিলে, ভবিষ্যৎ বিষয় কিছুই জানা যায় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বিষয়ে মন অধিক ক্ষণ ব্যাপৃত থাকে না। আমরা সর্ব্বদা অতীত বিষয় স্মরণ করিয়া থাকি এবং নিরন্তর অনাগত বিষয় চিন্তা করিয়া মনকে ব্যাপৃত রাখি। শোক, আনন্দ, অনুরাগ, ঘৃণা, আশা, ভয় প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হয়। তাহার মধ্যে শোক ও আনন্দ অতীত ঘটনার কার্য্যস্বরূপ। ভাবী ঘটনার সহিত আশা ও ভয়ের সম্পর্ক আছে। অনুরাগ ও ঘৃণাও অতীত বৃত্তান্ত অবলম্বন করে, যে হেতু, কারণ অবশ্যই কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী থাকে, সন্দেহ নাই।”

“বস্তুত বর্ত্তমান অবস্থা অতীত কারণের কার্য্য স্বরূপ। আমাদিগের যে সকল ভাল মন্দ ও সুখ দুঃখ ঘটে, তাহার কারণ সন্ধান করিতে আমাদিগের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু পুরাবৃত্ত পাঠ ব্যতিরেকে

উহা সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয় না। পুরাবৃত্ত পাঠদ্বারা আমরা অনেক জানিতে পারি এবং বিপদ্ ও দুঃখ নিবারণের অনেক উপায় লিখিতে পারি। যে সময়ে আমাদিগের হস্তে কেবল আমাদিগেরই রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে, সে সময় আমরা পুরাবৃত্তপাঠে মনোযোগী হইলে, বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করা হয় না। আর যদি আমাদিগের উপর রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপ্রতিপালনের ভার সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের পুরাবৃত্ত না জানা অতি অন্যায় ও অনুচিত কর্ম্ম। যে হেতু, ইচ্ছা পূর্ব্বক অনভিজ্ঞ থাকা অতি দোষের কথা এবং অনিষ্ট নিবারণের সদুপায় থাকিতেও তাহা অভ্যাস না করিয়া বিপদে পড়া অতি নির্ব্বুদ্ধিতার কর্ম্ম।"

"পুরাবৃত্তের যে প্রকরণে মানবগণের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ, তর্কশক্তির উন্নতি, বিজ্ঞানশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি, চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জীবের আলোক ও অন্ধকার স্বরূপ জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব, শিল্পবিদ্যার আবির্ভাব ও তিরোভাব, অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর মত ও অভিপ্রায় পরীবর্ত্তের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যান্য প্রকরণ অপেক্ষা উহা সমধিক উপকারজনক ও সাতিশয় ফলোপধায়ক। যুদ্ধ ও আক্রমণের বিবরণ অবগত হওয়া রাজাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ঐ সকল বিষয়ে অনাদর করাও তাঁহাদের উচিত নয়। যাঁহাদিগের রাজ্য শাসন

করিতে হয়, তাহাদিগেরও আপন আপন বুদ্ধিবৃত্তির সংস্কার করা আবশ্যক।”

“উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলোপধায়ক। সংগ্রামভূমিতে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধকৌশল না দেখিলে সেনা হয় না, চিত্র লিখিতে অভ্যাস না করিলেও চিত্রকর হয় না। অন্যান্য গুরুতর কর্ম্ম প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু শিল্পবিদ্যাপ্রভাবে যে সকল বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে তাহা দেখিবার ইচ্ছা হইলে প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।”

“যখন আমরা কোন অসামান্য আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করি, প্রথমতঃ আমাদিগের মনে বিস্ময় জন্মে, তদনন্তর কি উপাদানে ও কি রূপে সেই বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে তাহা জানিতে উৎসুক হই। তখন প্রখর বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি বিশেষ কাজে লাগে। তখন নব নব জ্ঞান ও উদ্ভাবন দ্বারা অভিজ্ঞতা বিস্তীর্ণ হয়, যে শিল্পবিদ্যা মনুষ্যমণ্ডলী মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে এবং যে দেশে যে শিল্পবিদ্যা অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে তথায় তাহা পরিজ্ঞাত হইবারও সম্ভাবনা। অন্ততঃ আমরা প্রাচীন শিল্পবিদ্যার সহিত বর্ত্তমান শিল্পকৌশলের তুলনা করিয়া দেখিতে পারি এবং ইদানীন্তন শিল্প-কৌশলের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে সন্তুষ্ট হই, হ্রাস দেখিলে তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাই। এই সকল কারণ বশতঃ স্থির হইতেছে যে, শিল্পবিদ্যাপ্রভাবে

যে সকল অদ্ভুত বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা স্বচক্ষে অবলোকন করা ও তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান লওয়া অতি আবশ্যক।"

রাজকুমার কহিলেন, "যাহা আমাদিগের অনুসন্ধানের উপযুক্ত তাহা দেখিতে আমার ইচ্ছা আছে।" রাজকুমারী উত্তর করিলেন "প্রাচীনদিগের বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় অবগত হইতে আমারও বাসনা হয়।"

ইমলাক কহিলেন "ঈজিপ্টদেশের অপরিসীম প্রভুত্ব ও আশ্চর্য্য ক্ষমতার প্রমাণস্বরূপ যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কীর্তিস্তম্ভ আছে তাহাদিগের নাম পিরামিড। মনুষ্যের হস্তের পরিশ্রম দ্বারা কিরূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে, পিরামিড তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। যৎকালে পুরাবৃত্ত লিখিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই, পিরামিড সেই কালের সামগ্রী। কেবল পরম্পরাগত অনির্দ্ধারিত কিংবদন্তী ব্যতিরেকে উহার আদি বৃত্তান্ত জানিবার কিছুই উপায়ান্তর নাই। সর্ব্বপ্রধান পিরামিড আজি পর্য্যন্ত ভূতলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কত কাল গিয়াছে তথাপি তাহার কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় নাই।"

নিকায়া কহিলেন "আমরা কল্য পিরামিড দেখিতে যাইব। আমি উহার কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই। স্বচক্ষে উহার ভিতর বাহির ভাল করিয়া না দেখিয়া ক্ষান্ত হইব না।"

পিরামিডদর্শন।

পর দিন সকলে পিরামিড দেখিতে চলিলেন। যে পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দেখা না হয়, তাবৎ তথায় থাকিতে হইবে বলিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে তাম্বু ও অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রী বোঝাই করিয়া দিলেন। আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে যাহা কিছু দর্শনীয় বোধ হইতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ তাহা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যে গ্রাম ও যে নগরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন তত্রস্থ লোকদিগের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। যে সকল নগর জনশূন্য ও উচ্ছিন্ন হইয়া বন অথবা মরু ভূমি হইয়া গিয়াছে এবং যে সকল নগর লোকে পরিপূর্ণ ও শস্যক্ষেত্রে শোভিত হইয়া রহিয়াছে, সমুদায়েরই আকার প্রকার ও শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

যখন প্রকাণ্ড পিরামিডের নিকটে আসিলেন, তাহার নিম্নভাগের বিস্তার ও ঊর্দ্ধভাগের উচ্চতা দেখিয়া চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ইমলাক কহিলেন "পৃথিবী যত কাল থাকিবেক তত কাল থাকিবে বলিয়া পিরামিড এই ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নিম্নভাগ প্রশস্ত ও ঊর্দ্ধভাগ ক্রমে ক্রমে অপ্রশস্ত হইয়া উঠাতে এরূপ দৃঢ় হইয়াছে যে, ঝড় বৃষ্টির আক্রমণে কিছুই হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। ভূমিকম্পও ইহাকে পাতিত করিতে পারে না। যে আঘাতে

পিরামিড পতিত হইবেক, বোধ হয় তদ্দ্বারা এই প্রদেশও উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবেক।”

তাঁহারা পিরামিডের দৈর্ঘ্য বিস্তার পরিমাণ করিলেন এবং তাহার নিকটে তাম্বু খাটাইলেন। পর দিন তদ্দেশীয় কতিপয় পথদর্শক সঙ্গে লইয়া পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশিলেন। প্রবেশিয়া সোপানশ্রেণীতে পদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দূর উঠিলেন। রাজকুমারীর সহচরী সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া অমনি ফিরিয়া দাঁড়াইল ও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রাজকুমারী জিজ্ঞাসিলেন “পেকুয়া! তুমি কেন ভয় পাইলে?” পেকুয়া উত্তর করিল “এই অন্ধকারময় পথ দিয়া উঠিতে আমার মনে ভয় জন্মিতেছে। বোধ হয়, এই স্থান ভূত প্রেতের আবাসস্থান। আমার আর অগ্রসর হইতে সাহস হয় না। এই ভয়ানক গহ্বরের পূর্ব্বাধিকারীরা আমাদিগের সম্মুখে সহসা আসিয়া দণ্ডায়মান হইবেক, আমাদিগকে আর ফিরিয়া যাইতে দিবে না, চির কাল এই খানেই রুদ্ধ করিয়া রাখিবে।” পেকুয়া এই কথা বলিয়া দুই হাত দিয়া নিকাযার গলা জড়িয়া ধরিল।

রাজকুমার কহিলেন “যদি তোমার ভূতের ভয় হইয়া থাকে, আমি তোমাকে অভয় দান করিতেছি। মৃত ব্যক্তি হইতে বিপদের আশঙ্কা নাই। যিনি এক বার মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাওয়া যায় না।”

ইমুলাক কহিলেন "মরিলে আর দেখিতে পাওয়া যাব না এ কথা সকলের মতবিরুদ্ধ। সকল সময়ের সকল জাতিরাই ভূতপ্রেত বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন. এ বিষয়ে কাহারও মতের অনৈক্য নাই। কি অসভ্য কি সভ্য, সকল জাতি মধ্যেই ভূতের কথা প্রচলিত আছে এবং ঐ কথায় সকলে বিশ্বাসও করিযা থাকে। যদি ভূত সত্য না হইত, তাহা হইলে সর্ব দেশে সর্ব্ব জাতির মত একরূপ হইত না। যাঁহাদিগের পরস্পর কোন সংস্রব নাই, তাঁহারাও যখন সকলে একমত হইয়া ভূত আছে অঙ্গীকার করেন, তখন মিথ্যা বলা যায না। কতকগুলি বিতর্ককারী লোক সংশয় করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রামাণ্যের কোন ব্যাঘাত করিতে পারেন না। যাঁহারা মুখে অস্বীকার করেন তাঁহারাও আন্তরিক ভয় দ্বারা অঙ্গীকাব করিয়া থাকেন।"

"পেকুয়া একেই ভয় পাইতেছে, আমি আব উহাব ভয় বাড়াইতে চাহি না। ভূত আছে এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তাহারা অন্য অন্য স্থান অপেক্ষা পিরামিডে অধিক গতায়াত করিয়া থাকে ইহা কে বলিবে? কেনই বা তাহারা নির্দ্দোষী লোকদিগের অপকার চেষ্টা পাইবে? আমরা ত তাহাদিগের কোন অপকার করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, তাহাদের কিছুই অপহরণ করিতেও পারিব না, তবে কেন তাহারা আমাদিগের অনিষ্ট করিবে?"

রাজকুমারী কহিলেন "পেকুয়া! আমি তোমার

অগ্রে অগ্রে যাইতেছি, ইমলাক তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। তুমি আবিসিনিয়াদেশের রাজকুমারীর সহচরী, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিও।"

পেকুয়া উত্তর করিল "যদি রাজকুমারীর এমন অভিলাষ হয় যে, তাঁহার সহচরী প্রাণ ত্যাগ করুক, তাহা হইলে এই অন্ধকারাবৃত ভীষণ গহ্বরে ভয়ানক মৃত্যু অপেক্ষা অন্য কোন সহজ মৃত্যুর আজ্ঞা করুন। আপনি জানেন ত, আমি কখনই আপনার কথার অবাধ্য নহি। আপনি আদেশ করিলে আমাকে অবশ্যই যাইতে হইবেক, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে আর ফিরিয়া আসিতে পারিব না।"

রাজকুমারী দেখিলেন, পেকুয়ার মনে এমন ভয় জন্মিয়াছে যে, তখন যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক উপদেশ দেওয়া বা তিরস্কার করা সকলই নিষ্ফল। সুতরাং প্রিয় সহচরীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "যাবৎ আমরা ফিরিয়া না যাই তাবৎ তুমি তাম্বুতে গিয়া অবস্থিতি কর।" পেকুয়া তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকেও ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিল এবং পিরামিডের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশরূপ ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে কহিল। নিকায়া উত্তর করিলেন "যদিও আমি তোমাকে সাহসের পথ শিখাইবা দিতে পারিলাম না, কিন্তু আমিও তোমার নিকট ভয়ের পথ শিখিতে চাহি না। আমি যে উদ্দেশে এত দূর আসিয়াছি তাহা সম্পন্ন না করিয়াও কদাচ যাইব না।"

পিরামিডে প্রবেশ।

পেকুয়া তাম্বুতে ফিরিয়া গেল, আর সকলে পিরামিডে প্রবেশ করিলেন। অনেক বারেণ্ডা অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন, স্থানে স্থানে প্রস্তরের খিলান দেখিলেন, এবং যে সিন্ধুকে সেই পিরামিডস্বামীর মৃত দেহ আছে বলিয়া সকলে অনুমান করিয়া থাকে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে এক প্রশস্ত গৃহে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইমলাক কহিলেন, "এত দিনে মনুষ্যের পরিশ্রমসম্পাদিত এক প্রকাণ্ড ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্তকে পরিতৃপ্ত করা গেল। চীন দেশের প্রাচীরও অদ্ভুত বস্তু। ঐ প্রাচীর নির্ম্মাণের হেতু কি, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। অসভ্য ও ভীষণাকার তাতার দেশীয় লোকেরা শিল্পকৌশল কিছুই জানে না। তাহারা পরিশ্রমপরাঙ্মুখ, কেবল বিলুণ্ঠন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা পায়। যেরূপ শ্যেনপক্ষী সুযোগ পাইলেই গৃহপালিত পক্ষীদিগকে আক্রমণ করে, তাহারাও সেইরূপ সময়ে সময়ে বাণিজ্যের বন্দর আক্রমণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই ভীকস্বভাব চীনজাতিরা ঐ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিলুণ্ঠনকারী অসভ্য জাতিরা অতিশয় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রাচীর নির্ম্মাণ আবশ্যক হইয়াছিল এবং তাহারা অনভিজ্ঞ বলিয়া ঐ প্রাচীরের কোন

হানি করিতে পারে নাই। কিন্তু পিরামিড নির্ম্মাণে এত ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করার হেতু কি, তাহা কেহই অদ্যাপি সুন্দররূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। পিরামিডের গৃহ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সুতরাং বিপক্ষ লোক আক্রমণ করিলে পলায়ন করিয়া এখানে অবস্থিতি করিবার উদ্দেশে ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। সঞ্চিত ধন নিরাপদে রাখা, ইহা অপেক্ষা অল্প ব্যয়েও সম্পাদিত হইতে পারে। বোধ হয়, মানবগণের মনে যে অনিবার্য্য বাসনা উদিত হয়, পিরামিড সেই বাসনার এক কার্য্য। মনের একরূপ স্বভাব যে, তাহাকে সর্ব্বদা বিষয়-বিশেষে ব্যাপৃত করিয়া রাখিতেই হয়। যাঁহার উপভোগ সামগ্রীর অপ্রতুল নাই তাঁহাকেও অভিলাষ বৃদ্ধি করিতে হয়। যিনি বাস ও ব্যবহারের উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাকেও অহঙ্কারের পরিতোষের নিমিত্ত নূতন অট্টালিকা আরম্ভ করিতে হয়। নূতন নূতন ইচ্ছার পরতন্ত্র হইয়া নূতন নূতন কর্ম্ম করিতে না হয় এজন্য, কেহ কেহ এমন বৃহৎ ব্যাপারের অড়ম্বর করিয়া বসেন, যাহা সম্পাদন করিতে করিতে সমুদায় জীবনকাল অতিবাহিত হয় এবং পরিশ্রমেরও এক শেষ হয়।"

"মানবদিগের ভোগাভিলাষের যে ইয়ত্তা ও পরিসীমা নাই, পিরামিড তাহারই এক প্রমাণ স্বরূপ। যাঁহার প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা ছিল না, কোন বিষয়েরই অপ্রতুল ছিল না, তিনিই পিরামিড নির্ম্মাণে

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। ক্রমাগত আমোদ প্রমোদে আসক্ত থাকিয়া যখন উহা বিরস বোধ হয় এবং যখন জীবনের অবসানকাল বিরক্তিকর হইয়া উঠে, তখন, সহস্র সহস্র লোক ক্রমাগত এমন পরিশ্রম করিতেছে যে পরিশ্রমের শেষ নাই এবং এক খানি প্রস্তর আর এক খানি প্রস্তরের উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছে যাহার কিছুই ফল নাই, ইহা দেখিলেও অন্ততঃ অন্তঃকরণে কিছু হর্ষোদয় হইয়া থাকে। যিনি সামান্য অবস্থায় সন্তুষ্ট না হন, যিনি রাজকীয় প্রাসাদকে সুখের স্থান বলিয়া অনুমান করেন, যিনি ধন সম্পত্তিকে সন্তোষের মূল বলিয়া স্বপ্ন দেখেন, তিনি পিরামিডের বিষয় পর্য্যালোচনা করুন ও আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করুন।”

দুর্ঘটনা

তাঁহারা সবলে গাত্রোত্থান করিলেন এবং যে পথ দিয়া উঠিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া নামিতে লাগিলেন। অন্ধকারাবৃত বক্র পথ, সুসজ্জিত ও বহুব্যয়সম্পাদিত চমৎকার গৃহ ও অন্যান্য নানাপ্রকার বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া মনে যে নানাবিধ ভাবোদয় হইতেছিল, প্রিয় সহচরীর নিকট তাহা সবিস্তর বর্ণন করিবার নিমিত্ত, রাজকুমারী প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। কিন্তু তাম্বুর নিকটে আসিয়া দেখিলেন সকলেই বিষণ্ণ। পুরুষদিগের মুখে

লজ্জা ও ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে এবং স্ত্রী-লোকেরা তাম্বুর মধ্যে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে।

তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শোক ও বিলাপের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে, এক জন ভৃত্য কহিল "মহাশয়। আপনারা পিরামিডে প্রবেশ করিয়াছেন এমন সময়ে এক দল আরব সৈন্য আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমরা অতি অল্প লোক ছিলাম, সুতরাং বাধা দিতে পারিলাম না, পলাইবারও সুযোগ দেখিলাম না। তাহারা তাম্বুর ভিতর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং আমাদিগকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহন করাইয়া অগ্রে অগ্রে লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, ইতি মধ্যে কতকগুলি তুরস্কদেশীয় অশ্বারোহী নিকটবর্ত্তী হওয়াতে তাহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া কেবল পেকুয়া ও তাঁহার দুই সহচরীকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিল। আমরা অনুরোধ করাতে তুরস্ক সেনাগণ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছে, বোধ হয় ধরিতে পারিবে না।"

রাজকুমারী এই সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাসেলাস ক্রোধের প্রথম উদ্রেকেই ভৃত্যদিগকে আপনার অনুবর্ত্তী হইতে আদেশ দিয়া, স্বয়ং করে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন এমন সময়ে ইমলাক স্মরণ করিয়া কহিলেন "এ সময়ে বল ও সাহসে কোন কাজ হইতে পারিবে না। আরবেরা যে সকল অশ্বে আরোহণ

করিয়া থাকে, উহা সুশিক্ষিত, সংগ্রামভূমিতে বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ ও অতিক্রতগামী। আমাদিগের সঙ্গে কতকগুলি ভারবাহক পশু মাত্র আছে। আমরা যদি এই অবস্থায় তাহাদিগকে ধরিতে যাই তাঁহা হইলে রাজকুমারীকেও হারাইবার সম্ভাবনা কিন্তু পেকুয়াকে পাইবার কোন প্রত্যাশা নাই।”

কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই তুরস্ক সেনারা দস্যুদিগকে ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিল। রাজকুমারীর মনে নূতন শোক ও পরিতাপ উপস্থিত হইল। রাসেলাস তাহাদিগকে ভীরু বলিয়া ভৎসনা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। ইমলাক কহিলেন “আরবদিগকে ধরিতে না পারায় ভালই হইয়াছে, তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে, হয় ত তাহারা পেকুয়াকে সমর্পণ না করিয়া মারিয়া ফেলিত।”

পেকুয়াকে হারাইয়া রাজকুমারদিগের কায়রোয় প্রত্যাগমন।

তথায় অধিক দিন থাকিয়া কিছুই লাভ নাই দেখিয়া, তাঁহারা কায়রোয় প্রত্যাগমন করিলেন। কেনই বা পিরামিড দেখিতে কৌতুক জন্মিয়াছিল, কি নিমিত্তই বা অধিক রক্ষক লইয়া যাই নাই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। অশাসন ও অসাবধানতার জন্য শত শত

বার গবর্ণমেণ্টের দোষ দিলেন। পেকুয়ার অপহরণ নিবারণের যে সকল পথ ছিল তাহার উল্লেখ করিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহার পুনরুদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিবার মানস করিলেন, কিন্তু উপযুক্ত উপায় কেহই কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

রাজকুমারী বিষণ্ণ বদনে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে আপন গৃহে গিয়া বসিলেন। সহচরী ও দাসীগণ নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিল "পেকুয়া বহু কাল সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন, চির কাল সুখভোগ করা কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং এক্ষণে তাঁহার অবস্থান্তর ঘটা অসম্ভাবিত নহে। কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি তিনি যেখানে থাকুন, নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে কাল ক্ষেপ করুন এবং অন্য এক সহচরী তৎপদে নিযুক্ত হইয়া রাজকুমারীর মনোরঞ্জন ও শোকাপনোদন করুক।" রাজকুমারী তাহাদিগের কথায় কিছুমাত্র উত্তর দিলেন না। তাহারাও তাদৃশ দুঃখিত হয় নাই, সুতরাং এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিল।

পর দিন রাসেলাস পাসার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া প্রতীকারের প্রার্থনা করিলেন। পাসা দস্যুদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে ধরিয়া আনিবার কোন চেষ্টা পাইলেন না। তাহারা পলায়ন করিয়া কোথায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহারও নিশ্চিত

অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। শীঘ্রই জানিতে পারা গেল গবর্ণমেণ্ট দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন হয় না। গবর্ণরেরা সর্ব্বদা এত অধিক অপরাধের কথা শুনিতে পান যে, সে সমুদায়ের সমুচিত দণ্ড বিধান করা তাঁহাদিগের অসাধ্য। তাঁহারা এত অধিক দুষ্কর্ম্মের বৃত্তান্ত জানিতে পারেন যে, কোন প্রকারে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হন না। দুষ্কর্ম্ম ও অপরাধের কথা শুনা তাঁহাদিগের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাতে আর তাঁহাদিগের মনোযোগ হয় না। আবেদক দৃষ্টিপথের বহির্গত হইলেই তাঁহারা তাহার প্রার্থনা বিস্মৃত হইয়া যান।

অনন্তর ইমলাক নিজপ্রেরিত দূত দ্বারা সংবাদ আনাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আরবেরা পলাইয়া যে সকল নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করে ঐ সকল স্থান উত্তমরূপ জানি এবং তাহাদের অধ্যক্ষের সহিত আলাপ পরিচয় আছে বলিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক অনেকেই পেকুয়ার পুনরুদ্ধারের ভার গ্রহণ করিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি, টাকা কড়ি লইয়া প্রস্থান করিল, আর ফিরিয়া আসিল না। কতকগুলি, সন্ধান বলিয়া দিয়া অনেক পারিতোষিক লইল, কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে জানা গেল যে, তাহাদের কথা সমুদায় মিথ্যা। যে উপায় যত অসম্ভব হউক না কেন, রাজকুমারী সেই উপায় দ্বারা এক বার চেষ্টা না করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। উপায় চেষ্টা করিতেছি বলিয়া

মনে প্রবোধ দিতে পারিবেন এই জন্য, এক উপায় বিফল হইলে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এক জন দূত কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলে আর এক জন আর এক স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল।

দুই মাস অতীত হইল, পেকুয়ার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তাঁহারা পরস্পরের মনে যে আশার উদ্দীপন করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তাহাও ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিল। রাজকুমারী যখন দেখিলেন চেষ্টারও আর সুযোগ নাই, তখন বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন। কি জন্য আমি প্রিয় সহচরীকে তাম্বুতে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলাম, কেনই বা তাহার প্রার্থনায় অনায়াসে সম্মত হইয়াছিলাম, এই বলিয়া আপনাকে শত শত বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন ও কহিলেন "যদি আমার স্নেহ আমার প্রভুত্ব অপেক্ষা প্রবল না হইত, তাহা হইলে পেকুয়া কখনই আমার নিকট ভয়ের কথা কহিতে সাহসী হইত না। ভূত অপেক্ষাও আমাকে অধিক ভয় করিত, আমি ভঙ্গি করিলেই অমনি কম্পিত হইত, আমি যাহা আদেশ করিতাম কোন প্রকারে তাহাতে অসম্মত হইতে পারিত না। কেন আমি নির্ব্বোধের ন্যায় স্নেহ প্রকাশ দ্বারা তাহাকে দুর্ললিত করিয়াছিলাম, কেনই বা তাহার কথা শুনিতে অস্বীকার করি নাই।"

ইমলাক কহিলেন "রাজকুমারি! সৎকর্ম্ম করিয়া আপনার উপর বিরক্ত হইতেছেন কেন? যাহা দৈবাৎ

বিপজ্জের কারণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে গর্হিত ও অন্যায় কর্ম্ম বলিয়া কেনইবা বিবেচনা করিতেছেন? পেঁকুয়ার ভয়ের সময় স্নেহ প্রকাশ করা, দয়া ও সরলতার কার্য্য হইয়াছে। যখন আমরা আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাকি, তখন এই মনে করি যে, যাঁহার নিয়মানুসারে জগতের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে এবং চিরনিবদ্ধ সেই নিয়মানুসারে চলিলে যিনি দণ্ড বিধান করিবেন না, সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞই আমাদিগের কর্ম্মের ফলাফল জানিতেছেন। এইরূপ ভাবিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি। কিন্তু যখন আমরা স্বার্থ সম্পাদনের আশয়ে অন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া চিরনির্দ্দিষ্ট সেই নিয়ম অতিক্রম করি, তখন, সেই সর্ব্বনিয়ন্তার চিরনির্দ্ধারিত পথ হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট হইতে হয়। তখন আমাদিগের কর্ম্মের ফলের দায়ী আমরাই হই। মানবগণ সমুদায় কার্য্য কারণের সম্বন্ধ এত দূর জানিতে পারেন না যে, পরে ভাল হইবে বলিয়া আপাততঃ নিয়মাতীত পথে যাইবার সাহস করিতে পারেন। যখন আমরা ন্যায়ানুগত উপায় দ্বারা অভিলাষ সম্পাদনের চেষ্টা পাই, তখন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও এই বলিয়া মনে প্রবোধ দিতে পারি যে, অবশ্যই ভবিষ্যতে আমাদিগের সৎকর্ম্মের পুরস্কার হইবেক। কিন্তু যখন আমরা চিরনির্দ্ধারিত যথার্থ পথ অতিক্রম করিয়া, ত্বরায় স্বার্থসাধনের উদ্দেশে স্বকপোলকল্পিত অন্যায় পথ অবলম্বন

করি, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেও সুখী হইতে পারি না। কারণ, সেই অন্যায় পথ অবলম্বন স্বরূপ দুঃসাহস যখন যখন মনে হয়, তখনই যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও ক্ষোভ পাইতে হয়। কিন্তু যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তবে অনুতাপের আর পরিসীমা থাকে না। দুষ্কর্ম করিয়াছি বলিয়া বোধ হইলে মনে যে যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং দুষ্কর্মজন্য দুরবস্থা ঘটিলে যে যাতনা পাইতে হয়, যাহাকে সেই উভয়বিধ যাতনা একদা সহ্য করিতে হয়, তাহার দুঃখ কিছুতেই নিবারিত হইবার নহে।"

"রাজকুমারি। আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি পেকুয়া পিরামিড দেখিবার নিমিত্ত আমাদিগের সহিত যাইতে চাহিত এবং আপনি যদি না লইয়া যাইতেন, আর যদি তাহার এই রূপ ঘটিত, অথবা সে যখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল, তখন অনুমতি না দিয়া যদি বল পূর্ব্বক তাহাকে পিরামিডের অভ্যন্তরে লইয়া যাইতেন এবং সে তথায় প্রবেশিয়া যদি আপনার সাক্ষাতে ভয়ানক যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিত, তাহা হইলে আপনার আজি কি দশা ঘটিত।"

নিকায়া উত্তর করিলেন "এই দুয়ের একটি ঘটিলেও এত দিন প্রাণ ধারণ করিতে পারিতাম না। হয়, আপনার নৃশংস ও নির্দ্দয় ব্যবহার স্মরণ করিয়া উন্মত্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতাম, নতুবা, আপনার প্রতি সাতিশয়

ঘৃণার উদয় হওয়াতে শুষ্ক হইয়া যাইতাম।” ইমলাক কহিলেন “অতি অসৎ কর্ম্ম করিযাছি বলিয়া যে, আমাদিগকে অনুতাপ করিতে হইতেছে না, ইহাকেই অন্ততঃ সৎকর্ম্মের ফল বলিয়া গণনা করা উচিত।”

পেকুয়ার বিরহে রাজকুমারীর সাতিশয় চিন্তা ও বিষাদ।

নিকায়া তখন বুঝিতে পারিলেন যে দুষ্কর্ম্মের জ্ঞানসহচরিত দুরবস্থা যেরূপ অসহ্যযাতনাবহ, সেরূপ যাতনাবহ আর কিছুই নাই। তদবধি তিনি দুর্বিষহ দুঃখের ভয়ানক আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইলেন, কিন্তু চিন্তার স্থির প্রবাহে মগ্ন হইতে লাগিলেন। পেকুয়া যাহা বলিত ও যাহা করিত, তিনি প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত তাহাই বসিয়া ভাবিতেন; পেকুয়া যে সকল সামান্য বস্তুর দৈবাৎ প্রশংসা করিয়াছিল সে সমুদায় বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, যে প্রিয় সহচরীকে তাঁহার আর দেখিতে পাইবার আশা ছিল না, তাহার মত ও অভিপ্রায় সকল উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া মনে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। কোন কিছু উপস্থিত হইলে তিনি আর কিছুই বিবেচনা করিতেন না, কেবল এই চিন্তা করিতেন, পেকুয়া এখানে উপস্থিত থাকিলে এমন স্থলে কিরূপ মত ও পরামর্শ দিত।

যে সকল স্ত্রীলোক নিকটে থাকিত, তাহারা তাঁহার প্রকৃত অবস্থা জানিত না, সুতরাং তাহাদিগের সহিত কথা কহিবার সময় তিনি সাবধান হইতেন ও মনের কথা ব্যক্ত করিতেন না। মনের কথা ব্যক্ত করিবার সুযোগ ছিল না বলিয়া তিনি সকল বিষয়ে নিরুৎসাহ ও নিষ্কৌতুক হইলেন। রাসেলাস প্রথমতঃ সান্ত্বনা-বাক্যে অনেক বুঝাইলেন, পরিশেষে তাঁহার চিত্তকে বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত রাখিবার নিমিত্ত, অনেক গায়ক ও শিক্ষক আনাইয়া তাঁহার নিকট রাখিয়া দিলেন। গায়কেরা যখন গান বাদ্য করিত, বোধ হইত যেন, তিনি শুনিতেছেন, বস্তুতঃ তিনি কিছুই শুনিতেন না। শিক্ষকেরাও নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম বিষয়ে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে এক প্রকার শিক্ষাই প্রতিদিন দিতে হইত, কারণ, তিনি কিছুই শিখিতেন না। তিনি আমোদ আহ্লাদের আস্বাদ বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং নানা বিষয় শিক্ষা করিয়া গুণবতী হইবার অভিলাষ তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে এক বারে দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহার মন কদাচিৎ বিষয়ান্তরের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেও অমনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইত এবং তন্মধ্যে কেবল পেকুয়ার আকৃতি সর্ব্বদা জাগ্রতী থাকিত।

ইমলাক প্রতিদিন প্রাতঃকালে পেকুয়ার অন্বেষণের উপায় চেষ্টা করিতেন এবং রাজকুমারী প্রত্যহ সন্ধ্যা-কালে ইমলাককে পেকুয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন।

রাজকুমারীর অভিমত উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া ইমলাক আর তাঁহার নিকট যাইতে ভাল বাসিতেন না। রাজকুমারী তাঁহার অনাগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বদা নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন ও কহিলেন "ইমলাক! আমার অধৈর্য্যকে তুমি ক্রোধ বলিয়া জ্ঞান করিও না। তুমি পেকুয়ার সংবাদ আনয়নে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছ না এজন্য আমি দুঃখে অভিভূত হইয়াছি বটে, কিন্তু অমনোযোগী বলিয়া তোমার প্রতি দোষার্পণ করিয়া থাকি তাহাও তুমি বিবেচনা করিও না। তুমি যে পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকটে আর গতাগতি কর না, তাহাতে আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয় নাই। আমি জানি যে, অসুখী ও হতভাগ্য লোকেরা সুখসঙ্গী নহে। সকলেই দুঃখরূপ সংক্রামক রোগের সংস্রব পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পায়। কি সুখী কি দুঃখী সকলেই দুঃখের কথা শুনিতে সাতিশয় ক্লান্ত হয়। জীবনকালের মধ্যে কদাচিৎ যে এক এক বার সুখের সূক্ষ্ম আলোক অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাও আবার দুঃখরূপ মেঘে আবৃত করিতে কে অভিলাষ করে? মনুষ্যমাত্রেই আপন আপন দুঃখভারে ভার গ্রস্ত হইয়া আছে, আবার অন্যের দুঃখভার বহন করিতে কেনই বা ইচ্ছা হইবে?"

"যাহা হউক, নিকায়ার দীর্ঘ নিশ্বাসে আর অধিক দিন কাহাকেও বিরক্ত হইতে হইবে না। সুখের অনুসন্ধানের চেষ্টা সমাপ্ত হইয়াছে। সংসারের প্রতারণা,

অত্যাচার ও আশা ভরসা হইতে পৃথক্ হইবার মানস করিয়াছি। আমি নিভৃত ও নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া পবিত্র কর্ম্ম ও বিশুদ্ধ চিন্তা দ্বারা কাল হরণ করিব স্থির করিয়াছি। তথায় সংসারের কোন উদ্বেগ থাকিবে না। অন্তঃকরণ সংসারিক চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ হইলে এমন এক রাজ্যে প্রবেশ করিব, যেখানে কালসহকারে সকলকে যাইতে হইবেক। আমি তথায় গিয়া পুনর্ব্বার প্রিয়সহচরী পেকুয়ার সঙ্গ-সুখ অনুভব করিতে পারিব।"

ইমলাক কহিলেন "আপনার এই দুরাগ্রহ পরিত্যাগ করুন। ইচ্ছা পূর্ব্বক দুঃখ সংগ্রহ করিয়া চিত্তকে ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়। যখন পেকুয়ার আকৃতি আপনার স্মৃতিপথ হইতে অপসৃত হইবেক, তখন নির্জ্জনে বাসজন্য ক্লেশ দুঃসহ হইয়া উঠিবেক। এক সুখে বঞ্চিত হইলাম বলিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক আর আর সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া উচিত কর্ম্ম নহে।"

রাজকুমারী কহিলেন "যে অবধি আমি পেকুয়াকে হারাইয়াছি, সেই অবধি আমার সমুদায় সুখ অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহার প্রণয়পাত্র ও বিশ্বাসপাত্র নাই তাহার আশা ভরসা সকলই বৃথা। সুখের প্রধান সামগ্রী তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। এই সংসারে যৎকিঞ্চিৎ সুখ আছে, ধন, জ্ঞান ও সুশীলতাকে তাহার মূল বলিতে হইবেক। ধন ও জ্ঞান, যখন সৎপাত্রে দান করা যায়, তখন তাহারা সুখের হেতুভূত

হয়, সুতরাং উহা সৎপাত্রে দান করা আবশ্যক। আমি এক্ষণে কাহাকে ধন ও জ্ঞান দান করিয়া সুখী হইব? সুশীলতাজন্য সুখ, সঙ্গী ব্যক্তিরেকেও অনুভব করিতে পারা যায় এবং নির্জ্জনেও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে।”

ইমলাক উত্তর করিলেন “নির্জ্জনে কত দূর সদাচারের অনুষ্ঠান হইতে পারে, তদ্বিষয়ে এক্ষণে বিচার করিতে চাহি না। সেই ধার্ম্মিক সন্ন্যাসীর কথা স্মরণ করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই সকল বুঝিতে পারিবেন। যখন পেকুয়ার আকৃতি স্মৃতিপথের বহির্গত হইবেক তখন আপনিও সেই সন্ন্যাসীর ন্যায়, পুনর্ব্বার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে সমুৎসুক হইবেন।”

নিকায়া কহিলেন “এমন সময় কদাপি আসিবেক না। যত আমি সংসার পাপকর্ম্ম দেখিব ততই পেকুয়ার সরলতা, বিনয় ও বিশ্বস্ততা আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতে থাকিবেক।”

ইমলাক কহিলেন “এইরূপ এক গল্প আছে, যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয় তখন মানবেরা প্রথম রাত্রির আগমনে স্থির করিল যে, আর দিন হইবেক না। সেইরূপ আকস্মিক দুঃসহ দুঃখে আক্রান্ত হইয়া আমরাও প্রথমে স্থির করি যে, এইরূপ দুঃখেই চির কাল যাইবেক, কখন সুখের মুখ দেখিতে পাইব না। ফলতঃ যখন দুঃখরূপ মেঘ আমাদিগের চতুর্দ্দিকে আসিয়া বিস্তীর্ণ হয় তখন তাহার অভ্যন্তর দিয়া কিছুমাত্র আলোক

দেখিতে পাওয়া যায় না এবং সেই মেঘ কি রূপে অপসারিত হইবেক তাহাও বুঝিতে পারি না। কিন্তু রাত্রির বিগমে যেরূপ সেই সকল সৃষ্টিকালীন লোক, উজ্জ্বল ও আলোকময় দিন দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল, সেইরূপ দুঃখের পরেও সুখের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা সুখকে নিকট আসিতে দিব না বলিয়া মনের দ্বার রোধ করে, তাহাদিগের, অন্ধকারের আগমনে চক্ষুর বিকলতা দেখিয়া চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলে সেই সকল সৃষ্টিকালীন লোকের যেরূপ কর্ম্ম করা হইত, সেইরূপ কর্ম্ম করা যায়। যেমন আমাদিগের শরীরের ক্ষণে ক্ষণে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আমাদিগের অন্তঃকরণ কখন বা কোন জ্ঞান লাভ করিয়া পুষ্ট হয়, কখন বা কিছু বিস্মৃত হইয়া যায়। এক বারে অধিক হ্রাস হওয়া শরীরের পক্ষেও যেরূপ অনিষ্টজনক, অন্তঃকরণের পক্ষেও সেইরূপ। কিন্তু যত দিন জীবনের মূল শক্তি অবিকৃত থাকে, তত দিন ক্রমে ক্রমে সেই উভয়বিধ হ্রাসেরই সংশোধন হইতে পারে। আর দূরবর্ত্তিতা চক্ষুর পক্ষেও যেরূপ কলোপধায়ক অন্তঃকরণের পক্ষেও সেইরূপ। যে বস্তু যত দূরবর্ত্তী হইতে থাকে ততই তাহা আমাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয়। সেইরূপ যখন আমাদিগের জীবন, সময়ের প্রবাহে সঞ্চালিত হইতে থাকে, তখন যে বস্তু পশ্চাতে ফেলিয়া আসি, তাহা ক্রমে স্মৃতিপথের বহির্গত হয় এবং যে বস্তু সম্মুখীন হয়, তাহাই স্মরণ করিয়া রাখি। তন্নিমিত্ত আত্মাকে এক বিষয়ে আবদ্ধ

করিয়া রাখা উচিত নয়। স্রোত না থাকিলে জল যেরূপ কলুষিত হয়, সেইরূপ নানা বিষয়ে ব্যাপৃত না থাকিলে অন্তরাত্মা জটীভূত হইতে থাকে। আপনি চিত্তকে সাংসারিক কার্য্য প্রবাহে প্রেরণ করুন, তাহা হইলেই পেকুয়া ক্রমে ক্রমে আপনার স্মৃতিপথের বহির্গত হইবেক। তদনন্তর আপনি নূতন আর এক প্রিয় সহচরী পাইলেও পাইতে পারিবেন, অথবা সকলের সহিত কথা বার্ত্তায় ও সাংসারিক আমোদ প্রমোদেও সন্তুষ্টচিত্ত থাকিতে পারিবেন।”

রাজকুমার কহিলেন “অন্ততঃ যত দিন উপায় অন্বেষণ করা যাইতেছে, তাবৎ নিতান্ত নিরাশ ও হতাশ্বাস হওয়া উচিত নব। তুমি আর এক বৎসর প্রতীক্ষা করিবে স্বীকার কর, তাহা হইলে এই অবধি সমধিক যত্ন পূর্ব্বক পেকুযার অন্বেষণ করা যায়।”

নিকায়া ভ্রাতার কথায সম্মত হইলেন। ইমলাকের মনে পেকুয়াব পুনঃপ্রাপ্তির আশা ছিল না, কিন্তু তিনি এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে রাজকুমারীর শোকনিবারণ হইবেক, তখন আর তিনি সন্ন্যাসিনী হইতে চাহিবেন না।

প্রিয় সহচরীর উদ্ধারের নিমিত্ত কোন উপায়ই পরিত্যক্ত হইতেছে না দেখিয়া এবং আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া, নিকায়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার মানস দূরে রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে সাংসারিক কার্য্যে ও সাংসারিক আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইতে লাগিলেন।

পেকুয়ার বিরহশোক অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হয় তাঁহার এরূপ বাসনা ছিল না; তথাপি কালসহকারে যত শোকের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল ততই তিনি আনন্দিত হইতে লাগিলেন। যাহাকে কখনই বিস্মৃত হইব না বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই প্রিয় সহচরীর আকৃতি, ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথ হইতে বহির্গত হইতেছে দেখিয়া তিনি কখন কখন আপনার উপর বিরক্ত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর পেকুয়ার গুণ ও প্রণয় স্মরণ করিবার নিমিত্ত এক সময় নির্দ্ধারিত করিলেন। সেই নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইলেই আরব্ধ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে যাইতেন। যখন তথা হইতে ফিরিয়া আসিতেন, তাঁহার আকার অতি বিষণ্ণ এবং দুই চক্ষু স্ফীত বোধ হইত। কতক দিন পরে সময়ের আর তাদৃশ স্থৈর্য্য থাকিল না, কোন বিশেষ কর্ম্ম উপস্থিত হইলে ঐ সময়ের বিলম্বও হইত। ক্রমে এরূপ হইল যে বিশেষ কর্ম্ম না থাকিলেও বিলম্ব করিতেন। যাহা স্মরণ করিলে মনে দুঃখ জন্মে ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহা বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতেন এবং সময়ে সময়ে দুঃখ প্রকাশ করাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া যে স্থির করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহারও শৈথিল্য হইয়া আসিল। কিন্তু পেকুয়ার প্রণয় তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। এরূপ শত শত ঘটনা উপস্থিত হইত, ঐ সময়ে পেকুয়া রাজকুমারীর স্মৃতিপথবর্ত্তিনী হইত। এমন শত শত

প্রয়োজন উপস্থিত হইত, যাহা সৌহার্দ্দাজনিত বিশ্বাস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। তখন রাজকুমারী পেকুয়ার নিমিত্ত যথেষ্ট অনুতাপ করিতেন। তিনি তন্নিমিত্ত ইমলাককে অনুসন্ধান ও উপায়ান্বেষণে ক্ষান্ত হইতে বারণ করিলেন ও কহিলেন “ইহাতে অন্ততঃ এই এক লাভ আছে যে, অলস ও অমনোযোগী হইয়া বসিয়া নাই বলিয়া মনকে বুঝাইতে পারিব। কিন্তু সুখের অনুসন্ধানে আর প্রয়োজন নাই। যখন সুখই দুঃখের কারণ হইল, তখন কি জন্য সুখের প্রার্থনা করিব। যাহা লব্ধ হইলেও রাখিতে পারা যায় না, তাহার জন্য আবার চেষ্টা কেন? আমি এই অবধি আর গুণে প্রীতি প্রকাশ করিব না ও প্রণয়পাশে চিত্তকে বদ্ধ হইতে দিব না। কারণ, যাহা এক বার হারাইয়াছি তাহা আবার হারাইতে ভয় হয়।”

পেকুয়ার সংবাদ।

যে দিন রাজকুমারী এক বৎসর প্রতীক্ষা করিবার অঙ্গীকার করেন, সেই দিন যে সকল দূত প্রেরিত হয়, তাহার মধ্যে এক জন, সাত মাস বৃথা পর্য্যটনের পর নিউবিয়ার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল ও কহিল “পেকুয়া এক জন আরবসেনাপতির হস্তগত হইয়াছে। সেনাপতি ইজিপ্টের প্রান্তবর্ত্তী এক দুর্গে বাস করিতে-

ছেন। আরবেরা বিলুণ্ঠন দ্বারা যাহা লাভ করে তাহা-কেই কবস্বরূপ জ্ঞান করিষা থাকে, সুতরাং দুই শত সুবর্ণ মুদ্রা পাইলেই পেকুয়া ও তাহার দুই সহচরীকে ফিরিষা দিতে সম্মত আছে।”

মুদ্রার বিষযে কিছুই আপত্তি হইল না। রাজকুমারী যখন শুনিলেন তাঁহার প্রিয সহচরী জীবিত আছে এবং অল্প মুদ্রা ব্যয় করিলেই আনাইতে পারা যাইবেক, তখন তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহার দুই চক্ষু দিযা আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। পেকুষার বন্ধনমোচন ও আপনার দুঃখমোচনের নিমিত্ত এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে তাঁহার বাসনা ছিল না, সুতরাং ভ্রাতাকে, তৎক্ষণাৎ মুদ্রা সহিত সেই ভৃত্যকে পুনর্ব্বার প্রেরণ করিতে কহিলেন। ইমলাক দূতের কথা সত্য বলিষা বিশ্বাস করেন নাই, আরবদিগের প্রতি বিশ্বাস করিতে আরও সন্দেহ করিতেছিলেন, তাঁহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন “ যদি আরবদিগের প্রতি বিশ্বাস করিষা মুদ্রা প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে, এমনও ঘটিতে পারে যে, তাহারা মুদ্রাও লইবে, পেকু-ষাকেও প্রত্যর্পণ করিবে না। আরবদিগের রাজ্যে গিয়া তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করা অতি ভযানক কর্ম্ম এবং যেখানে পাসার সেনা বসিতে পারিবে এমন স্থানে যে, তাহারা আসিবে তাহাও আমার বোধ হয় না।”

যে স্থলে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে সম্মত নহে এমন স্থলে পরস্পর সন্ধি হওয়া অতি কঠিন কর্ম্ম।

ইমলাক অনেক বিবেচনার পর দূতকে এই বলিয়া দিলেন যে "ইজিপ্টের উন্নত প্রদেশে যে বন আছে, সেই বনের মধ্যে যে সেণ্ট আণ্টনির ধর্ম্মালয় আছে, তথায় আমাদের দশ জন অশ্বারোহী যাইবেক, আরব-সেনাপতিও তত সংখ্যক অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পেকুয়াকে তথায় লইয়া আসিবেন ও প্রতিমূল্য লইয়া প্রত্যর্পণ করিবেন।"

এই প্রস্তাবে আরবসেনাপতি অসম্মত হইবেন না স্থির করিয়া, কালাতিপাত না করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাঁহারাও দূতের সহিত ঐ ধর্ম্মালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় পঁহুছিয়া ইমলাক সেই দূতকে সঙ্গে লইয়া আরবের তাম্বুতে গমন করিলেন। রাসেলাস সঙ্গে যাইতে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভগিনী ও ইমলাক যাইতে বারণ করিলেন। আরবদিগের এইরূপ প্রথা আছে, যে যদি কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে আত্মসমর্পণকারীর কোন অনিষ্ট করে না বরং তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে। আরব সেনাপতি ইমলাকের প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করিলেন না। তিনি কিয়দ্দিবসের মধ্যেই পেকুয়া ও তাহার দুই সহচরীকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনাইলেন ও মুদ্রা লইয়া বহু সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যর্পণ করিলেন। পথে আর বিপদ্ না ঘটে এ জন্য আপন লোক জন সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে কায়রোয় পঁহুছিয়া দিতেও স্বীকার করিলেন।

বহু কালের পর রাজকুমারী ও তাঁহার প্রিয় সহচরীর পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে, আলিঙ্গনের সময় উভয়েই এরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। স্নেহবিগলিত অশ্রুজল মোচন করিবার নিমিত্ত এবং দয়া ও কৃতজ্ঞতার বিনিময়ের নিমিত্ত, উভয়েই নির্জ্জনে গমন করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের পর তথা হইতে ভোজনালয়ে আগমন পূর্ব্বক মঠাধ্যক্ষের অধ্যক্ষ ও তাঁহার সহচরদিগের সমক্ষেই পেকুয়াকে আদ্যোপান্ত আত্মসঙ্কটবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে কহিলেন।

পেকুয়ার সঙ্কটবিবরণ।

“কোন্ সময়ে কিরূপে আমাকে লইয়া গিয়াছিল তাহা বোধ হয় ভৃত্যেরা বিজ্ঞাপন করিয়া থাকিবে। অকস্মাৎ সেরূপ ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে, প্রথমতঃ আমি বিস্মিত ও বিমূঢ় হইলাম, সে সময়ে ভয় অথবা শোক দুঃখ আমার অন্তঃকরণকে অভিভূত করিতে পারে নাই। যৎকালে তুরস্কসেনারা আমাদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইল তখন পলায়নের ত্বরা ও বিষম গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে, আমার বাস্ত ব্যাকুলতার আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তুরস্কসেনারা ধরিবার সম্ভাবনা না দেখিয়া অথবা মনে মনে ভয়ের আশঙ্কা করিয়া প্রস্থান করিল।”

"যখন আরবেরা দেখিল বিপদের ও ভয়ের সম্ভাবনা আর নাই, তখন আস্তে আস্তে চলিল। তখন বাস্ত ত্বরার শৈথিল্য হওয়াতে অসুখ ও উদ্বেগ আমার অন্তঃকরণে পদার্পণ করিল। ক্ষণ কাল পরে মাঠের মধ্যবর্ত্তী এক নির্ঝরের তীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তীর প্রদেশ নানাবিধ তরুমণ্ডলীতে আচ্ছন্ন, তথায় তরুতলের সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। আমি সহচরীদিগের সহিত স্বতন্ত্র এক স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কেহই আমাদিগকে সন্তুষ্ট বা অপমানিত করিবার চেষ্টা পাইল না। সেই সময় সকল দুঃখ একত্র হইয়া হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিল। আমার সহচরীরা মৌনভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং এক এক বার আনুকূল্যের আশয়ে আমার মুখ পানে চাহিতে লাগিল। কোন্ অবস্থায় আমাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিবে, কোন্ স্থান আমাদিগের কারাগার হইবে, কি রূপেই বা তাহা হইতে উদ্ধার পাইব, ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম, আমরা অসভ্য দস্যুর হস্তে পতিত হইয়াছি, ইহাদিগের কর্ম্ম দেখিয়া কদাচ বোধ হয় না যে, ইহাদের মনে দয়ার লেশমাত্র আছে। ইহারা যে, আমাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে, নিষ্ঠুর আচরণ করিবে না, তাহা কি রূপে বুঝিব? কিন্তু সহচরীদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলাম দেখ, ইহারা এখন পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রতি

কোন অসদ্ব্যবহার করে নাই এবং ইহারা তুরস্কসেনা-দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে সুতরাং আমা-দিগের প্রাণবিনাশেরও কোন আশঙ্কা নাই।"

"যখন পুনর্ব্বার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম, সঙ্গিনীরা আমার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং পৃথক্ হইতে অস্বীকার করিল। আমি উহাদিগকে বুঝাইয়া কহিলাম যে, আমরা যাহাদিগের হস্তে পতিত হইয়াছি, তাহাদিগকে কষ্ট ও অসন্তুষ্ট করা অনুচিত। উহারা যাহা বলে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। অনন্তর এরূপ স্থান দিয়া চলিলাম, যেখানে পথ নাই এবং কোন কালে যে তথায় লোকের গতাগতি ছিল এমনও বোধ হয় না। যাইতে যাইতে দিবাবসান হইল। রাত্রি কালে চন্দ্রের আলোকে কতক দূর গিয়া এক পাহাড়ের নিকট পঁহু-ছিলাম। তথায় আরবদিগের অবশিষ্ট সেনাগণ অব-স্থিতি করিতেছিল, স্থানে স্থানে তাম্বু নিক্ষিপ্ত ছিল ও অগ্নি জ্বলিতেছিল। সেনাগণ অধ্যক্ষকে এমন সমাদরে গ্রহণ করিল যে, বোধ হইল, তাহারা অধ্যক্ষের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত।"

"আমাদিগকে এক তাম্বুর মধ্যে লইয়া গেল। তথায় অনেক স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা আহারসামগ্রী আহরন করিয়া আমাদিগের সম্মুখে দিল। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই হয় নাই, তথাপি সঙ্গিনীদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলাম। ভোজনপাত্র তথা হইতে অপনীত হইলে, তাহারা

শয়নের নিমিত্ত গালিচা পাতিয়া দিল। আমি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিলাম এবং নিদ্রার আশ্রয় লইয়া ক্লেশ শান্তি করিতে অভিলাষ করিয়া সহচরীদিগকে আমার গাত্রের পরিচ্ছদ খুলিতে আদেশ করিলাম। সহচরীরা বিনীত ভাবে আমার আদেশ গ্রহণ করিবে ইহা তাহারা প্রত্যাশা করে নাই, সুতরাং সহচরীরা আদেশমাত্র আমার গাত্রাবরণ খুলিতে আরম্ভ করিলে তাহারা ব্যগ্র ও সমুৎসুক হইয়া দেখিতে লাগিল। যখন উপরকার গাত্রাবরণ খোলা হইল, তখন তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া, ভিতরকার গাত্রাবরণে জরির কাজ দেখিতে লাগিল এবং এক জন সভয় চিত্তে জরির উপর হস্তস্পর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইল ও আর এক জন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিল। তিনি আমার নিকটে আসিয়া যথোচিত সমাদর করিলেন ও আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আর এক ক্ষুদ্র তাম্বুর মধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় উত্তম গালিচা পাতা ছিল, আমি সহচরীদিগের সহিত সুখে নিদ্রা গেলাম।"

"প্রাতঃকালে আমি ঘাসের উপর বসিয়া আছি এমন সময়ে আরবসেনাপতি আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন। আমি উঠিয়া সমাদরে সম্ভাষণ করিলাম। তিনিও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন ভদ্রে! আমি যেরূপ আশা করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষাও আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। স্ত্রীলোকেরা আমাকে সংবাদ দিয়াছে যে, এক জন রাজকুমারী আমাদিগের তাম্বুতে

সমাগত হইয়াছেন। আমি কহিলাম মহাশয়! তাঁহারা স্বয়ং প্রতারিত হইয়াছে, আপনাকেও প্রতারণা করিয়াছে। আমি রাজকুমারী নহি। আমি এক জন হতভাগ্য বিদেশীয় স্ত্রীলোক; শীঘ্রই এ দেশ পরিত্যাগ করিব মানস করিয়াছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চির কালের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইলাম। সেনাপতি কহিলেন তুমি যে হও ও যেখান হইতে আইস, তোমার পরিচ্ছদ ও তোমার নিকট তোমার সহচরীদিগের বিনীত ভাব দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে, তুমি সম্ভ্রান্তকুলজাত ও প্রচুরসম্পত্তিশালী। তুমি অনায়াসে আপন প্রতিমূল্য দিতে পারিবে, তবে চির কারার ভয় করিতেছ কেন? ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত আমি বিলুণ্ঠন করিয়া থাকি, অথবা যথার্থতঃ বলিতে হইলে লোকের নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য কর আদায় করিয়া লই। এস্মেলের উত্তরাধিকারীরা এদেশের যথার্থ অধিকারী। কতকগুলি অপকৃষ্ট অভদ্র রাজারা অন্যায় পূর্ব্বক এ দেশ অধিকার করিয়াছে। তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর প্রদানে অসম্মত, এজন্য আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে তরবারির সাহায্যে কর আদায় করিয়া থাকি। সংগ্রামসাহসের নিকট উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বলিয়া বিচার নাই। যে বর্শা দোষী ও উদ্ধত ব্যক্তির প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা কখন কখন নির্দোষী সাধুকেও লক্ষ্য করিয়া থাকে।"

"যে কন্যা যে উহা আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইবে তাহা আমি পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই।

আমার এই কথা শুনিয়া সেনাপতি উত্তর করিলেন, আপদ্ বিপদ্ প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাহার কিঞ্চিন্মাত্র দয়া ও সরলতা আছে, সে তাদৃশ মহানুভাব স্ত্রীলোককে কখনই অপমানিত করে না। দুর্ভাগ্য ও দুঃখের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের নিকট সৎ অসৎ ও প্রধান নিকৃষ্ট বলিয়া বিচার নাই। তাঁহারা সচ্চরিত্রকেও বিপদে নিক্ষিপ্ত করেন, অসৎকেও যাতনা দেন। অতএব তুমি বিপদে পড়িয়াছ বলিয়া নিতান্ত বিষণ্ন হইও না। আমি দুরাচার বন্য নৃশংস নহি, সংসারের সমুদায় রীতি ও সামাজিক সমুদায় নিয়ম অবগত আছি। আমি তোমার প্রতিমূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিব এবং তোমার অন্বেষণে যে দূত আসিবে তাহাকে সমুদায় যথার্থ রূপে বলিয়া দিব।"

"সেনাপতির কথা শুনিয়া আমি কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার অর্থের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল, অর্থের নিমিত্তই আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, উপস্থিত সঙ্কট, তাদৃশ গুরুতর বিপদ বলিয়া বোধ হইল না। তখন এই বলিয়া ভরসা হইল যে, যত টাকা আমার প্রতিমূল্য নির্দ্ধারিত হউক না কেন, কোন রূপেই তাহা অস্বীকৃত ও অদেয় হইবেক না। অনন্তর তাঁহাকে বলিলাম, মহাশয়! আমাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে আমরা কখন অকৃতজ্ঞ হইব না। এক জন সামান্য স্ত্রীলোকের উপযুক্ত যে প্রতিমূল্য নির্দ্দিষ্ট

করিয়া দিবেন, তাহাও প্রদত্ত হইবেক। কিন্তু আপনি আমাকে রাজকুমারী ভাবিয়া প্রতিমূল্য নির্দ্ধারিত করিবেন না। আমার কথা শুনিয়া কহিলেন, তোমার প্রতিমূল্যের বিষয় আমি বিবেচনা করিব। অনন্তর কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।”

“কিঞ্চিৎ পরে স্ত্রীলোকেরা আমার নিকটে আসিতে আরম্ভ করিল, সকলেই আমার প্রিয় পাত্র হইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল এবং সমাদরে আমার সহচরীদিগের সেবাসুবৃত্তি করিতে লাগিল। অনন্তর তথা হইতে বহির্গত হইয়া পুনর্ব্বার গমন করিতে আরম্ভ করিলাম। চারি দিনের দিন, সেনাপতি আমাকে কহিলেন, দুই শত সুবর্ণমুদ্রা তোমার প্রতিমূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছি। আমি তৎক্ষণাৎ দিতে স্বীকার করিলাম ও কহিলাম যদি আমার ও আমার সঙ্গিনীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন তাহা হইলে আরও পঞ্চাশৎ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিব।”

“ইহার পূর্ব্বে আমি সুবর্ণের শক্তি জানিতে পারি নাই। সেই অবধি সুবর্ণের শক্তি জানিতে পারিলাম। সুবর্ণের শক্তিপ্রভাবে আমি সেনার অধ্যক্ষ হইলাম। আমার আজ্ঞাক্রমে গতির দীর্ঘতা ও ন্যূনতা হইতে লাগিল, অর্থাৎ আমি যে দিনে যেখানে অবস্থিতি ও বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করিতাম সেই দিন সেই স্থানেই তাম্বু নিক্ষিপ্ত হইত। তদবধি অনেক উষ্ট্র ও গমনসৌকর্য্যসাধক অনেক সামগ্রী পাইলাম।

সঙ্গিনীরা আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া চলিল। সেই সকল ভ্রমণকারী অসভ্য জাতিদিগের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং তত্রস্থ প্রাচীন প্রাসাদ ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অবলোকন করিয়া, অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইল। সেই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিলে বোধ হয়, সেই বনাকীর্ণ প্রদেশ এক কালে সুরম্য হর্ম্ম্যে বিভূষিত ছিল।"

"আরবসেনাপতি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ছিলেন। তিনি নক্ষত্র ও দিগ্‌দর্শন যন্ত্র দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিয়া যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারিতেন। আপনার গতাগতিপথে এমন স্থান সকল লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন যাহা পথিকদিগের কৌতুকাবহ ও সন্তোষদায়ক। তিনি আমাকে সেই সকল স্থান দেখাইতে লাগিলেন ও কহিলেন যে স্থানে লোকের সমাগম নাই, এমন স্থানে ভগ্ন অট্টালিকা সকল বহু কাল এক ভাবে থাকে। যৎকালে কোন দেশ ঐশ্বর্য্যচ্যুত ও শ্রীভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, তখন তথায় যত অধিক লোক বাস করে তত শীঘ্র তাহা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আকর অপেক্ষা প্রাচীর ও প্রাসাদ হইতে অনায়াসে প্রস্তর পাওয়া যায়। লোকেরা সেই সকল প্রস্তর দ্বারা মন্দুরা ও গৃহের কুট্টিম নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং শীঘ্র উহা বিনষ্ট হইয়া যায়।"

"কয়েক সপ্তাহ আমরা এইরূপে ক্রমাগত চলিলাম। সেনাপতি এইরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যেন,

তিনি আমারই সন্তোষের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম তিনি আপনার সুবিধার নিমিত্ত, অধিক দূরে কোন নিঃশঙ্ক স্থানে যাইতেছেন। যে স্থলে বিরক্ত ও অসন্তোষ কিছুই কার্য্যকর নহে, এমন স্থলে অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া আমি আপনাকে সন্তুষ্টচিত্ত দেখাইবার জন্যই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেইরূপ চেষ্টা করাতে আমার অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া থাকিল। কিন্তু নিকায়া ক্ষণ কালের নিমিত্তও আমার চিত্তকে পরিত্যাগ করেন নাই। দিনের বেলায় সামান্য আমোদ প্রমোদে যে যৎকিঞ্চিৎ সুখ অনুভব করিতাম, রাত্রিতে তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সহ্য করিতে হইত। সঙ্গিনীরা যে অবধি আমার প্রতি আরবদিগকে সদ্ব্যবহার ও সমাদর করিতে দেখিল, তদবধি আমার উপর সমুদায় উদ্বেগ ও চিন্তার ভার সমর্পণ করিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত হইল। তাহাদিগকে নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। যখন জানিলাম আরবেরা কেবল ধনের নিমিত্তই দেশ বিলুণ্ঠন করে, তখন আমার অবস্থা আর তাদৃশ ভয়াবহ বোধ হইল না। অন্যান্য দুষ্প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণে বিভিন্ন প্রকার আকার ধারণ করে, কিন্তু লোভরূপ পাপের প্রকার ভেদ নাই। এক বিষয় এক জন অহঙ্কৃত পুরুষকে সন্তুষ্ট করে, আবার সেই বিষয় আর এক জন অহঙ্কারীকে বিরক্ত করিয়া তুলে। কিন্তু লুব্ধ ব্যক্তিদিগকে অনুকূল ও সন্তুষ্ট করিবার এক

উপায়। মুদ্রা আনয়ন কর, তাহা হইলে আর কিছুরই প্রয়োজন হইবে না।”

“পরিশেষে সেনাপতির বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম। নীলনদের মধ্যবর্ত্তী এক উপদ্বীপে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত এক অট্টালিকা, সেনাপতির বাসস্থান। সেনাপতি বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! অনেক পথ ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে, অতএব কিছু দিন এই স্থানে বিশ্রাম কর। এই বাটীর কর্ত্রী বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করিও। যুদ্ধই আমার ব্যবসায়, তন্নিমিত্ত আমি এই নিভৃত প্রদেশে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছি। এখান হইতে যখন বহির্গত হই, কেহ সন্ধান পায় না। যখন এখানে ফিরিয়া আসি কেহ অনুসরণ করিতে পারে না। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে এই স্থানে বিশ্রাম কর। এখানে সুখসামগ্রী অধিক নাই বটে, কিন্তু এখানে ভয় ও বিপদেরও কোন আশঙ্কা নাই। অনন্তর আমাকে বাটীর অভ্যন্তর প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া উত্তম পর্য্যঙ্কে বসাইয়া পরম সমাদর করিলেন। তাঁহার অবরোধকামিনীরা প্রথমতঃ আমাকে সপত্নী জ্ঞান করিয়া হিংসাকলুষিত নয়নে দেখিতেছিল, কিন্তু যখন জানিতে পারিল, আমি এক জন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক প্রতিমূল্য পাইবার আশয়ে আরবসেনাপতি ধরিয়া আনিয়াছেন, তখন সকলেই আমার আজ্ঞাবহ হইল ও আমার প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।”

"শীঘ্রই মুক্তি পাইবে বলিয়া সেনাপতি আমাকে আশ্বাস দেওয়াতে, আমি সেই স্থানের নূতন নূতন সামগ্রী অবলোকন করিয়া মনের অধীরতা নিবারণ করিয়া রাখিলাম। দিনের বেলায় সূর্য্যের গতি দ্বারা যখন যে দিকে রমণীয় শোভা হইত, তখন সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম। যাহা পূর্ব্বে কখন নেত্রপথের অতিথি হয় নাই, এমন অনেক আশ্চর্য্য বস্তু সর্ব্বদা দেখিতে পাইতাম। সেই নির্ম্মনুষ্য দেশে কুম্ভীর ও জলহস্তীর অভাব নাই। যখন আমি তীরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের প্রতি নেত্রপাত করিতাম, তাহারা কোন অপকার করিতে পারিবে না জানিয়াও আমার মনে ভয় জন্মিত।"

"গ্রহমণ্ডলীর পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত সেনাপতির স্বতন্ত্র এক অট্টালিকা ছিল, সেনাপতি প্রতিদিন সায়ং কালে আমাকে তাহারই উপরি ভাগে লইয়া গিয়া, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বিশেষ বিবরণ শিখাইবার চেষ্টা করিতেন। আমার তাহা শিখিবার আগ্রহ ছিল না, কিন্তু আমার শিক্ষকের তদ্বিষয়ে নৈপুণ্য থাকাতে তিনি আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা আবশ্যক বোধ হওয়াতে, আমি এইরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলাম যেন, তাঁহার উপদেশবিষয়ে মনোযোগ দিতেছি, বাস্তবিক আমার মন সে দিকে ধাবমান হইত না। কিঞ্চিৎ কাল পরে আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে স্থানে ক্রমাগত এক প্রকার বস্তু

দেখিতে হয়, তথায় অন্ততঃ মনের অসন্তোষ নিবারণের নিমিত্তও কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা আবশ্যক। যে সকল বস্তু দেখিয়া সায়ংকালে ক্লান্ত ও বিরক্ত হইতাম তাহা আবার প্রাতঃকালে দেখিতে কেন প্রবৃত্তি জন্মিবে? তন্নিমিত্ত নক্ষত্রমণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণ করা কিছু না করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর বোধ হইল। শ্রেয়স্কর বোধ হইল বটে, কিন্তু চিত্তকে সর্ব্বদা স্থির করিয়া রাখিতে পারিতাম না। যখন লোকে বোধ করিত আমি আত্মশের বিষয় চিন্তা করিতেছি, তৎকালে আমি নিকায়াকে স্মৃতিপথে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার গুণ গণনা করিতাম। কিছু দিন পরে আরবসেনাপতি স্বকর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন। তখন আমার আর কোন আমোদ রহিল না, কেবল সঙ্গিনীদিগের সহিত একত্র বসিয়া আপন আপন দুর্ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিতাম এবং আমাদিগের কারামোচনের পর সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইবেক তাহাই ভাবিতাম।"

রাজকুমারী কহিলেন "আরবসেনাপতির অনেক অবরোধকামিনী ছিল, তাহাদিগকে কেন আপনার সঙ্গিনী কর নাই? তাহাদিগের আমোদ প্রমোদ ও কথা বার্ত্তায় কেন সুখানুভব না করিয়াছ? যেখানে তাহারা আমোদ প্রমোদে আসক্ত ও কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া সুখে কালক্ষেপ করিয়া থাকে, তথায় তুমিই কেন একাকিনী বৃথা চিন্তায় মিথ্যা কষ্ট পাইয়াছ? যে

অবস্থায় তাহারা চিরনিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কিছু কালের নিমিত্ত তুমি কেন তাহার আস্বাদ গ্রহণ কর নাই?”

পেকুয়া উত্তর করিল “যাহার অন্তঃকরণ গুরুতর ও সারবৎ আমোদের আস্বাদগ্রহ করিয়াছে, সে কখন তাহাদের সেই অকিঞ্চিৎকর চাপল্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কাল ক্ষেপ করিতে পারে না। অল্পবয়স্ক বালিকারা যেরূপ ক্রীড়া কৌতুক করিয়া কাল হরণ করে, আবর-সেনাপতির অবরোধকামিনীরা তাহাকেই আমোদ প্রমোদ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। তাহাদিগের আমোদ প্রমোদের সহিত মনের কোন সম্পর্ক নাই। আমি বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সেরূপ আমোদ অনুভব করিতে পারি, অথচ আমার মন তৎকালে অন্য দিকে ধাবমান হইয়া অন্য বিষয়ের চিন্তা করিতে অসমর্থ হয়। যেরূপ পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষী পিঞ্জরের এক দিক্ হইতে অপর দিকে উড়িয়া বসে, সেইরূপ তাহারা এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে দৌড়িয়া যায়, যেরূপ মাঠে মেষ সকল লম্ফ ঝম্ফ দিয়া বেড়ায় সেইরূপ তাহারা লম্ফ ঝম্প দিয়া নৃত্য করে। কখন কখন সহচরীদিগকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত মিথ্যা করিয়া আপনার যাতনা প্রকাশ করে, সকলে অন্বেষণ করিবে বলিয়া কখন বা নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকে। যে সকল সামান্য বস্তু নদীর উপর দিয়া স্রোতে ভাসিয়া যায় এবং গগনমণ্ডলে যে নানা প্রকার মেঘের উদয় হয়, সর্ব্বদা তাহাই লক্ষ্য করিয়া

অনেক সময় নষ্ট করে। এই ত তাহাদিগের প্রধান আমোদ প্রমোদ।”

“বস্ত্রের উপর সূচীর কর্ম করিয়া তাহারা যে শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কখন কখন আমিও তাহাদিগের আনুকূল্য করিতাম, আমার সহ-চরীরাও কখন কখন সাহায্য করিত। আপনি অনা-য়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন সে সময়ে আমার মন অঙ্গুলি হইতে পৃথক্ হইয়া অন্য দিকে ধাবমান হইত। কারাবন্ধনদুঃখ ও নিকায়ার বিরহবাতনা সামান্য শিল্পকর্মে ব্যস্ত থাকাতে কখন নিবারিত হইবা থাকিতে পারে না।”

“আরবকামিনীদিগের কথোপকথনেও অধিক সন্তোষ লাভের সম্ভাবনা নাই। তাহারা কি বিষয়ের কথা বার্ত্তা কহিতে পারে? জগদীশ্বর এই অসীম জগ-ন্মণ্ডলে যে নানাপ্রকার আশ্চর্য্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া আপ-নার মহিমা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা তাহার কিছুই দেখে নাই। যাহা তাহারা দেখে নাই, তাহার কিছুই জানিতেও পারে না। কারণ, তাহারা লেখা পড়া শিখে না। তাহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির এবং বুদ্ধি থাকিতেও মূর্খ। বাল্য-কালাবধি এক ক্ষুদ্র স্থানে বাস করে, যে সকল সামান্য বস্তু সর্ব্বদা চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পায়, তাহারই বিষয় জানিতে পারে। পরিধেয় বস্ত্র ও খাদ্য দ্রব্যের নাম ব্যতিরিক্ত আর কোন বস্তুর নামও জানে না। আমাকে

আপনাদিগের অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ দেখিয়া উৎকৃষ্ট জীব বলিয়া জ্ঞান করিত, সুতরাং বিবাদ বিসংবাদ ও কলহ ভঞ্জনের সময় আমিই মধ্যস্থ হইতাম ও ন্যায়ানুগত বিচার দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতাম। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অভিযোগের কথা শুনিতে যদি আমার ভাল লাগিত, তাহা হইলে আমি অনেক কথা বার্ত্তা শুনিতে পাইতাম। কিন্তু তাহাদিগের দ্বেষ, হিংসা ও কলহের কারণ সকল এমন অকিঞ্চিৎকর যে, তদ্বিষয়ক কথা শুনিতে শুনিতে বাধা না দিয়া থাকিতে পারিতাম না।"

রাসেলাস কহিলেন, "তুমি আরবসেনাপতিকে অসামান্যগুণসম্পন্ন বলিয়া বর্ণন করিলে, তিনি কি রূপে এতাদৃশ অবোধ অবরোধকামিনীপূর্ণ অন্তঃপুরে মনের সুখে কাল ক্ষেপ করেন? তাহারা কি পরম সুন্দরী?"

পেকুয়া কহিল "যে সৌন্দর্য্য সদ্গুণ ও সদ্বিবেচনা সহকৃত নয়, যে সৌন্দর্য্য সৎপুরুষের মন আকর্ষণ করিতে পারে না, তাহাদিগের তাদৃশ অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্যের অপ্রতুল নাই। আরবসেনাপতিতুল্য পুরুষেরা তাদৃশ সৌন্দর্য্যকে কুসুমের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, যে কুসুম, কখন বা সমাদরে গৃহীত হয়, কখন বা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক পরিত্যক্ত হয়। আরবসেনাপতি তাহাদের নিকট বন্ধুত্ব ও সৎসঙ্গ জনিত আমোদ লাভ করিতে পারেন না। যখন তাহারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ক্রীড়া কৌতুক করে, তিনি

অনাদরে অবলোকন করিয়া থাকেন। যখন তাহারা তাঁহার প্রণয়ভাজন হইবার চেষ্টা পায়, তৎকালে তিনি কখন কখন বিরক্ত হইয়া তাহাদের সম্মুখ হইতে উঠিয়া যান। তাহাদিগের কথা বার্ত্তায় সুখী ও সন্তুষ্ট হওয়া যায় না; সাংসারিক কষ্ট বা ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাহাদিগের প্রবোধবাক্য দ্বারাও তাহা নিবারিত হয় না। তাহাদিগের অনুরাগের পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই, সুতরাং তাহারা অসাধারণ প্রীতি প্রদর্শন করিলেও আরবসেনাপতির মনে তজ্জন্য গর্ব্ব বা কৃতজ্ঞতার আবির্ভাব হয় না। যে নারী জন্মাবচ্ছিন্নে প্রায় অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করে নাই, তাহার হাস্য দ্বারা তিনি আপনাকে সৌভাগ্যগর্ব্বিত বোধ করেন না এবং সপত্নীগণের মনে ঈর্ষ্যা জন্মিয়া দিবার নিমিত্ত, তাহারা যে কৃত্রিম আদর ও অনুরাগ প্রকাশ করে, তাহাতেও তিনি কৃতার্থম্মন্য হয়েন না, তিনি যাহা প্রণয়পদার্থ বলিয়া তাহাদিগকে সমর্পণ করেন এবং তাহারা যাহা প্রণয় বলিয়া গ্রহণ করে, উহা কেবল আলস্যে কালক্ষেপ মাত্র। ঘৃণাস্পদ বস্তুতে লোকে কখন কখন যে কিঞ্চিৎ আদর প্রকাশ করে, উহাও তদতিরিক্ত নহে। ফলতঃ সেরূপ অনুরাগ ও সেরূপ প্রণয়ের সহিত আশা ভয় অথবা শোক আনন্দ কিছুরই সম্পর্ক নাই।"

ইমলাক কহিলেন "ভদ্রে। তুমি যে সহজে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া আসিয়াছ, এজন্য আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান কর। যে অন্তঃকরণ, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জ্ঞানের

অনুসন্ধান করে, সে যে, দুর্ভিক্ষের সময় পেঁকুয়ার কথোপকথনরূপ মহাভোজ পরিত্যাগ করিবে ইহা অতি অসম্ভব কথা।”

পেঁকুয়া উত্তর করিল “কারামোচনের অঙ্গীকাব করিয়াও তিনি যে, কালবিলম্ব করিয়াছিলেন তাহারও কারণ এই। যখন যখন আমি কায়রোয় দূত পাঠাইবার প্রস্তাব করিতাম, তখনই কোন না কোন আপত্তি উত্থাপন করিয়া বিলম্ব করিতেন। যৎকালে আমি তাঁহার বাটীতে ছিলাম, তিনি মধ্যে মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম বিলুণ্ঠন করিতে যাইতেন। যদি বিলুণ্ঠিত দ্রব্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাকে কখনই ছাড়িয়া দিতেন না। তিনি যখন বাটীতে প্রত্যাগত হইতেন, সর্ব্বদা আমার নিকটে আসিয়া আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন ও প্রিয় সম্ভাষণ দ্বারা আমার মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা পাইতেন। আমি তাহার মধ্যে যাহা কিছু সূক্ষ্ম কথা বলিতাম, তাহা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইতেন এবং আমাকে জ্যোতির্বিদ্যা শিখাইবার জন্য যত্ন করিতেন। যখন আমি ব্যগ্র হইয়া কায়রোয় পত্রিকা পাঠাইতে অনুরোধ করিতাম, তিনি সান্ত্বনাবাক্যে নানাপ্রকার বুঝাইতেন। যখন দেখিতেন আর অস্বীকার করা ভাল দেখায় না, তখন আবার আপন সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিতেন। প্রস্থানের সময় আমাকে বাটীর কর্ত্রী করিয়া রাখিয়া যাইতেন। এইরূপ বিলম্ব করাতে আমি

অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলাম। আপনারা পাছে আমাকে বিস্মৃত হন বলিয়া মনে মনে অতিশয় শঙ্কা জন্মিল। আপনারা পাছে কায়রো পরিত্যাগ করিয়া যান, আমাকে চির কাল নীলনদের তীরে বাস করিতে হয়, এই ভাবিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলাম। ক্রমে মুক্তি বিষয়ে একপ্রকার নিরাশ ও হতাশ্বাস হইলাম। তদবধি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার আর যত্ন পাইতাম না। তখন তিনি আমাকে ছাড়িয়া আমার সঙ্গিনীদিগের সহিত সর্ব্বদা কথা কহিতেন। আমার সহিত সদ্ভাব ও আমার সহচরীদিগের সহিত সদ্ভাব, উভয়ই ভয়ানক ও অনিষ্টজনক বোধ হওয়াতে তাঁহার বন্ধুত্ববর্দ্ধন ও সদালাপ আমার ভাল লাগিত না। আমি কখন কখন নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিতাম, কিন্তু সেই অধৈর্য্য অধিক কাল থাকিত না। অধৈর্য্য কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলেই তিনি আমার নিকটে আসিতেন এবং তাঁহাকে দেখিলে সমুদায় অধৈর্য্য নিবারণ হইত।"

"তিনি তখন পর্য্যন্ত লোক পাঠাইতে বিলম্ব করিতে নাগিলেন। যদি আপনাদিগের দূত তাঁহার নিকটে গিয়া না পঁহুছিত, তাহা হইলে বোধ হয়, কখনই মুক্তি পাইতাম না। যে সুবর্ণমুদ্রা তাঁহার যত্ন পূর্ব্বক আনাইবার ইচ্ছা ছিল না, তাহা দিবার অঙ্গীকার করিলে তিনি গ্রহণ করিতেও অসম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি গমনের উদ্যোগ করিতে গেলেন, সে সময় বোধ হইল যেন, তিনি কোন মানসিক যাতনা হইতে নিস্তার

অবকাশদিবসে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, সে দিনেও আমার কথা বার্ত্তা শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে, আমার ইচ্ছামত তাঁহার নিকট যাইতে কহিলেন। আমি যখন যখন যাই, দেখি, তিনি সর্ব্বদাই আপন কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন। আমাকে দেখিবামাত্র অমনি সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে আমার সহিত কথা বার্ত্তা কহেন। আমি যে বিষয় অবগত নহি, তাহা তিনি উত্তমরূপ জানেন, তিনি যাহা জানেন না, আমি তাহা সুন্দররূপ অবগত আছি। সুতরাং আমরা উভয়েই জ্ঞানের বিনিময় করিতে উৎসুক হইলাম। দিন দিন আমার উপর তাঁহার বিশ্বাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমিও তাঁহার গম্ভীর অন্তঃকরণে প্রশংসাযোগ্য নানাবিধ গুণ দেখিতে পাইলাম। তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্তৃত, আশয় প্রশস্ত, স্মৃতিশক্তি প্রবল, কথা বার্ত্তা প্রণালীবদ্ধ এবং তিনি অর্থপ্রকাশের রীতি উত্তমরূপ জানেন।”

“তাঁহার যেরূপ বিদ্যা ও যেরূপ অভিজ্ঞতা, সৌজন্য ও দয়াও তাহার অনুরূপ। ধন দিয়া অথবা উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া লোকের উপকার করিবার অবকাশ পাইলে তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক অভীষ্ট বিদ্যানুশীলন ও অভিপ্রেত অনুসন্ধানেরও প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া থাকেন। তিনি যে সময় কর্ম্মে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া থাকেন, সে সময় তাঁহার আনুকূল্য চাহিলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিকটে যাইতে দেন।

তিনি কহেন আলস্য ও আমোদ প্রমোদকে আমি দূর করিয়া দিয়াছি, কিন্তু দানের দ্বার রুদ্ধ করিতে কোন ক্রমেই সম্মত নহি। গ্রহমণ্ডলীর বিষয় অনুধ্যান করা জগদীশ্বরের অনভিপ্রেত নহে, কিন্তু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিহিত ও আদিষ্ট।" ইমলাকের কথা শুনিয়া রাজ-কুমারী সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ঐ জ্যোতির্ব্বিদ্ই যথার্থ সুখী। ইমলাক কহিলেন, "আমি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গতাগতি করিয়া থাকি এবং যত তাঁহার কথা বার্ত্তা শুনি, ততই প্রীত হই। তিনি অহঙ্কৃত নহেন অথচ তাঁহাকে দেখিলে মনে ভয় জন্মে। তিনি লোকা-চারের অধীন নহেন অথচ সকলকে প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। রাজকুমারি! আমিও প্রথমে তোমারই মত ঐরূপ স্থির করিয়াছিলাম, অর্থাৎ তাঁহাকে সর্ব্বা-পেক্ষা সুখী জ্ঞান করিয়াছিলাম। তন্নিমিত্ত আমি সর্ব্বদা তাঁহাকে এই বলিয়া অভিনন্দন করিতাম যে, আপনি পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন। তিনি কোন কথায় অনবধান প্রদর্শন করেন না, কিন্তু যখন যখন আমার এইরূপ কথা শুনিতেন, তখনই অন্য কথা পাড়িয়া সে কথা চাপিয়া রাখিতেন।"

"কিছু দিন পরে আমি বুঝিতে পারিলাম কতক-গুলি ক্লেশজনক চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া আছে। তিনি ব্যগ্রতাসহকারে এক এক বার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করেন ও কথা কহিতে কহিতে তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধ হন। যখন আমরা দুই জনে নির্জ্জনে বসিয়া

থাকি, তিনি কখন কখন আমার প্রতি এ রূপে নেত্রপাত করেন যে, বোধ হয় যেন, আমাকে কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছেন, কিন্তু কিছুই না বলিয়া চাপিয়া যান। কখন বা গুরুতর বিষয়ে কোন আদেশ করিবেন বলিয়া ব্যগ্র হইয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠান, কিন্তু যখন আমি উপস্থিত হই, কোন গুরুতর কথা শুনিতে পাই না। যখন আমি বিদায় লইয়া চলিয়া আসি পথ হইতে আমাকে ডাকাইয়া লইয়া যান, আমি নিকটে গেলে ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন, আবার যাইবার অনুমতি দেন।"

জ্যোতির্ব্বিদের অসুখের হেতু উদ্ভাবন।

"পরিশেষে তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইল। গত রাত্রে আমরা দুই জনে পর্য্যবেক্ষণগৃহের উপরিভাগে বসিয়া জুপিটরের এক পারিপার্শ্বিকের গ্রহণবিমুক্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে সহসা ঝড় উপস্থিত হইয়া গগনমণ্ডল মেঘাবৃত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। আমরা অন্ধকারে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ইমলাক! তোমার সহিত আলাপ পরিচয় হওয়াতে আমি আপনাকে সুখী জ্ঞান করিতেছি। জ্ঞানবিহীন বিনয় অতি দুর্ব্বল

কোন কার্য্যকারক নহে, বিনয়হীন জ্ঞানও অতি ভয়া-বহ। কিন্তু তোমাকে উভয় গুণে বিভূষিত দেখিতেছি; অতএব একটী কথা বলি, শুন। আমি বহুকালাবধি এক বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছি, জগদীশ্বর আমাকে শীঘ্র সেই ভার হইতে মুক্ত করিবেন। যে অবস্থায় শক্তি ও সামর্থ্য থাকিবে না, পদে পদে ক্লেশ উপস্থিত হইবেক, এমন সময়ে তোমার উপর সেই ভার সমর্পণ করিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইব, সন্দেহ নাই।”

“তাঁহার এই কথায় আমি আপনাকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করিলাম। ভাবিলাম যে কার্য্য, তাঁহাকে এত কাল সন্তুষ্টচিত্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহার ভার পাইলে আমিও সুখী হইতে পারিব সন্দেহ নাই।”

“অনন্তর জ্যোতির্ব্বিদ্ আমাকে কহিলেন ইমলাক! আমি তোমাকে এমন কোন কথা কহিতে প্রবৃত্ত হই-য়াছি, যে কথা তুমি সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। আমি ক্রমাগত পাঁচ বৎসর শীত গ্রীষ্মের পরি-বর্ত্তের নিয়ম ও ঋতুর বিভাগ করিয়া আসিতেছি। সূর্য্য ক্রমাগত আমার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন এবং আমার কথাক্রমে এক অয়ন হইতে অয়নান্তরে গমন করিয়া থাকেন। মেঘ সকল আমার আজ্ঞানুসারে বর্ষণ করিতেছে এবং নীল নদ আমার অনুমতিক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। কেহই আমার আদেশ অতিক্রম করিতে পারে নাই, কেবল বায়ু অদ্যাপি [illegible] বশীভূত হয় নাই। শত শত লোক ঝড়ে

বিপদাপন্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, আমি নিবারণ করিতে সমর্থ হই না। আমি সদ্বিচার পূর্ব্বক এই গুরুতর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি এবং অপক্ষপাতী হইয়া আবশ্যকমতে পৃথিবীস্থ সমুদায় লোকদিগকে রৌদ্র বৃষ্টি বিভাগ করিয়া দিতেছি। যদি আমি মেঘদিগকে এক দিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতাম, অথবা সূর্য্যকে সমুদায় দেশে কিরণ বিস্তার করিতে না দিতাম তাহা হইলে পৃথিবীর কি দুর্দ্দশা ঘটিত ?"

জ্যোতির্ব্বিদের মনোগত ভাব।

"তিনি এই কথা কহিতে কহিতে আমার প্রতি নেত্র পাত করিলেন এবং অন্ধকারেই আমার আকার দেখিয়া জানিতে পারিলেন, আমার মনে বিস্ময় ও সন্দেহ জন্মিয়াছে। তখন ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন ইমলাক! আমার কথায় সহজে বিশ্বাস হইতেছে না বলিয়া আমি বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট নহি, এবং তজ্জন্য আমার আশ্চর্য্য বোধও হইতেছে না। কারণ, আমি জানিতেছি যে, আমিই প্রথম ব্যক্তি, যাহার উপর এই গুরুতর ভার সমর্পিত হইয়াছে। এই গুরুতর ভার সমর্পণরূপ সম্মানকে পুরস্কার কি দণ্ড বলিয়া জ্ঞান করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এই ভার প্রাপ্ত হইয়া অবধি আমি অধিক অসুখী হইয়াছি। তবে

সৎ, কর্ম্মের অনুষ্ঠানজন্য কখন কখন মনে আহ্লাদ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু নিরন্তর সতর্ক থাকা ও সর্ব্বদা চিন্তা করায় যে কষ্ট হয়, তাহার উপশমের উপায়ান্তর আর কিছুই দেখিতে পাই না।”

“আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয়! আপনি কত দিন এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি কহিলেন দশ বৎসর পূর্ব্বে একদা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ও গগনমণ্ডলের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমার মনে এই উদয় হয় যে, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু সকলের যেরূপ ক্ষমতা, যদি আমার সেইরূপ ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমি পৃথিবীর সমুদায় লোককে অধিক পরিমাণে আবশ্যক সামগ্রী দিতে পারিতাম। এইরূপ চিন্তা আমার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া থাকিল, দিবা রাত্রি কেবল এই বিষয়েরই চিন্তা করিতে লাগিলাম। কখন এ দেশে কখন বা অন্য দেশে বৃষ্টি প্রেরণ করি, কখন বা আবশ্যক বুঝিয়া অল্প ও অধিক পরিমাণে সূর্য্যকিরণ পাতিত করি। তখন কেবল পৃথিবীর উপকার করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তদনুরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইব তাহা কখন ভাবি নাই।”

“অনন্তর এক দিন দেখিলাম, গ্রীষ্মের প্রভাবে মাঠ সকল নীরস হইয়া গিয়াছে এবং শস্য সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। তখন আমার মনে সহসা এই উদয় হইল যে, আমি দক্ষিণ পর্ব্বতে বৃষ্টি প্রেরণ এবং নীল নদ পরিবর্দ্ধিত করিতে পারি। অনন্তর প্রবল চিন্তায় নিতান্ত

পরতন্ত্র হইয়া ব্যগ্রতাসহকারে সহসা বৃষ্টিপতনের আদেশ করিলাম। কিঞ্চিৎ কাল পরে নীল নদের জল বৃদ্ধি হইল, যে সময়ে জলবৃদ্ধি হইল তাহার সহিত আদেশকালের তুলনা করিয়া দেখিলাম, বোধ হইল যেন, মেঘ সকল আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছে।"

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয়! এইরূপ ঘটনা কি অন্য কারণে ঘটিতে পারে না? নীল নদের জল বৃদ্ধির ত নির্দ্ধারিত সময় নাই।"

"তিনি অধীর হইয়া উত্তর করিলেন, ইমলাক! তুমি এরূপ বিবেচনা করিও না যে, ঐরূপ আপত্তি আমার অন্তঃকরণে উত্থিত হয় নাই। আমি আপন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছি এবং সত্যকে মিথ্যা করিবার অনেক চেষ্টা পাইয়াছি। আমি কখন কখন আপনাকে উন্মত্ত জ্ঞান করিতাম এবং এই গূঢ় কথা অদ্যাপি কাহারও সাক্ষাতে ব্যক্ত করি নাই। অসম্ভব হইতে বিস্ময়াবহের কি বিশেষ এবং অবিশ্বসনীয় হইতে মিথ্যার কি প্রভেদ, তাহা তুমি বুঝিতে পার, এই নিমিত্ত তোমার নিকট সমুদায় মনের কথা ব্যক্ত করিলাম।"

"আমি কহিলাম, মহাশয়! আপনি যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, কি নিমিত্ত তাহা অবিশ্বসনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন?"

"তিনি উত্তর করিলেন, যে হেতু আমি যাহ প্রমাণ

যায়, সপ্রমাণ করিতে পারি না, এই নিমিত্ত, অবিশ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। এ বিষয় সুস্পষ্ট রূপে যাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সে যে আমি বিশ্বাস করিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিবে, তাহা আমি সম্ভাবনা করি না। তন্নিমিত্ত আমি বিচার করিয়া এই বিষয় কাহারও বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া দিবার চেষ্টা পাই না। আমার এইরূপ ক্ষমতা আছে, বহুকালাবধি এইরূপ ক্ষমতা লাভ করিয়াছি এবং তদনুসারে কার্য্য করিতেছি বলিয়া যে, আমার মনে বোধ হইয়াছে, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মনুষ্যের জীবনকাল অতি অল্প। জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে ও দিন দিন আমার উপর বল প্রকাশ করিতেছে। শীঘ্রই এমন সময় উপস্থিত হইবেক, যে সময়ে সংবৎসরের নিয়মকর্ত্তাকেও ধূলিসাৎ হইতে হইবেক। এক উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া তাহাকে সমুদায় ভার সমর্পণ করিব, এই ভাবনা বহুকালাবধি আমার চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছে। যত লোক আমার নিকটে আইসে, আমি সকলের গুণ শীল পরীক্ষা করিয়া দেখি, কিন্তু তোমার মত উপযুক্ত লোক কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।”

ইমলাকের প্রতি জ্যোতির্ব্বিদের উপদেশ।

"সমস্ত পৃথিবীর হিতসাধনের নিমিত্ত যাহা যাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, তদ্বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর। রাজারা কতিপয় লক্ষ মাত্র লোকের শাসন ও পালন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বিশেষ মনোযোগ অথবা অমনোযোগে সেই সকল লোকের বিশেষ উপকার অথবা যৎপরোনাস্তি অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাদিগের বিশেষ উপকার ও অপকার করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদিগের কর্ম্ম যখন কঠিন কর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তখন, যাঁহাকে ভূতগণের কার্য্যের নিয়ম করিতে হইবেক, যাঁহাকে আলোক ও উষ্ণতার বিভাগ করিয়া দিতে হইবেক, তাঁহার উদ্বেগ ও চিন্তা যে কত অধিক, তাহা বর্ণনাতীত। তন্নিমিত্ত তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।"

"আমি মনোযোগ পূর্ব্বক সূর্য্য ও পৃথিবীর অবস্থানের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, কত বার উহার পরীবর্ত্ত করিবার কল্পনা করিয়াছি, কখন বা পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্থানান্তরে নিবেশিত করিয়াছি, কখন বা পৃথিবীর ভ্রমণপথের পরীবর্ত্ত করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর কোন উপকার নাই স্থির হইয়াছে। তাহাতে কোন রাজ্যের কিছু লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য রাজ্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। দূরবর্ত্তী অন্যান্য সৌর জগতের বিধ্ন

আমরা অবগত নহি। আমরা যে সৌর জগতের নিয়ম অবগত আছি, তাহারই ক্ষতি বৃদ্ধির কথা কহিলাম। অতএব সাবধান, সংবৎসরের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিবার সময় যেন, নূতন প্রণালী অবলম্বন করিও না। ঋতুগণ যে প্রণালীক্রমে গতায়াত করিতেছে, সুখ্যাতিলাভের আশয়ে যেন, সেই প্রণালী ভঙ্গ করিবার মানস করিও না। অপকার করিয়া যশোলাভ করা শ্রেয়স্কর নহে। আপন দেশে বৃষ্টি বিতরণ করিবার নিমিত্ত অন্য দেশের বৃষ্টি অপহরণ করিও না। কারণ, নীল নদের জলই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট।"

"আমি কহিলাম মহাশয়। এইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে আমি যথার্থ পথে চলিব সন্দেহ নাই। অনন্তর তিনি আমার হস্ত নিপীড়ন করিয়া বিদায় দিলেন ও কহিলেন, এখন আমার চিত্ত সুস্থ হইল। আমি এরূপ এক জন গুণবান্ ও বিজ্ঞ লোক প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহাকে আপন বিদ্যার উত্তরাধিকারী করিয়া সুখী হইতে পারিব।"

রাজকুমার, সাতিশয় মনোযোগসহকারে জ্যোতির্ব্বিদের উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন। রাজকুমারী সমুদায় শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। পেকুয়া, উপাখ্যান সমাপ্ত হইলে, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। ইমলাক কহিলেন "ভদ্রে! লোকের গুরুতর দুঃখে উপহাস করা জ্ঞানবানের কর্ম্ম নয়। অতি অল্প লোক সেই পণ্ডিতের মত বিদ্বান্ হইতে পারে, অতি অল্প লোক তাঁহার ন্যায়

গুণবান্ হইতে পারে, কিন্তু সকলকেই তাঁহার ন্যায় দুঃখ ও যাতনা সহ্য করিতে হয়।"

ইমলাকের কথা শুনিয়া রাজকুমারী গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলেন, তাঁহার সহচরী লজ্জিত হইল। রাজকুমার জ্যোতির্ব্বিদের উপাখ্যান শুনিয়া তদ্গত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইমলাক! তোমার কি বোধ হয়, এরূপ চিত্তবিভ্রম কি সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে, ঘটিবারই বা কারণ্ কি?"

ইমলাক উত্তর করিলেন "সর্ব্বদাই বুদ্ধির এত ভ্রান্তি জন্মে যে, বাহ্য দর্শকেরা তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। যথার্থ রূপে বলিতে গেলে, অন্তঃকরণের যে ভাবে থাকা উচিত, কোন ব্যক্তির অন্তঃকরণই সে ভাবে থাকে না। এমন ব্যক্তিই নাই যাহার মনোরথ ন্যায়পথ অতিক্রম না করে। চিত্তকে আপন বশে রাখিতে পারে, এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ। অলীক কল্পনা যাহার অন্তঃকরণে দৌরাত্ম্য না করে, এরূপ লোকই দেখিতে পাওয়া যায় না। কল্পনাশক্তি ন্যায়পথ অতিক্রম করিলে, তাহাকেই এক প্রকার উন্মাদরোগের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু যত দিন আমরা উহাকে শাসনের অধীন করিয়া রাখিতে পারি, তাবৎ উহা ন্যায়পথ অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া লোকে বুঝিতে পারে না। সুতরাং আমাদিগের বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বলিয়াও কেহ বিবেচনা করে না। যখন উহা আর শাসনের অধীন না থাকে, তখন যথার্থ উন্মাদরোগ জন্মে।"

"যাহারা নির্জ্জনে নিস্তব্ধ হইয়া ক্রমাগত চিন্তা করিতে ভাল বাসে, কল্পনাশক্তির বৃদ্ধি করাই তাহাদিগের একপ্রকার আমোদ হইয়া উঠে। যখন আমরা একাকী থাকি, সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকি না। আমাদিগের অন্তঃকরণ কখন কখন ন্যায়পথের অনুগামী হইয়া বিচার পূর্ব্বক কোন গুরুতর বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে শীঘ্রই পরিশ্রান্ত হয়। তখন গুরুতর বিষয়ের তত্ত্বান্বেষণে ক্ষান্ত হইয়া মিথ্যা মনোরথের অনুসরণে ধাবমান হয়। যাহাতে মন ব্যাপৃত থাকিতে পারে, এমন বাহ্য পদার্থ যাহার নিকটে নাই, সে নানাপ্রকার মনোরথ করিয়া মনকে ব্যাপৃত করিয়া রাখে। আপনি বস্তুতঃ যেরূপ নয় তাদৃশ করিয়া আপনাকে জ্ঞান করে। কারণ, আপনি বাস্তবিক যেরূপ, সেরূপ করিয়া ভাবিলে কে সন্তুষ্টচিত্ত হয়? সে নিরন্তর ভাবী বিষয়ের চিন্তা করে, যে যে বস্তু পাইলে আপনার বর্ত্তমান অবস্থা সুখের অবস্থা হইতে পারে, মনঃকল্পিত নানা অবস্থা হইতে সেই সেই বস্তু সংগ্রহ করিয়া গ্রহণ করে, এমন আমোদের কল্পনা করে, যাহা কখনই ঘটিবার নহে এবং এমন রাজ্যের ভার গ্রহণ করে, যাহা কখনই পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই রূপে সকল সুখ সৌভাগ্য একত্র করিয়া, তাহার অন্তঃকরণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং এমন সুখের কল্পনা করে, প্রকৃতি ও অদৃষ্ট অতিবদান্য হইলেও তাহা দিয়া উঠিতে পারেন না।"

"কালক্রমে কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ মনোরথ, মনে বদ্ধমূল হইতে থাকে। গুরুতর বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া যখন মন পরিশ্রান্ত হয়, অথবা অবকাশ পায়, তখনই ব্যস্ত হইয়া সেই সকল মনোরথের প্রতি ধাবমান হয়। এই রূপে ক্রমে ক্রমে চিন্তার রাজ্য দৃঢ়ীভূত হইয়া আইসে। তখন অলীক বস্তুও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং ভ্রান্তিজালে মন আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তখন সুখময় অথবা দুঃখময় স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জীবন ক্ষয় পাইতে থাকে। নির্জ্জনে থাকার আর এক দোষ এই যে, নির্জ্জনে থাকিলে জনসমাজের কোন উপকার করিতে পারা যায় না। নির্জ্জনে থাকিলে লোকের উপকার করিতে পারা যায় না ইহা সেই সন্ন্যাসীই আপন মুখে স্বীকার করিয়াছেন।"

ইমলাকের কথা শুনিয়া পেকুয়া কহিল "আমি আর অতঃপর আপনাকে আবিসিনিয়ার রাজ্ঞী বলিয়া জ্ঞান করিব না। আমি অবকাশ পাইলেই রাজ্যের বন্দোবস্ত করি, পরাক্রান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিদিগের দর্প চূর্ণ করি, দীন হীন অনাথদিগের দুঃখ দূর করি, অতি সুরম্য স্থানে নূতন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া থাকি, পর্ব্বতের উপরিভাগে উদ্যান প্রস্তুত করিয়া থাকি এবং লোকের উপকার করিতে এমন ব্যস্ত থাকি যে, রাজকুমারী যখন গৃহে প্রবেশ করেন, তখন নমস্কার ও সম্ভাষণ করিতেও প্রায় বিস্মৃত হইয়া যাই।"

রাজকুমারী কহিলেন "আমি আর অতঃপর মেষ-

পালিকা হইয়াছি বলিয়া জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দেখিব না। আমি নির্জ্জনে বসিয়া মেষপালিকার কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়া কত বার চিত্তকে আহ্লাদিত করিয়াছি। শয্যায় শয়ন করিয়া আছি এমন সময়ে মেঘীর শব্দসহিত বায়ুর ঝর ঝর শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। কত বার কণ্টকাবদ্ধ মেষশাবকদিগকে কণ্টকমুক্ত করিয়া আনিয়াছি, কত বার যষ্টি দ্বারা ব্যাঘ্র তাড়াইয়া দিয়াছি। গ্রাম্য নারীদিগের মত আমার একপ্রস্থ পরিচ্ছদ আছে, আমি কখন কখন মনে মনে সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আস্তে আস্তে বংশিধ্বনি করি, সেই সময় বোধ হয় যেন, মেষপাল আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে।”

রাজকুমার কহিলেন “আমার মনোরথ তোমাদের অপেক্ষাও ভয়াবহ। আমি আবিসিনিয়ার সম্রাট্ হইয়াছি। আমার সাম্রাজ্যে সমুদায় দুষ্কর্ম্ম ও অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে এবং সমুদায় প্রজা নির্দ্দোষ ও সচ্চরিত্র হইয়া নিরাপদে ও সুখে কাল ক্ষেপ করিতেছে। আমি কতই নিয়ম ও কতই শাসন প্রণালীই নির্দ্ধারিত করিয়াছি, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহাই আমার বিজন স্থানের প্রধান আমোদ। কিন্তু যখন মনে হয় যে, আমি পিতা ও ভ্রাতাদিগের মৃত্যু কামনা করিতেছি, তখন চমকিত ও জাগরিত হইয়া উঠি।”

ইমলাক কহিলেন “সঙ্কল্পের এইরূপ স্বভাব। যখন আমরা প্রথম সঙ্কল্প করিতে আরম্ভ করি, তখন উহা গর্হিত ও অসম্ভাবিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু

যত অভ্যাস হয়, তত উহার আর দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।”

এক বৃদ্ধের সহিত কথোপকথন।

সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইল, তাঁহারাও বাসস্থানে যাই-বার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলেন। নীল নদের তীর দিয়া যাইতেছিলেন, জলের অভ্যন্তরে চন্দ্রবিম্ব মন্দ মন্দ কম্পিত হইতেছে দেখিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন। দূর হইতে দেখিলেন, এক বৃদ্ধ গমন করিতেছেন। বিজ্ঞ লোকের সভায় তাঁহার নাম রাজকুমার সর্ব্বদা শুনিতে পাইতেন। রাজকুমার কহিলেন, “ঐ দেখ, এক বৃদ্ধ গমন করিতেছেন, বার্দ্ধক্য, যাঁহার ক্রোধাদি রিপুগণকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও তর্কশক্তিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। চল, আমরা ঐ বৃদ্ধের নিকটে যাই এবং বৃদ্ধাবস্থা সুখের অবস্থা কি না, জিজ্ঞাসা করি। তাহা হইলে জানিতে পারিব, শেষ দশায় সুখের কোন প্রত্যাশা আছে কি না।”

বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজকুমার তাঁহাকে আপনাদিগের সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং সহসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ, সন্তুষ্টস্বভাব ও বাচাল ছিলেন, তিনি সঙ্গী হওয়াতে পথ চলায় ক্লেশ বোধ

হইল না। তিনি আপনাকে অনাদৃত না দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের আলয় পর্য্যন্ত গমন করিলেন। রাজকুমারের অনুরোধে বাটীর মধ্যেও প্রবেশিলেন। তাঁহারা সমাদরে বৃদ্ধকে আসনে বসাইয়া সুখাদ্য সামগ্রী আহার করিতে দিলেন।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে রাজকুমারী কহিলেন "মহাশয়! আপনার মত বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করিতে করিতে যেরূপ সুখানুভব করেন, অনভিজ্ঞ যুবাদিগের কোন ক্রমেই সেরূপ সুখানুভব হয় না। আপনি যাহা যাহা দেখেন সমুদায়ের কার্য্যকারণভাব ও স্বভাব বুঝিতে পারেন। নদীর জলবৃদ্ধির হেতু, গ্রহগণের গতির নিয়ম, সমুদায় অবগত আছেন। সকল বস্তুই আপনার চিন্তাশক্তির উদ্দীপন করে এবং আপনার পদমর্য্যাদার গৌরবজ্ঞান জন্মিয়া দেয়, সন্দেহ নাই।"

বৃদ্ধ উত্তর কবিলেন "ভদ্রে! কৌতূহলাক্রান্ত ও উৎসাহশালী লোকেরাই ঐ সকল বিষয়ে সুখের প্রত্যাশা করিয়া থাকে। আমাদিগের এই অবস্থায় কোন গুরুতর উদ্বেগ না থাকিলে, তাহাই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট লাভ। আমার নিকট আর পৃথিবীর নবীনত্ব নাই, আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যে সকল বস্তু দেখি, তাহা একদা সুখের সময় দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ হর্য ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করি। আমি বৃক্ষে

পৃষ্ঠদেশ নিক্ষেপ করিয়া বসি এবং চিন্তা করি যে, এই তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া একদা এক বন্ধুর সহিত নীলনদের বার্ষিক জলবৃদ্ধির বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলাম, তিনি বহু কাল হইল, ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইয়াছেন। আমি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক চন্দ্রের পরিবর্ত্ত দেখিয়া জীবনের পরিবর্ত্তের বিষয় আলোচন করি ও অতিশয় যাতনা পাই। আমাকে যাহা শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে হইবেক, তাদৃশ ভৌতিক বিষয়ে আমার আর কৌতুক জন্মে না।"

ইমলাক কহিলেন "মহাশয়। আপনি মান সম্ভ্রমে কাল কাটাইয়াছেন ও অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়াও অন্ততঃ অন্তঃকরণ সুস্থ রাখিতে পারেন। আর সকলে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার যে প্রশংসা করিয়া থাকে, তাহাতে কি আপনার মনে আহ্লাদ জন্মে না?"

বৃদ্ধ, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন "যাহারা ত্বরায় সংসার পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহারা সুখ্যাতিকে অসার ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। পুত্রের প্রশংসাবাদ শুনিলে জননীর মনে হর্ষোদয় হয় এবং পত্নী, স্বামীর মান সম্ভ্রমের অংশভাগিনী হইয়া থাকেন। কিন্তু আমার জননী বা প্রণয়িনী কেহই নাই। আমি শত্রু মিত্র উভয়কেই অতিক্রম করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। সুখ দুঃখের অংশভাগী নাই বলিয়া কোন বিষয়েই

আমার কৌতুক নাই, কিছুই গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না। যুবা পুরুষেরা প্রশংসায় সন্তুষ্ট হন, কারণ, তাহাতে তাঁহাদিগের উপকারের প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু আমি এক্ষণে জরার গ্রাসে কবলিত হইয়াছি, লোকের ঈর্ষ্যা হিংসায় তাদৃশ ভয় নাই, লোকের ভক্তি ও অনুরাগেরও কিছুই লাভ দেখিতে পাই না। তাহারা এখনও আমার ক্ষতি করিতে পারে, কিন্তু কিছুই বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে না। ধন আমার নিটক অব্যবহার্য্য হইয়াছে এবং উন্নত পদমর্য্যাদা ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইতেছে। যখন আমি আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দেখি, তখন এই বলিয়া মনস্তাপ হয় যে, আমি অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মে কত সময় অতিবাহিত করিয়াছি, লোকের উপকার করিবার অবকাশ পাইয়াও তাহা হারাইয়াছি এবং আলস্যে কত কাল বৃথা নষ্ট করিয়াছি। এমন কত গুরুতর কর্ম্ম আছে, যাহার সম্পাদনে কিছুমাত্র চেষ্টা পাই নাই, কখন বা চেষ্টা পাইয়াও ক্ষান্ত হইয়াছিলাম, সমুদায় সমাপ্ত করিতে পারি নাই। আমার অন্তরাত্মা গুরুতর পাপে ভারাক্রান্ত ও অপবিত্র নয় বলিয়াই কথঞ্চিৎ স্থির হইয়া আছি; নতুবা এত দিন মনস্তাপের পরিসীমা থাকিত না। মিথ্যা মনোরথ ও অলীক আশা বহুকালাবধি অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া আছে, এজন্য শীঘ্র পরিত্যাগ করিতেছে না। আমি এক্ষণে তাহাদিগকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিতেছি, এবং বিনীতভাবে সেই শুভ দিনের

প্রার্থনা করিতেছি, যাহার আর অধিক বিলম্ব নাই। এই পৃথিবীতে যে সুখের সন্ধান পাইলাম না, সেই শুভ দিনের সমাগমে এক সুরম্য রাজ্যে গিয়া সেই সুখ সম্ভোগ করিব এবং এই ভূমণ্ডলে যে গুণ প্রাপ্ত হইলাম না, তাহা তথায় পাইতে পারিব, মনে মনে এই আশা করিতেছি।"

বৃদ্ধ, এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন। অধিক কাল জীবিত থাকা, সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া শ্রোতাদিগের বোধ হইল না। রাজকুমার এই বলিয়া মনে প্রবোধ দিলেন যে, বৃদ্ধের বৃত্তান্ত শুনিয়া হতাশ হওয়া উচিত নহে। বার্দ্ধক্য কখনই সুখের সময় নয়; কিন্তু যাহার বার্দ্ধক্যে উদ্বেগ নাই, যৌবনাবস্থায় সে সুখী ছিল সন্দেহ নাই। সন্ধ্যাকাল নির্ম্মল দেখিলে মধ্যাহ্নকে অবশ্যই উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইয়া যায়।

রাজকুমারী এই ভাবিলেন যে, বার্দ্ধক্যে হিংসা-প্রবৃত্তি প্রবল হয়, সুতরাং যাহারা পৃথিবীতে নূতন প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগের আশা ভরসার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ইচ্ছা জন্মে। আমি অনেক ধনবান্ লোক দেখিয়াছি, তাঁহারা আপন উত্তরাধিকারীর প্রতি ঈর্ষ্যাকলুষিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন, এবং অনেক লোক এমন আছেন, তাঁহারা তত দিন আপনাকে সুখী বোধ করেন, যাবৎ সুখসামগ্রী কেবল তাঁহাদিগের নিকটেই থাকে।

পেকুয়া স্থির করিল, ঐ বৃদ্ধের আকার দেখিয়া যেরূপ বোধ হয়, তদপেক্ষাও তাঁহার বয়স্ অধিক।

তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে বিষাদরোগ জন্মিয়াছে। তাঁহাদিগকে ভগ্নোৎসাহ করিতে ইমলাকের ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়া কেবল হাসিতে লাগিলেন এবং মনে করিলেন যে, এমন বয়সে ঐ বৃদ্ধও ইঁহাদিগের ন্যায় ক্রমাগত সুখের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন।

রাজকুমারী ও তাঁহার সহচরীর সহিত জ্যোতির্ব্বিদের সাক্ষাৎ।

ইমলাক যে জ্যোতির্ব্বিদের কথা কহিয়াছিলেন, রাজকুমারী ও পেকুয়া নির্জ্জনে তাঁহারই বৃত্তান্ত আন্দোলন করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার স্বভাব অতিশয় কৌতুকজনক ও বিস্ময়াবহ। অতএব বিশেষ-রূপে জ্যোতির্ব্বিদের সমুদায় বিবরণ না জানিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। তাঁহারা যাহাতে স্বয়ং জ্যোতি-র্ব্বিদের নিকট যাইতে পারেন, ইমলাককে তাহার উপায় দেখিতে অনুরোধ করিলেন।

এই ব্যাপার সহজে নির্ব্বাহ হওয়া অতি কঠিন কর্ম্ম। যে হেতু, জ্যোতির্ব্বিদ্ স্ত্রীলোকের সহিত প্রায় সাক্ষাৎ করিতেন না। কি উপায়ে জ্যোতির্ব্বিদের সহিত রাজ-কুমারী ও তাঁহার সহচরীর সাক্ষাৎ হয়, এই বিষয়ে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল। কেহ এরূপ প্রস্তাব করিলেন

যে, ইঁহারা দুঃখিনীর বেশে তাঁহার আবাসে উপস্থিত হউন, তাহা হইলে তিনি সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিঞ্চিৎ কাল বিবেচনার পর স্থির হইল যে, এইরূপ চাতুরী দ্বারা অধিক কথা বার্তার সুযোগ হইবে না এবং ইহাতে কোন কার্য্যও সিদ্ধ হইতে পারিবে না। রাসেলাস কহিলেন "এইরূপ চাতুরী দ্বারা কোন কাজ সিদ্ধ হইবে না যথার্থ এবং মিথ্যা করিয়া আপন অবস্থা বর্ণন করায় আমার গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। প্রতারণা করা অতি অন্যায় ও অসৎ কর্ম্ম বলিয়া আমি সর্ব্বদা বিবেচনা করিয়া থাকি। সকলপ্রকার প্রতারণাই বিশ্বাস ও দয়ার ব্যাঘাত করিয়া দেয়। যখন তিনি দেখিবেন যে তোমরা যেরূপ কহিয়াছ বাস্তবিক সেরূপ নও, তখন তাঁহার মনে ক্রোধোদয় হইবেক এবং অল্পবুদ্ধি লোক কর্ত্তৃক প্রতারিত হইলাম বলিয়া তাঁহার মনে বিরক্তি জন্মিবেক। তখন তিনি সকলকেই অবিশ্বাস করিবেন এবং তাঁহার বদান্যতা ও সৎপরামর্শ দ্বারা লোকের যে মহোপকার হইত, তাহারও হ্রাস হইয়া আসিবেক।"

রাসেলাসের এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে কেহ চেষ্টা পাইলেন না। তখন ইমলাক ভাবিলেন যে, রাজকুমারী ও তাঁহার সহচরী আর জ্যোতির্ব্বিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ রাখেন না। কিন্তু পর দিন পেকুয়া কহিল "আমি জ্যোতির্ব্বিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুন্দর সুযোগ স্থির করিয়াছি। আরব-

সেনাপতি, আমাকে যে গ্রহমণ্ডলীর বিবরণ শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই উত্তমরূপ শিখিবার উদ্দেশে তথায় যাইব। স্ত্রীলোকের একাকী যাওয়া ভাল দেখায় না বলিয়া রাজকুমারীও আমার সঙ্গে যাইবেন।" ইমলাক কহিলেন "তোমাদিগকে জ্যোতির্বিদ্যার উপদেশ দিতে হইলে, বোধ হয়, শীঘ্রই তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিবেন। যিনি যে বিদ্যায় অধিক ব্যুৎপন্ন, তিনি সেই বিদ্যার স্থূল স্থূল বিষয় সকল বারংবার বলিতে ও বুঝাইয়া দিতে ভাল বাসেন না। সেই সকল স্থূল স্থূল বিষয়ও বুঝাইয়া দিবার সময় এত উদাহরণ দেন ও এত তর্ক বিতর্ক করেন যে, তোমাদিগের মত অব্যুৎপন্ন ছাত্র তাঁহার শ্রোতা হইতে পারে না।" পেকুয়া কহিল "তাহার জন্য কিছু ভাবনা নাই। তোমাকে কেবল এই মাত্র অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি আমাদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিয়া দাও। তুমি যেরূপ ভাবিতেছ, বোধ হয়, তাহা অপেক্ষা আমি অধিক শিখিয়াছি। আর আমি সর্ব্বদা তাঁহার মতে মত দিয়া, তিনি যাহাতে আমাকে বিজ্ঞ ও ব্যুৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন, সেরূপ করিতে পারিব।"

জ্যোতির্ব্বিদ ইমলাকের মুখে শুনিলেন যে, এক জন বিদেশীয় স্ত্রীলোক, জ্ঞানপথের পান্থ হইয়া, নানাবিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে করিতে এই দেশে আসিয়া আমার বশ ও সুখ্যাতির কথা শুনিয়াছেন এবং আমার ছাত্র হইতে সমুৎসুক হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া

তাঁহার মনে বিস্ময় এ কৌতুক জন্মিল। তাঁহার মনে এরূপ কৌতুক জন্মিল যে, তিনি অধীরতাসহকারে তাঁহার আগমনদিনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

কামিনীবা বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। ইম-লাক তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া জ্যোতি-র্বিদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উজ্জ্বলবেশধারিণী কামিনীরা বিনীত ভাবে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন দেখিয়া জ্যোতির্বিদ্ পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরস্পর সম্ভাষণ বিনিময়ের সময, জ্যোতির্বিদ্ কিঞ্চিৎ ত্রস্ত ও লজ্জিত হইলেন। যখন রীতিমত কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল, তখন তিনি আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর পেকু-য়াকে জিজ্ঞাসিলেন "কি রূপে তোমার জ্যোতির্বিদ্যা শিখিতে ইচ্ছা জন্মিল?" পেকুয়া পিরামিড দেখিতে যাওয়া অবধি আরবসেনাপতির আলযে অবস্থিতি পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। এরূপ সহজ ও মধুর ভাষায় বর্ণন কবিল যে, তিনি শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইলে পেকুয়া যাহা শিখিয়াছিল, সমুদায় পবিচয় দিল। তিনি শুনিয়া তাহাকে জ্ঞানরাশি বলিয়া বোধ করিলেন ও কহিলেন "সৌভাগ্যক্রমে তুমি যাহা শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কদাচ তাহা হইতে ক্ষান্ত হইও না।"

তাঁহারা প্রত্যহ যাতায়াত করিতে লাগিলেন, জ্যোতির্বিদ্ও দিন দিন অধিক আদর প্রকাশ করিতে

আরম্ভ করিলেন। যত ক্ষণ তাঁহাদের নিকটে থাকেন, তাঁহাদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া তাঁহার চিন্তাশক্তি নির্ম্মল ও বুদ্ধি উজ্জ্বল হয় দেখিয়া, অবাধে তাঁহাদিগের আগমন প্রত্যাশায় দিন দিন তাঁহাদিগকে সমধিক সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে জ্যোতির্ব্বিদের নিরন্তর চিন্তাজনিত ক্লেশের অনেক হ্রাস হইয়া আসিল। যখন তাঁহারা প্রস্থান করেন, তিনি ঋতুগণের নিয়মবিধানরূপ আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অতিশয় বিরক্ত হন। আবার তাঁহাদিগের আগমনে আপন কর্ম্ম হইতে অবসর পাইয়া আহ্লাদিত হন।

এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইল। রাজকুমারী ও তাঁহার সহচরী জ্যোতির্ব্বিদের প্রত্যেক কথার ভাবার্থ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এরূপ একটী কথাও শুনিতে পাইলেন না, যদ্দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিভ্রম অথবা উন্মাদের লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। যাহাতে তিনি মনের কথা ব্যক্ত করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ যত্ন পাইলেন; কিন্তু তিনি অনায়াসে তাঁহাদিগের সকল চাতুরী অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কোন কথায় মনের ভাব ব্যক্ত হইবার উপক্রম দেখিলে অমনি তিনি আর এক কথা পাড়িতেন। ক্রমে আলাপ পরিচয় ও আনুগত্য দ্বারা যত প্রণয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি তথায়

উপস্থিত হইলে, বহু সমাদরে গৃহীত হইতেন, এবং নানা প্রকার কথা বার্ত্তায় সুখে কালযাপন করিতেন। ক্রমে আমোদ প্রমোদে অতিশয় আসক্ত হইলেন। এরূপ আসক্ত হইলেন যে, প্রত্যূষে উঠিয়াই রাজকুমারের বাসস্থানে উপস্থিত হইতেন। তথায় নানাবিধ আমোদ অনুভব করিয়া অনেক বিলম্বে বাটী যাইতেন।

এই রূপে বহু দিন জ্যোতির্বিদের চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করিয়া রাজকুমার ও তাঁহার ভগিনী স্থির করিলেন যে তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এই স্থির করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে আপনাদিগের অবস্থা বর্ণন করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং কোন পথের পান্থ হইলে যথার্থ সুখের অধিকারী হওয়া যায় তদ্বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

জ্যোতির্বিদ্ কহিলেন "পৃথিবী তোমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, এখানে লোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখিতে পাইতেছ। তাহার মধ্যে কোন্ অবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আমি উপদেশ দিতে পারি না। আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমি যে অবস্থা অবলম্বন করিয়াছি ইহা উত্তম নহে। আমি নিয়ত অধ্যয়ন, ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কাল ক্ষেপ করিয়াছি, তথাপি বহুদর্শিতা জন্মে নাই। এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমোদ প্রমোদের রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াছি, এবং পরিবারের সহিত স্নেহবিনিময়-

জনিত্ব ও কামিনীগনের বিশুদ্ধসৌহার্দ্দজনিত সুখ এক বারে হারাইয়াছি। আর আর বিদ্যার্থী অপেক্ষা যদিও আমি কিঞ্চিৎ অধিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহাও বিশেষ কার্য্যকারক নহে। আমি লোকের সহিত যত আলাপ পরিচয় করিতেছি, ততই ঐরূপ ক্ষমতা প্রাপ্তি বিষয়েও সংশয় জন্মিতেছে। যত আমি সংসারের আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইতেছি, ততই আমার চির-নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত সকল ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে এই বলিয়া অনুতাপ হইতেছে যে, আমি অনেক ক্লেশ পাইয়াছি এবং অনর্থক ক্লেশ সহ্য করিয়াছি।"

জ্যোতির্ব্বিদের বুদ্ধি, কুজ্ঝটিকা হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোকে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া, ইমলাক আহ্লাদিত হইলেন ও স্থির করিলেন জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে গ্রহমণ্ডলী হইতে পৃথক্ করিয়া এই অবস্থায় কিছুকাল রাখিতে হইবেক। তাহা হইলেই জ্যোতির্ব্বিদ্ গ্রহমণ্ডলীর নিয়মবিধান বিস্মৃত হইয়া যাইবেন এবং তাঁহার বিচারশক্তি অন্ধকারবিনির্ম্মুক্ত হইয়া উজ্জ্বল আকার ধারণ করিবেক।

তদবধি জ্যোতির্ব্বিদ্ পরম বন্ধু বলিয়া পরিগৃহীত ও সমুদায় আমোদ প্রমোদের অংশভাগী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। সকলে সম্মান ও সমাদর করিত, এজন্য সকল বিষয়ে তাঁহাকে মনোযোগ দিতে হইত। রাসেলাস, সর্ব্বদা তাঁহাকে কার্য্যবিশেষে ব্যাপৃত করিয়া রাখিতেন।

দিনের বেলায় তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া স্থান-প্রকার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, সন্ধ্যাকালে তাহারই আন্দোলন হইত এবং পরদিন প্রভাতে কি করিতে হইবেক, তাহাও ঐ সময়ে নির্দ্ধারিত হইত।

একদা জ্যোতির্ব্বিদ্ ইমলাককে কহিলেন "ইমলাক! যে অবধি তোমাদিগের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, যে অবধি আমোদ প্রমোদে কাল ক্ষেপ করিতেছি, তদবধি, অন্তরিক্ষ ও গ্রহমণ্ডলীর উপর আমার প্রভুত্ব আছে বলিয়া যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে আমার চিত্ত হইতে দূরীভূত হইয়া যাইতেছে এবং যে সিদ্ধান্ত আমি অন্যের নিকট সপ্রমাণ করিতে পারিতাম না, তাহাতেও ক্রমে ক্রমে অবিশ্বাস জন্মিতেছে। কিন্তু যখন একাকী থাকি, সেই প্রাচীন সংস্কার বলপূর্ব্বক আমার চিত্তে প্রবেশ করে ও চিন্তাশক্তিকে যেন, শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে। কিন্তু রাজকুমারের স্বর শুনিবামাত্র অমনি জাগরিত হই এবং পেকুয়ার প্রবেশ মাত্র সেই সংস্কার ভুলিয়া যাই। যাহারা ভূতের ভয় করে, প্রদীপের আলোক দেখিলে তাহাদিগের ভয় নিবৃত্তি হয়। তখন তাহারা বিবেচনা করে, কি জন্য ভয় পাইযাছিলাম? কিন্তু তখনই প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে, আবার ভয় পায়; পুনর্ব্বার প্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে ভয় থাকিবে না, তাহাও মনে মনে বুঝিতে পারে। আমারও সেইরূপ ঘটিয়াছে। তোমাদিগের সন্নিধানে প্রাচীন সংস্কারের বশীভূত হইয়া

নানাপ্রকার চিন্তা করি এবং মনে করি, তোমাদিগের সমাগমে চিন্তা থাকিবে না। তোমরা আসিলেই চিন্তারও নিবৃত্তি হয়। কিন্তু আমার উপর যে গুরুতর ভার সমর্পিত আছে, কেবল আত্মসুখের নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পাইতেছি বলিয়া কখন কখন মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেই সন্দেহ সমূলক, কি অমূলক, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। যদি সমূলক হয়, তাহা হইলে ত আমি অতি দুষ্কর্ম্ম ও গুরুতর অপরাধ করিতেছি।"

ইমলাক উত্তর করিলেন "যখন চিন্তা করিতে করিতে মানসিক রোগ জন্মিবার উপক্রম হয়, সেই সময় যদি সেই চিন্তাকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া সন্দেহ জন্মে, তাহা হইলে উহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না, সুতরাং বিষম অনর্থ ঘটিয়া উঠে। এই নিমিত্তই চিন্তাবিষ্ট লোকেরা সন্দিগ্ধচিত্ত হয় এবং সন্দিগ্ধচেতারা সর্ব্বদা চিন্তায় ব্যাকুল থাকে। যাহা হউক, আপনাকে অগ্রে সাবধান করিতেছি যেন, সন্দেহ, আপনার বিচারশক্তি অতিক্রম করিয়া উঠিতে না পারে। আপনি বিচারশক্তির আলোকে অন্তঃকরণ প্রকাশিত করিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে সন্দেহরূপ অন্ধকার তথায় প্রবেশিতে পারিবে না। যখন যখন সন্দেহ উপস্থিত হইবার উপক্রম দেখিবেন, তখনি কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত হইবেন অথবা পেকুয়ার নিকটে গমন করিবেন এবং সর্ব্বদা এই মনে রাখিবেন যে,

আপনি জগতের এক পরমাণু মাত্র। আপনার এমন কোন বিশেষ গুণ বা দোষ নাই, যদ্দ্বারা আপনি সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরের বিশ্বাসপাত্র অথবা নিগ্রহপাত্র হইতে পারেন।"

জ্যোতির্ব্বিদ্ কহিলেন "আমিও সর্ব্বদা মনে মনে ঐরূপ আন্দোলন করিয়া থাকি। কিন্তু আমার বিচার-শক্তি, কল্পিত মনোরথে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে, উহা, আপনার সিদ্ধান্ত আপনি বিশ্বাস করিতে চাহে না। পূর্ব্বে এমন একটী লোক পাই নাই, যাহার নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতাম, কিন্তু ইহা নিশ্চয় ছিল যে, কাহার নিকট ব্যক্ত করিলেই যাতনা শান্তি হইবেক। তোমার মতের সহিত আমার মতের ঐক্য হইল দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। তুমি সহজে প্রতারিত হইবার মানুষ নহ, আমাকেও প্রতারণা করিবার অভিসন্ধি নাই। অতএব তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাতে আমার সংশয় বা অবিশ্বাস জন্মে নাই। যে অন্ধকার, বহু কাল আমার মনে আশ্রয় লইয়াছিল, কালসহকারে ও নানাবিধ দর্শনে তাহা দূরীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন আমি অনায়াসে ভরসা করিতে পারি যে, আমার শেষ দশা সুখে অতিবাহিত হইবেক।" ইমলাক কহিলেন "আপনার গুণ ও জ্ঞান অনায়াসেই এরূপ ভরসা দিতে পারে।"

রাজকুমারের প্রবেশ ও নূতন কথা।

তাঁহাদিগের কথা বার্ত্তা চলিতেছিল এমন সময়ে রাসেলাস, নিকায়া ও পেকুয়া প্রবেশিলেন এবং রাসেলাস জিজ্ঞাসিলেন "কল্য কি করা যাইবেক?" নিকায়া বলিলেন "সংসারের গতিই এইরূপ, নূতন নূতন পরিবর্ত্ত না হইলে কেহ সুখী হইতে পারে না। বসুমতী বস্তুশূন্য হয় নাই, আমরা যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই, কল্য তাহাই দেখিব।"

রাসেলাস কহিলেন "নূতন নূতন পরিবর্ত্ত এত আবশ্যক যে, ক্রমাগত নব নব আমোদ প্রমোদ ভিন্ন অন্যবিধ পরীবর্ত্ত না থাকাতে, সেই সুখময় গিরিগর্ভও বিরক্তিকর ও ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যখন সেণ্ট আণ্টনির ধর্ম্মালয়স্থ সন্ন্যাসীরা আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হন, তখন অধীরতাসহকারে আপনাকে আপনি তিরস্কার না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাদিগের আমোদ প্রমোদের পরিবর্ত্তের ত কথাই নাই, তাঁহাদিগকে নিরন্তর কেবল একবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে।"

ইমলাক উত্তর করিলেন "আমোদময় গিরিগর্ভে আবিসিনিয়ার যে সকল রাজকুমার বাস করেন, তাঁহারা যেরূপ হতভাগ্য, আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীরা সেরূপ হতভাগ্য নহেন। সন্ন্যাসীরা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সমুদায় ন্যায়ানুগত। তাঁহারা

পরিশ্রম করিয়া আবশ্যক সামগ্রী আহরণ করেন, পরলোকে পরিত্রাণ পাইবার আশয়ে জগদীশ্বরের আরাধনা করেন। তাঁহারা সুন্দররূপ সময় বিভাগ করিয়া রাখিয়াছেন, এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আর এক কর্ত্তব্য কর্ম্মে হস্ত ক্ষেপ করেন। তাঁহাদিগকে আলস্যে কাল ক্ষেপ করিতে হয় না, মিথ্যা মনোরথের যন্ত্রণাও সহিতে হয় না। সময় বিশেষে কর্ম্ম বিশেষ সম্পন্ন করেন ও পরিশ্রম করিয়া আনন্দিত হন। ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছি, পরলোকে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিব, এই প্রত্যাশায় সুখে কাল ক্ষেপ করেন।”

নিকায়া কহিলেন “ইমলাক! তোমার বিবেচনায় কি সন্ন্যাসধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও উৎকৃষ্ট? যিনি সরলান্তঃকরণে লোকের নিকট সৎকথার প্রসঙ্গ করেন যিনি ধন দিয়া দীন হীনের দুঃখ দূর করেন, যিনি শিক্ষা ও সদুপদেশ দিয়া অনভিজ্ঞের অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, যিনি চেষ্টা ও যত্ন সহকারে জীবনযাত্রার সুন্দর নিয়ম ও প্রণালী সংস্থাপন করেন, যিনি পরিশ্রম করিয়া লোকসমাজের হিত সাধনের চেষ্টা পান, তিনি আশ্রমোচিত উপবাসাদি না করিয়া এবং সাংসারিক নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইয়াও কি সন্ন্যাসীর মত, ভাবী সুখ ও পর লোকে পরিত্রাণ পাইবার আশা করিতে পারেন না?”

ইমলাক কহিলেন “এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ কর্ম্ম নহে। এ বিষয়ে জ্ঞানীদিগেরও মতামত আছে,

সাধুরাও সহসা ইহার উত্তর দিতে পারেন না। আমার মতে, যিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া নিরন্তর ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুন্দররূপ চলিতে পারেন, তাঁহা অপেক্ষা, যিনি সংসারে থাকিয়া ন্যায়পথে সুন্দররূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয়। কিন্তু সংসারে এত লোভনীয় বস্তু আছে যে, সকলে সেই সমুদায়ের লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। যাহারা লোভের বশীকরণ করিতে সমর্থ নয়, তাহাদিগের সংসার পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কতকগুলি লোক জগতের কিছু মাত্র উপকারে আইসে না, আপনার কোন বিপদ্ ঘটিলেও তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। অনেকেই দুর্ভাগ্যের দাস, দারিদ্র্যদশার অধীন এবং দুঃখে নিতান্ত অভিভূত। একপ লোকের মধ্যে যে কেহ নিরাকাঙ্ক্ষ হইতে পারে, তাহার নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয় করাই মঙ্গল। সংসারে এমন অনেক লোক আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি জরাজীর্ণ, কতকগুলি চিররুগ্ন এবং কতকগুলি সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অশক্ত। ধর্ম্মালয়ে বলহীন লোকেরাও অনায়াসে আশ্রয় পায়, শ্রান্ত ব্যক্তিরাও সুখে বিশ্রাম করিতে পারে এবং যাহারা পাপ কর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করে, তাহারাও নিশ্চিন্ত হইয়া চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। ঐ নির্জ্জন স্থান উপাসনা ও চিন্তার উপযুক্ত স্থান। অন্তঃকরণ তথায় স্থির ও শান্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই মহাত্মারা আপনাদিগের

মত গম্ভীরস্বভাব কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে জগদী-শ্বরের আরাধনায় অনুরক্ত হইয়া তথায় জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন।”

পেকুয়া কহিল “হাঁ, আমারও ঐরূপ ইচ্ছা হয় বটে, এবং রাজকুমারীও সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন যে, আমি অনেক লোকের মধ্যে মরিতে ভাল বাসি না।”

ইমলাক কহিলেন “নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ অনু-ভব করায় কাহারও বিপ্রতিপত্তি নাই। কিন্তু কিরূপ আমোদ প্রমোদ নির্দ্দোষ, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। আমোদ প্রমোদ নিজে দোষ নয়, কিন্তু যখন তাহারা সুখ হইতে পৃথক্ করে, তখন তাহাদিগকে দোষজনক বলা যায়। উপবাস নিজে গুণ নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণকে লোভপরাঙ্মুখ করে বলিয়া তাহাকে গুণের সাধন বলা যায়। সুখ দুঃখ লইয়া গুণ দোষের বিচার করিতে হইবেক।”

নিকায়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাসেলাস জ্যোতির্ব্বিদের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসিলেন “মহাশয়! আপনার সন্ধানে দেখিবার উপযুক্ত কোন নূতন সামগ্রী আছে কি না?”

জ্যোতির্ব্বিদ উত্তর করিলেন “তোমরা অনেক বস্তু দেখিয়াছ, অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়াছ। এ ক্ষণে সহজে আর নূতন বস্তু দেখিতে পাইবে না। কিন্তু জীবিত লোকের আবাসস্থলে যাহা সহজে পাওয়া যাই-বেক না, মৃত ব্যক্তির বাসভূমিতে তাহা পাইতে পার।

যে স্থানে মৃত দেহ সকল সঞ্চিত ও সজ্জিত আছে, ঐ স্থানও এ দেশের এক আশ্চর্য্য বস্তু। ঐ স্থানকে শব-নিবাস বলে। বহু কাল পূর্ব্বে যাঁহারা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মৃত দেহও তথায় সঞ্চিত আছে, দ্রব্যবিশেষের গুণে উহা অদ্যাপি অবিকৃত হইয়া রহিয়াছে।"

রাসেলাস কহিলেন "শবনিবাস দেখিয়া কি আনন্দ জন্মিবে? তবে আর নূতন সামগ্রী কিছুই নাই, কাজে কাজেই উহা দেখিতে হইবেক।" অনন্তর শরীররক্ষক অনেক অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে করিয়া পর দিন শব-নিবাস দেখিতে চলিলেন। তথায় পৌঁছিয়া গহ্বরের মধ্যে প্রবেশিবার সময় রাজকুমারী কহিলেন "পেকুয়া। আমরা আবার মৃত ব্যক্তির বাসস্থান আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। বোধ হয় তুমি, আমাদিগের সঙ্গে যাইবে না, কিন্তু ফিরিবা আসিয়া যেন তোমাকে কুশলী দেখিতে পাই" পেকুয়া উত্তর করিল "না, আমি একাকিনী থাকিব না। আমি, রাজকুমার ও রাজকুমারীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া গমন করিব।" অনন্তর তাঁহারা গহ্বরে নামিয়া বক্রগামী নিম্ন পথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন পথের দুই ধারে মৃত দেহ সজ্জিত আছে। মৃত দেহ অবিকৃত আছে দেখিয়া চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

জীবাত্মার প্রকৃতিবিচার।

রাজকুমার কহিলেন "কোন কোন দেশের লোক মৃত দেহ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে, কোন কোন দেশের লোক ভূগর্ভে নিহিত করিয়া রাখে। ফলতঃ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার আয়োজন করিতে পারিলেই সকলে উহা দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত করিতে সম্মত হয়। কিন্তু ঈজিপ্টদেশীয় লোকেরা কি নিমিত্ত এত ব্যয় করিয়া উহা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে?" ইমলাক উত্তর করিলেন "পূর্ব্ব কালে যে সকল আচার প্রচলিত ছিল, অনুসন্ধান করিয়া সেই সেই আচার প্রচলিত হইবার কারণ প্রায় নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায় না। যে হেতু, আচার ক্রমাগত চলিতে থাকে, কারণ অজ্ঞাত হইয়া যায়। বিশেষতঃ যে সকল আচার মিথ্যা ধর্ম্ম অথবা কুসংস্কার মূলক, তাহার কারণ অনুসন্ধান করাই বৃথা। যাহা যুক্তিমূলক নহে, যুক্তি দ্বারা তাহার কারণ স্থির করা যায় না। বন্ধু ও জ্ঞাতি-বর্গের প্রতি মানবদিগের যে নৈসর্গিক স্নেহ আছে, এই ব্যবহারও সেই স্নেহের কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। দেখ, যত লোক মরিয়াছে সকলের মৃত দেহ এখানে সঞ্চিত করা নাই। যদি সমুদায় মৃত দেহ সঞ্চিত করা থাকিত, তাহা হইলে জীবিত লোকের আবাসভূমি অপেক্ষা মৃত ব্যক্তির বাসস্থান অতিবিস্তৃত হইত। আমার অনুমান হয়, ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের শরীরই এই রূপে সঞ্চিত আছে, সামান্য ব্যক্তিদিগের শরীর, হয় ভস্মা-

বগুেব অতুব। ধুলিসাৎ হইযা গিয়াছে। কিন্তু সচরাচর সকলে কহিয়া থাকে, ঈজিপ্টদেশীয় লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, যাবৎ মৃত দেহ অবিকৃত থাকে, তাবৎ জীবাত্মার বিনাশ হয না। সুতরাং মৃত্যু নিবারণের নিমিত্ত তাঁহারা এই রূপে মৃত দেহ অবিকৃত করিয়া রাখিয়াছেন।"

নিকাযা কহিলেন "ঈজিপ্টদেশীয় লোকেবা বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তাঁহারা কিরূপে নির্ব্বোধের মত এরূপ অকিঞ্চিৎকর কল্পনায় বিশ্বাস করিতেন? যদি শরীর-পতনের পরেও জীবাত্মা জীবিত থাকিতে পারে, তবে শরীর অবিকৃত থাকা না থাকায় ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভা-বনা কি?"

জ্যোতির্ব্বিদ্ কহিলেন "যৎকালে মিথ্যা ধর্ম্ম ও কুসংস্কারে জগৎ আচ্ছন্ন ছিল, দর্শনশাস্ত্রের প্রভা কেবল বিকীর্ণ হইতে আরম্ভমাত্র হইযাছিল, এমন সময়ে ঈজিপ্টদেশীয়েরা ভ্রান্ত ছিলেন সন্দেহ কি? এক্ষণে দর্শনশাস্ত্রের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইয়া অজ্ঞানান্ধকার নিরস্ত করিতেছে, তথাপি জীবাত্মার প্রকৃতি নিরূপণের সময় অনেকে অনেক-প্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন। কতকগুলি লোক জীবাত্মাকে ভৌতিক বলেন, অথচ অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন।"

ইমলাক উত্তর করিলেন "হাঁ, কতকগুলি লোক জীবাত্মাকে ভৌতিক বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু যাঁহার

বিবেচনা করিবার শক্তি আছে, এরূপ কেহই জীবাত্মাকে ভৌতিক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন না। অন্তঃকরণ যে ভৌতিক নয়, ইহা যুক্তির সার সিদ্ধান্ত। ভূতের যে জ্ঞানশক্তি নাই, ইহা সমুদায় ইন্দ্রিয় ও দর্শনশাস্ত্র দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে।"

"স্থূল ভূত অথবা স্থূল ভূতের অংশরূপ পরমাণুর চিন্তাশক্তি আছে, ইহা কেহই অনুমান করেন না। যদি প্রত্যেক পরমাণুই চিন্তাশক্তিবিহীন হইল, তবে কোন্ অংশের চিন্তাশক্তি আছে বলিয়া অনুমান করিব? আকার, বিস্তার, গুরুত্ব, গতি ও গতির প্রকারভেদে এক ভূত হইতে ভূতান্তর বিভিন্ন হয়। এই সকলের মধ্যে কি কি গুণ একত্র হইলে অথবা পৃথক্ হইলে, জ্ঞানশক্তি থাকিতে পারে? ভূতগণ গোল অথবা চতুষ্কোণ, বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র, দৃঢ় অথবা তরল, হইতে পারে; চালাইয়া দিলে আস্তে আস্তে অথবা দ্রুত বেগে চলিতে পারে, এক দিকে বা অন্য দিকে যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের চিন্তাশক্তি নাই। যদি তাহারা স্বভাবতঃ চিন্তাশক্তিশূন্য হইল তবে তাহাদিগকে চিন্তাশক্তিযুক্ত করিতে হইলে, নূতন কিছু পরিবর্ত্ত করিতে হইবেক। কিন্তু তাহাদিগের যেরূপ পরিবর্ত্ত ঘটিতে পারে, কোন পরিবর্ত্তের সহিত চিন্তাশক্তির সম্পর্ক নাই।"

জ্যোতির্ব্বিদ্ কহিলেন "দেহাত্মবাদীরা বলেন, ভূতের এরূপ গুণ আছে যাহা আমরা অবগত নহি।"

ইমলাক উত্তর করিলেন "আমরা জানি না এমনও

কিছু থাকিতে পারে সম্ভাবনা করিয়া, যাহা জানি, তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে, আমরা বিবেকশক্তি-সম্পন্ন জীবের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারি না। আমরা জানি, ভৌতিক বস্তু জ্ঞানশূন্য, চৈতন্যশূন্য, জড় পদার্থ মাত্র, এমন কিছু থাকিতে পারে যাহা আমাদিগের জ্ঞাত নয় বলিয়া এই সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত করিলে বুদ্ধি-বৃত্তি ও বিবেকশক্তির হতাদর করা হয়। যাহা জানি তাহা অপেক্ষা যাহা জানি না তাহাকেই সত্য ও প্রামা-ণিক করিয়া ভাবিলে, সর্ব্বজ্ঞও কোন বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারেন না।"

জ্যোতির্ব্বিদ্ কহিলেন "উদ্ধত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার শক্তির সীমা বদ্ধ করা অন্যায় ও অনুচিত।"

ইমলাক উত্তর করিলেন "এমন দুইটি বস্তু আছে যাহা পরস্পর বিরুদ্ধ, এক প্রস্তাব একদা সত্য ও মিথ্যা হইতে পারে না, একবিধ সংখ্যা কখন সম কখন বা বিষম হয় না, সৃষ্টির সময় যাহার চিন্তাশক্তি ছিল না তাহাকে চিন্তাশক্তি দেওয়া যায় না, এইপ্রকার ভাবি-লেই কি সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির সীমা বদ্ধ করা হয়?"

নিকায়া কহিলেন "এ বিষয়ে আর বাদানুবাদ করিবার ফল দেখি না। আমার মতে জীবাত্মার অভৌতি-কত্ব সুপ্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু অভৌতিক হইলেই কি চির কাল অবিনশ্বর হইয়া থাকিতে পারে?"

ইমলাক উত্তর করিলেন "যে সকল বস্তু ভৌতিক নয়, তাহার বিষয় আমরা বিশেষরূপে জানিতে পারি

না। আমরা উহা অন্ধকারাবৃত দেখি। উহার বিনাশের কোন কারণ দেখিতে পাই না বলিয়া অনুমান করি উহা চির কাল অবিনশ্বর হইয়া থাকে। কোন বস্তুর বিনাশের পূর্ব্বে অগ্রে তাহার অংশের বিশ্লেষ হয়, অনন্তর সমবায়িকারণের নাশ হয, কিন্তু উহার অংশ নাই, সমবায়িকারণেরও বিনাশ দেখিতে পাই না, সুতরাং উহা বিনষ্ট হইল বলিবা কি রূপে সিদ্ধান্ত করিব।"

রাসেলাস কহিলেন "বস্তুর দৈর্ঘ্য বিস্তার নাই, ইহা আমি ভাবিবা স্থির করিতে পারি না। যাহার দৈর্ঘ্য বিস্তার আছে তাহারই অংশ আছে, এবং তুমিই বলিলে, যাহার অংশ আছে তাহার বিনাশও হইয়া থাকে।"

ইমলাক উত্তর করিলেন "রাজকুমার! তোমার মানসিক জ্ঞানের বিষয বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই সকল সন্দেহ দূর হইবেক। জ্ঞানের কি দৈর্ঘ্য বিস্তার আছে? যেরূপ জ্ঞানের দৈর্ঘ্যবিস্তার নাই, সেইরূপ, যাঁহার জ্ঞান হয়, তাঁহারও দৈর্ঘ্য বিস্তাব নাই।"

নিকায়া কহিলেন "সেই সর্ব্বশক্তিমান্ যাহার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার বিনাশও করিতে পারেন।"

ইমলাক উত্তর করিলেন "হাঁ তিনি সকলই করিতে পারেন। যাহার বিনাশের কোন কারণ দেখা যাইতেছে না তাহাকেও অবিনশ্বর করিয়া রাখিতে তাঁহারই ক্ষমতা আছে। বাহ্য কোন কারণ দ্বারা উহা বিনষ্ট ও

বিরুদ্ধ হইবেক না. দর্শনশাস্ত্র, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন, ইহার অধিক আর বলিতে পারেন না।”

এইরূপ তর্ক বিতর্কের পর সকলেই ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর রাসেলাস কহিলেন “চল, আমরা এই শ্মশানভূমি হইতে প্রস্থান করি। যিনি এখন চিন্তা করিতেছেন, চির কালই তিনি চিন্তা করিবেন, কখনই তাঁহার ধ্বংস হয় না ইহা যিনি অবগত নহেন, এই শ্মশানভূমি তাঁহার পক্ষে কি ভয়ঙ্কর স্থান! যাঁহারা পূর্ব্ব কালে মহাবল পরাক্রান্ত ও অসামান্য-জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা আমাদিগের সম্মুখে শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন ও আমাদিগকে এই বলিযা সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, এই ভৌতিক দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং এই জীবন অতি অল্পকালস্থায়ী। আমরা যেরূপ সুখের পথ অনুসন্ধান করিয়া কাল ক্ষেপ করিতেছি, ইহাঁরাও বোধ হয়, সেইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে কালগ্রাসে কবলিত হইয়াছেন।”

রাজকুমারী কহিলেন “ইহ লোকে সুখের পথ মনোনীত করা আমার আর গুরুতর কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতেছে না। অতঃপর কেবল পর কালের পথ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করি।”

অনন্তর তাঁহারা সত্বর হইয়া গহ্বর হইতে উঠিলেন এবং সেই সকল অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে কায়রোয় প্রত্যাগমন করিলেন।

উপসংহার।

কিছু দিন পরে, নীলনদের জল বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। সমুদায় প্রদেশ জলে প্লাবিত হওয়াতে তাঁহাদিগের নূতন কিছু দেখিবার সুযোগ রহিল না। পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহারই কথা বার্ত্তা কহিয়া ও মনে মনে এক অবস্থার সহিত অবস্থান্তরের তুলনা করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

আরব সেনাপতি যে ধর্ম্মালয়ে পেকুষাকে প্রত্যর্পণ করেন, সেই ধর্ম্মালয় ব্যতিরিক্ত আর কোন বস্তুই পেকুয়ার মন হরণ করিতে পারে নাই। কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে তিনি সন্ন্যাসিনী হইবার অভিলাষ করিতে লাগিলেন। বারংবার হতাশ হইয়া নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া নির্জ্জনে চিরকাল অবস্থান করাই শ্রেয়স্কর বোধ হইল।

রাজকুমারী স্থির করিলেন পৃথিবীতে যত বস্তু আছে তাহার মধ্যে বিদ্যাই উৎকৃষ্ট ও সার বস্তু। আমি প্রথমতঃ সমুদায় বিজ্ঞানশাস্ত্র শিখিব, তদনন্তর এক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিব। সুশিক্ষিত কামিনীগণ ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবেন, আমি অধ্যক্ষ হইব, বালিকারা তথায় অধ্যয়ন করিতে আসিবেক। বৃদ্ধদিগের সহিত আলাপ করিয়া, বালিকাদিগকে শিক্ষা দিয়া,

জ্ঞানোপার্জ্জন ও জ্ঞানবিতরণে সমুদায় সময় অতি-বাহিত করিব এবং অনন্তরজাত লোকদিগকেও ধর্ম্ম-পথের দৃষ্টান্ত দেখাইব, মনে মনে এইরূপ চিন্তা কবিতে লাগিলেন।

বাজকুমার মনে মনে এক রাজ্যের কল্পনা করিলেন। স্বয়ং ঐ রাজ্যের শাসন ও বিচাব নিষ্পত্তি করিবেন এবং স্বচক্ষে তাহার সমুদায় প্রদেশ [illegible]বেন মানস কবিলেন। কিন্তু রাজ্যের সী[illegible] করিতে পারিলেন না। দিন দিন সীমাবৃদ্ধি ও প্রজাবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

ইমলাকের ও জ্যোতির্ব্বিদের বিষয়বিশেষে ব্যাপৃত থাকিবার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহারা সংসারের কার্য্য-প্রবাহে চিত্ত নিক্ষেপ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন।

অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য এই বিষয়ে বাদানুবাদ হইতে লাগিল। পরিশেষে স্থির হইল যে, নীলনদের জল শুষ্ক হইলে আবিসিনিয়ায় প্রতিগমন করাই শ্রেয়ঃ।

সম্পূর্ণ।